পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের
মাঝে এক অপরূপ
ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 276 Thursday, 5 September, 2024 ❋ ২৯ বর্ষ, ২৭৬ সংখ্যা ❋ ১৯ ভাদ্র ১৪৩১, বৃহস্পতিবার, ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

আজ সুপ্রিম কোর্টে হচ্ছে না আরজি কর মামলার শুনানি

কলকাতা ও নয়াদিল্লি, ৪ সেপ্টেম্বরঃ নজর ছিল সব মহলের। তাকিয়ে ছিল গোটা দেশ। বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টে আরজি কর মামলার শুনানি স্থগিত। বসছে না প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ। নোটিস দিয়ে জানালেন সুপ্রিম কোর্টের ডেপুটি রেজিস্ট্রার। কয়েকদিন ধরেই কোর্টে আসছেন না প্রধান বিচারপতি। সূত্রের খবর, অসুস্থতার কারণেই তাঁকে কোর্টে দেখা যাচ্ছে না। বৃহস্পতিবারও তিনি কোর্টে আসতে পারছেন। নোটিস জারি করে ইতিমধ্যেই এ কথা জানানো হয়েছে। প্রসঙ্গত, যে সমস্ত মামলাগুলির ইতিমধ্যেই সুপ্রিম কোর্টে আংশিকভাবে শুনানি হয়েছে সেই বিষয়ে যে বেঞ্চ শুনানি করে তাঁরাই সিংহভাগ ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা বজায় রাখে। অর্থাৎ তার মধ্যে যদি কোন বিচারপতি উপস্থিত না থাকেন তাহলে সংশ্লিষ্ট দিনে শুনানি হয় না। অন্য তারিখ দেওয়া হয়। তাহলে কবে হতে পারে শুনানি? সূত্রে খবর, দ্রুত এ বিষয়ে নতুন বিবৃতি আসতে পারে দেশের শীর্ষ আদালতের তরফে। অন্য বেঞ্চে কী সরে যাবে মামলা? ওয়াকিবহাল মহল বলছে, মূলত এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেন বেঞ্চের বাকি বিচারপতিরা। তবে মূল সিদ্ধান্ত প্রধান বিচারপতিকে। প্রসঙ্গত, সুপ্রিম কোর্ট বা যে কোনও কোর্টে যিনি প্রধান বিচারপতি থাকেন তাঁকে বলা হয় 'মাস্টার অফ রস্টার'। তিনি ঠিক করে দেন কোন মামলা কোন বেঞ্চে শুনানি হবে। এদিকে এই মামলার গুরুত্ব-তাৎপর্য যে অত্যন্ত বেশি তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। ইতিমধ্যেই আবার প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ এই মামলার সুয়োমটো কগনিজেন্স নিয়েছে। সে ক্ষেত্রে এই মামলা অন্য কোনও বেঞ্চে পাঠানো হবে কি না তা নিয়ে রয়েছে সংশয়। যে নোটিস এখনও পর্যন্ত এসেছে তাতে প্রধান বিচারপতির

এজলাসে ৬ নম্বরে রয়েছে আরজি কর মামলা। প্রসঙ্গত কলকাতা পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলের অপসারণ নিয়ে মামলা দায়েরের অনুমতি চেয়ে এদিন প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন আইনজীবী অমৃতা পান্ডে। এরপরই প্রধান বিচারপতি আদালতে জানান, সুপ্রিমকোর্টে যেহেতু আরজি কর মামলাটি বিচারাধীন রয়েছে এমত অবস্থায় এ বিষয়ে তিনি কোনও অনুমতি দিতে পারেন না। সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তের পরই আদালত এ বিষয় সিদ্ধান্ত নেবে। গত ৯ আগস্ট আরজি করের সেমিনার হল থেকে ডাক্তারি ছাত্রীর দেহ উদ্ধার হয়। ধর্ষণ ও খুনের অভিযোগ ওঠে। ওই ঘটনায় কলকাতা হাইকোর্টের প্রশ্নের মুখে পড়েছিল আরজি কর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এবং কলকাতা পুলিশ। হাইকোর্টের নির্দেশে মামলার তদন্তভার গ্রহণ করে সিবিআই। পরে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে মামলা গ্রহণ করে সুপ্রিমকোর্ট। ওই মামলাতেই আগামীকাল আদালতে স্ট্যাটাস রিপোর্ট জমা করতে চলেছে সিবিআই। প্রসঙ্গত, ডাক্তারি ছাত্রী খুনের অভিযোগে ঘটনার পরই কলকাতা পুলিশের সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায়কে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। আরজি করের দুর্নীতি মামলায় গত সোমবার রাতে আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষকেও গ্রেফতার করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। স্বভাবতই, ডাক্তারি ছাত্রী খুনে সিবিআই আদালতে কী রিপোর্ট পেশ করে, তা নিয়ে বিভিন্ন মহলে কৌতূহল রয়েছে। এরই মাঝে এদিন এক ভিডিও বার্তায় তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ সিবিআইয়ের প্রতি চারটি প্রশ্ন রেখেছেন। কুণালের কথায়, ''আরজি করে ডাক্তারি ছাত্রী খুনে সঞ্জয় রায় একাই ছিল নাকি আরও কেউ যুক্ত ছিল? এটা কি স্রেফ একটি নারকীয় ঘটনা নাকি কোনও চক্র অন্য কোনও কারণে এই ঘটনা ঘটিয়েছে? তথ্যপ্রমাণ লোপাটের অভিযোগ সিবিআই আনলে তাঁদের এদের কারণ ব্যাখ্যা করতে হবে। এবং এব্যাপারে যদি সিবিআই নির্দিষ্ট কারণ ব্যাখ্যা করে তাহলে তাঁদের এও বলতে হবে, তাঁরা এবিষয়ে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নিয়েছে বা নিতে চলেছে তারও ব্যাখ্যা দিতে হবে।'' আরজি করে ডাক্তারি ছাত্রীকে ধর্ষণ-খুন কাণ্ডের বিচার চেয়ে ৯ আগস্ট থেকেই আন্দোলনে নেমেছেন তাঁর সহপাঠীরা। নাগরিক সমাজের তরফেও শহর জুড়ে প্রতিদিনই প্রতিবাদ কর্মসূচি সংগঠিত হচ্ছে। সকলেই চাইছেন দ্রুত অপরাধীদের চিহ্নিত করে কঠোর সাজার ব্যবস্থা করুক আদালত। এখন দেখান, সিবিআই আগামীকাল এ ব্যাপারে আদালতে কী রিপোর্ট জমা করে।

নিজের বিরুদ্ধে অভিযোগের তদন্তে খোদ সন্দীপ!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ সেপ্টেম্বরঃ সন্দীপ ঘোষ! আরজি কর মামলায় এই নামটাই বহু চর্চিত। তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ। সে হাসপাতালের বর্জ্য পাচার থেকে শুরু করে মর্গ থেকে দেহ পাচার- একাধিক অভিযোগ উঠেছে। কিন্তু এই সন্দীপ ঘোষ নিয়ে কাটাছেঁড়া শুরু হতেই আরও নানান চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে আসছে। জানা যাচ্ছে, সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ উঠেছে, তার তদন্তে রয়েছেন খোদ সন্দীপ ঘোষই। আরজি কর মামলার তদন্তভার হাতে পাওয়ার পরই সন্দীপ ঘোষের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়েছিল সিবিআই। সকালে সন্দীপের বাড়িতে ঢুকেছিলেন আধিকারিকরা, সন্ধ্যায় পোটলা বেঁধে নথি নিয়ে বেরিয়েছিলেন। কী নথি পেয়েছিলেন? সিবিআই যা দাবি করছে, তা শুনে রীতিমতো চমকে উঠতে হয়। সূত্রের খবর, সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ জমা পড়ত, সেইসব অভিযোগপত্রের আসল কপি মিলেছে সন্দীপের বাড়িতে। যে নথি থাকার কথা হাসপাতালে, সেই নথি সন্দীপের বাড়িতে কেন? তদন্তকারীদের সন্দেহ, নিজের বিরুদ্ধে তদন্ত আটকাতেই অভিযোগের কপি বাড়িতে লুকিয়ে রাখতেন সন্দীপ। সন্দীপের বাড়িতে মিলেছে এনকোয়ারি রিপোর্টের কপিও। সিবিআই মনে করছে, তাঁর বিরুদ্ধে রিপোর্ট জমা পড়তেও দিতেন না সন্দীপ। এই বিষয়টি মঙ্গলবারই আলিপুর আদালতে জানিয়েছে সিবিআই। আরজি করের ছত্রে ছত্রে যে দুর্নীতি রয়েছে, তা মামলা চলাকালীন নির্দেশনামায় উল্লেখ করছেন আলিপুর আদালতের বিচারক। বিচারকের পর্যবেক্ষণ, আরজি করের দুর্নীতি 'বিগ স্ক্যাম'। মঙ্গলবারই বিচারক নির্দেশনামায় লিখেছেন, 'কেস ডায়েরি যত্ন সহকারে খুঁটিয়ে পড়ার পর বোঝা যাচ্ছে এই কেস একটি বড় স্ক্যাম। এজেন্সিকে এই দুর্নীতির মানি ট্রেল ও কীভাবে অপরাধ সংঘটিত হয়েছে তা খুঁজে বের করতে হবে।' এক বছর আগে আর জি করের প্রাক্তন ডেপুটি সুপার নন মেডিক্যাল আখতার আলি আঙুল তুলেছিলেন সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে। হাসপাতালের মর্গ থেকে শুরু করে বর্জ্য পাচার-সবতেই দুর্নীতির একের পর এক বিস্ফোরক অভিযোগ ওঠে সন্দীপের বিরুদ্ধে। স্বাস্থ্য দফতরের বিভিন্ন প্রশাসনিক

শাখার অভিযোগ করেছিলেন আখতার আলি। আরজি করে ধর্ষণ করে খুনের মামলার তদন্তে সেই বিষয়গুলো নতুন করে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। প্রসঙ্গত দুর্নীতির অভিযোগে সম্প্রতি সন্দীপ ঘোষকে গ্রেফতার করেছে সিবিআই। বর্তমানে সিবিআই হেফাজতে রয়েছেন তিনি। আর এবার তিনি আর্জি জানালেন সুপ্রিম কোর্ট। আগামী ৬ সেপ্টেম্বর রয়েছে শুনানি। সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে অভিযোগ নতুন নয়। দীর্ঘদিন ধরে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। হাসপাতালের বর্জ্য পাচার থেকে শুরু করে মৃতদেহের দেহ নিয়েও ব্যবসার অভিযোগ উঠেছে সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে। গত ৯ আগস্ট আরজি করে তরুণী চিকিৎসকের মৃতদেহ উদ্ধারের পর নতুন করে সেই সব অভিযোগ সামনে আসে। ঘটনার দায় মাথায় নিয়ে পদত্যাগ করলেও বিতর্ক কিছু ছাড়ে না সন্দীপ ঘোষের। নতুন করে তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতির মামলা হয় কলকাতা হাইকোর্টে। সেই মামলায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেয় আদালত। এবার সুপ্রিম কোর্টের করা আবেদনে সন্দীপ ঘোষ দাবি করলেন, সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেওয়ার আগে তার কোনও কথা শোনা হয়নি। তার আরও দাবি, হাসপাতালের ধর্ষণের ঘটনার সঙ্গে দুর্নীতির অভিযোগ জড়িয়ে বিশেষ মন্তব্য করেছে হাইকোর্ট। এই দাবি নিয়ে শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন তিনি। আগামী ৬ সেপ্টেম্বর সেই মামলা শুনবে সুপ্রিম কোর্ট। প্রায় ১৫ দিন ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর কত সোমবার গ্রেফতার করা হয়েছে সন্দীপ ঘোষকে। সন্দীপ ঘনিষ্ঠ আরও তিন ব্যক্তিকেও গ্রেফতার করেছে সিবিআই। বর্তমানে সিবিআই হেফাজতে রয়েছেন তাঁরা।

হরিয়ানাতে পিটিয়ে খুনের ঘটনায় মৃত পরিযায়ী শ্রমিকের স্ত্রীকে চাকরি দিলেন মমতা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ সেপ্টেম্বরঃ হরিয়ানাতে পিটিয়ে খুনের ঘটনায় মৃত দক্ষিণ ২৪ পরগনার পরিযায়ী শ্রমিকের স্ত্রীকে চাকরি দিল রাজ্য সরকার। বুধবার মৃতের স্ত্রী শাকিলা সর্দার নবান্নে এসে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করেন। তাঁর সঙ্গে ছিল চার বছরের শিশুকন্যা। মুখ্যমন্ত্রী মৃতের স্ত্রীর হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেন। বাসন্তীতে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতরে এক বছরের জন্য অ্যাটেনডেন্ট এবং পরে গ্রুপ ডি পদে যোগ দেবেন শাকিলা। গত ২৭ হরিয়ানার চরখি দাদরি জেলায় গত ২৭ আগস্ট কয়েকজন তাঁকে ডেকে নিয়ে গিয়ে পিটিয়ে খুন করে। অভিযোগ, সাবির গোমাংস খেয়েছেন সন্দেহে তাঁকে মারধর করা হয়। সাবিরকে পিটিয়ে খুনের ঘটনায় ২ নাবালক-সহ সাতজনকে গ্রেফতার করেছে হরিয়ানা পুলিশ। এই ঘটনার নিন্দা করে রাজ্যের শাসকদল। মৃতের প্রতিবারের সঙ্গে তাঁর কুলতলির বাড়িতে দেখা করতে যান রাজ্যসভার সাংসদ ও পরিযায়ী ওয়েলফেয়ার বোর্ডের চেয়ারম্যান সামিরুল ইসলাম-সহ অন্যরা। সেই

আগস্ট দক্ষিণ ২৪ পরগনার জীবনতলার বাসিন্দা সাবির মল্লিককে পিটিয়ে মারা হয় হরিয়ানাতে। বছর ছাব্বিশের সাবির হরিয়ানায় কাজ করতেন। জীবনতলায় বাড়ি হলেও বিয়ের পর স্ত্রী ও শিশুকন্যাকে নিয়ে বাসন্তীতে চলে আসেন তিনি। হরিয়ানা থেকে বছরে একবার বাড়ি আসতেন। সময়ই মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ফোনে কথা হয় মৃতের পরিবারের সদস্যদের। পরিবারের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। পরবর্তীকালে তাঁর স্ত্রীকে সরকারি চাকরি দেওয়া হবে বলেও জানা যায়। এদিন নবান্নে এসে মৃতের স্ত্রী এসে দেখা করেন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে। তাঁর হাতে চাকরির নিয়োগপত্র তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী।

পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলের অপসারণ চেয়ে এবার হাইকোর্টে মামলা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ সেপ্টেম্বরঃ সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পরেও কেন নির্যাতিতার নাম উল্লেখ? শীর্ষ আদালতের নির্দেশের পরেও পুলিশ কমিশনার সেটি অগ্রাহ্য করে নাম জানিয়েছেন মিডিয়াকে। এমনই অভিযোগ জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন অমৃতা পাণ্ডে নামে এক আইনজীবী। কলকাতা পুলিশ কমিশনারের পদত্যাগ চেয়ে প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের ডিভিশন বেঞ্চে মামলা করার আর্জি জানিয়েছেন তিনি। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের ডিভিশন বেঞ্চে আর্জি জানান এক আইনজীবী। প্রধান বিচারপতি প্রশ্ন করেন, বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টে মামলা। সেখানে কেন জানাচ্ছেন না? প্রধান বিচারপতি স্পষ্ট করে দেন, আপাতত মামলা শীর্ষ আদালতে বিচারাধীন। তাই হাইকোর্টে এ বিষয় কোন শুনানি নয়। কিছুদিন অপেক্ষা করার নির্দেশ দেন প্রধান বিচারপতি। বৃহস্পতিবার শীর্ষ আদালতে কলকাতা পুলিশ কমিশনারের পদত্যাগ চেয়ে মামলার আর্জি জানানো হতে পারে। উল্লেখ্য, আরজি কর মামলায় প্রথম থেকেই তদন্ত করছেন পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল। এই মামলায় পুলিশি তদন্ত নিয়ে একাধিক অভিযোগ উঠেছে। সে অভিযোগ নির্যাতিতার বাবা-মা থেকে শুরু করে আন্দোলনকারী জুনিয়র চিকিৎসকরা সকলেই করেছেন। এরই মধ্যে সবথেকে বড় উল্লেখ্যযোগ্য ঘটনা, মঙ্গলবার আন্দোলনকারী জুনিয়র চিকিৎসকদের স্নায়ুযুদ্ধের কাছে লালবাজারের পরাজয়। প্রায় ২২ ঘণ্টা অবস্থানের পর মঙ্গলবার সন্ধ্যায় জুনিয়র চিকিৎসকদের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠক করেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল। পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে দেখা করে আন্দোলকারী চিকিৎসকরা স্মারকলিপি তুলে দেন। সেখানেও স্পষ্টভাবে তাঁর পদত্যাগের দাবি জানানো হয়েছে।

কুস্তির ময়দান থেকে এবার রাজনীতির ময়দানে কংগ্রেসে যোগ বিনেশ-বজরংয়ের

নয়াদিল্লি, ৪ সেপ্টেম্বরঃ জল্পনা চলছিল কয়েকদিন ধরেই। শেষ পর্যন্ত সেই জল্পনাই সত্যি হল। খেলার ময়দান থেকে রাজনীতির ময়দানে নামলেন ভারতের দুই কুস্তিগির বিনেশ ফোগাট এবং বজরং পুনিয়া। বুধবার কংগ্রেসে যোগ দিলেন ভারতের কুস্তি জগতের এই দুই তারকা। নয়াদিল্লিতে কংগ্রেস নেতা

রাহুল গান্ধির সঙ্গে তাঁরা এদিন দেখা করেন। পরের মাসে হরিয়ানা বিধানসভা নির্বাচনে দু'জনেই প্রার্থী হচ্ছেন। হরিয়ানার ঝুলনা আসনে প্রার্থী হতে পারেন বছর তিরিশের বিনেশ। ওই আসনটি বর্তমানে জননায়ক জনতা পার্টির দখলে। অন্যদিকে, বছর তিরিশের পুনিয়া প্রার্থী হবেন বদলি আসনে। কংগ্রেসেরই দখলে রয়েছে আসনটি। কংগ্রেস নেতৃত্বের আশা, দুই তারকা কুস্তিগির দলে যোগ দেওয়ায় হরিয়ানার সাধারণ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্যতা আরও বাড়বে। হরিয়ানার কৃষকদের টানা আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়েছেন ফোগাট। ফলে কৃষকদের কাছে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। যার সুফল দল পাবে বলে কংগ্রেস নেতৃত্ব মনে করছে। হরিয়ানা দিল্লি সীমান্তে কৃষকদের আন্দোলনস্থলে গত সপ্তাহেই গিয়েছিলেন ফোগাট। নিজেকে আন্দোলনকারীদের 'সন্তান' বলে তুলে ধরেছিলেন। ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের গ্যারান্টি-সহ কৃষকদের দাবিগুলি সরকারের বিবেচনা করা উচিত বলে মন্তব্য করেছিলেন। কয়েকদিন আগে তাঁর রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে প্রশ্নের উত্তের বিনেশ বলেছিলেন, বড়দের সঙ্গে আলোচনা করে এই বিষয়ে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেব। প্যারিস অলিম্পিকে ৫০ কেজি ফ্রিস্টাইল কুস্তির ফাইনালে উঠেছিলেন বিনেশ ফোগাট। কিন্তু ১০০ গ্রাম ওজন বেশি হওয়ায় তিনি ফাইনালে নামতে পারেননি। যে কারণে তাঁর নিশ্চিত পদক হাতছাড়া হয়। এরপর তিনি কুস্তিকে বিদায়ও জানান। অবশ্য, বার বার শোনা গিয়েছে, অবসর ভেঙে ফের কুস্তির আখাড়ায় ফিরতে পারেন বিনেশ। গত বছর সর্বভারতীয় কুস্তি সংস্থার প্রাক্তন সভাপতি ব্রিজভূষণ শরণ সিংয়ের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্থার অভিযোগ তুলে আন্দোলনে নামেন বিনেশ ও বজরং। সেইসময় ব্রিজভূষণ বিজেপির সাংসদ ছিলেন। তবে চব্বিশের নির্বাচনে ব্রিজভূষণ আর টিকিট পাননি। ৫ অক্টোবর ৯০ আসনের হরিয়ানা বিধানসভার ভোটগ্রহণ। সেই রাজ্যের বর্তমান শাসকদল বিজেপিকে টক্কর দিতে আম আদমি পার্টির সঙ্গে জোট নিয়ে আলোচনা শুরু করেছে কংগ্রেস। তবে আপের সঙ্গে জোট নিয়ে দোনামোনা করছে হরিয়ানার একাধিক কংগ্রেস নেতা। জানা গিয়েছে, হরিয়ানায় ১০টি আসনে লড়তে চায় আপ। তবে কংগ্রেস নেতৃত্ব সাতটির বেশি আসন দিতে প্রস্তুত নয়। রাজনীতির কারবারিরা বলছেন, এই পরিস্থিতিতে এই দুই তারকা কুস্তিগির কংগ্রেসে যোগ দেওয়ায় হাত শিবিরের শক্তি বাড়ল। ফলে আপের সঙ্গে আসনরফা নিয়ে কংগ্রেসের সুবিধা হবে।

মোদি খতম, আর দূরে নয় সেই দিন! কাশ্মীরে দাঁড়িয়ে হুঙ্কার রাহুলের

জম্মু, ৪ সেপ্টেম্বরঃ সদ্য হওয়া লোকসভা নির্বাচনে নাকি আত্মবিশ্বাসটাই হারিয়ে ফেলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বুধবার এমনই দাবি করলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি। সামনেই জম্মু ও কাশ্মীরের নির্বাচন। এদিন, বানিহাল বিধানসভা কেন্দ্রের সাঙ্গলদানে এক নির্বাচনী সমাবেশ করেন রাহুল। সেখানে তিনি দাবি করেন, শিগগিরই মোদি সরকার ক্ষমতাচ্যুত হবে। সভায় রাহুল দাবি করেন, কেন্দ্রীয় সরকার চালান প্রধানমন্ত্রী মোদি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং তাঁদের কর্পোরেট বন্ধুরা। বেকারত্ব ইস্যুতেও মোদিকে নিশানা করেন তিনি। রাহুল গান্ধি বলেন, ''আমাকে বলা হয়েছে মোদির কর্পোরেট বন্ধু আদানি এবং অম্বানির নাম না করতে। তাই আমি তাদের জন্য এ১ এবং এ২ ডাকনাম ব্যবহার করছি। এই সরকার হল 'আমরা দুজন, আমাদের দুজন'-এর সরকার। মোদি ও শাহ এবং অম্বানি ও আদানি এই চারজনই আসলে সরকার চালাচ্ছেন।'' লোকসভার বিরোধী দলনেতা আরও অভিযোগ করেন, এই দুই ধনকুবেরের সুবিধা করে দেওয়ার জন্যই, সংবিধানের ৩৭০ নম্বর অনুচ্ছেদ বাতিল করে জম্মু ও কাশ্মীরকে রাজ্য থেকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পরিণত করা হয়েছে। তিনি আরও দাবি করেন, দেশের বাকি অংশের থেকেও খারাপ পরিস্থিতি জম্মু ও কাশ্মীরের। কারণ এই কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের বেকারত্বের হার সবথেকে বেশি। যুবকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করতে কেন্দ্রীয় সরকার কিছুই করেনি। এরপরই তিনি দাবি করেন, বিরোধীরা ইন্ডিয়া জোট তৈরি করার পরই প্রধানমন্ত্রী মোদির অত্মবিশ্বাসের অভাব দেখা দিয়েছে। তিনি বলেন, ''আমরা মনস্তাত্ত্বিকভাবে মোদিকে খতম করেছি। আমি সংসদে তাঁর সামনে বসি। আমি জানি তাঁর আত্মবিশ্বাস চলে গিয়েছে। অল্পই সময় বাকি আছে, আমরা মোদি এবং বিজেপিকে সরকার থেকে সরিয়ে দেব।'' মোদির আত্মবিশ্বাস হারানোর উদাহরণও দেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা। রাহুল বলেন, ''প্রথমে মোদি বলেছিলেন জাতিভিত্তিক জনগণনা হবে না। কিন্তু আমরা জোর দিয়েছিলাম। আরএসএস এখন বলছে এটাই ঠিক। আমরা সমান্তরাল নিরোগ ব্যবস্থার বিরোধিতা করেছি এবং সরকারের উপর চাপ দিয়েছি। এখন তারা ভয় পাচ্ছে। আপনারা দেখেছেন, এর আগের নির্বাচনগুলিতে ছাতি ফুলিয়ে আসতেন মোদি। দীর্ঘ সময় ধরে বক্তৃতা দিতেন। কিন্তু এখন, সংসদে প্রবেশের সময় তিনি সংবিধানে মাথা ঠেকাচ্ছেন।'' আসন পুনর্বিন্যাসের পর, বর্তমানে জম্মু ও কাশ্মীর বিধানসভার মোট আসন সংখ্যা হয়েছে ৯০। ১৮ সেপ্টেম্বরের প্রথম দফার ভোটগ্রহণ। তার আগে এখন উপত্যকায় চলছে জোর নির্বাচনী প্রচার।

না জানিয়ে ছবি তুলে অপপ্রচার করেছেন কুণাল! বড় অভিযোগ জুনিয়র ডাক্তারদের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ সেপ্টেম্বরঃ তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষের বিরুদ্ধে বড় অভিযোগ আনলেন আন্দোলনকারী জুনিয়র চিকিৎসকরা। বুধবার দুপুরে ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্ট এর তরফে সংবাদিক বৈঠক থেকে অভিযোগ করা হয়, তাঁদের লালবাজার অভিযান নিয়ে কুণাল ঘোষ মিথ্যে অপপ্রচার করেছেন। এরই প্রতিবাদে এই সংবাদিক বৈঠক। ফ্রন্ট এর তরফে এদিন জুনিয়র চিকিৎসক কিঞ্জল নন্দ বলেন, ''মঙ্গলবার একটি ছবি পোস্ট করে কুণাল ঘোষ দাবি করেছিলেন যে আন্দোলনকারীদের তরফে ওনার সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছিল লালবাজারের অভিযান নিয়ে মধ্যস্থতার জন্য। আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্ট থেকে পরিষ্কারভাবে জানাচ্ছি, ওর সঙ্গে আমরা কোনও যোগাযোগ করিনি। ঘটনাচক্রে একটি সংবাদপত্রের অফিসে ওনার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। সেখানে না জানিয়ে উনি আমাদের প্রতিনিধিদের ছবি তুলে অপপ্রচার করেছেন। এর নিন্দা জানাতেই এই সাংবাদিক বৈঠক।'' কিঞ্জল আরও বলেন, ''সহপাঠীর বিচারের দাবিতে আমরা আন্দোলনে নেমেছি। আমাদের এই আন্দোলন শুরু থেকেই সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক। তাই কোনও রাজনৈতিক দল এর থেকে সুবিধা নিতে চাইলে আমরা তার তীব্র প্রতিবাদ জানাবই।'' প্রসঙ্গত, এর আগে জুনিয়র চিকিৎসকদের লালবাজার অভিযানে যোগ দিতে গিয়ে গো ব্যাক স্লোগান শুনতে হয়েছিল বিজেপির তমলুকের সাংসদ তথা কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় ও বিজেপি নেতা রুদ্রনীল ঘোষকে। এবার তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষের বিরুদ্ধেও অপপ্রচারের অভিযোগে সরব হন তাঁরা। এ ব্যাপারে কুণাল ঘোষের প্রতিক্রিয়া অবশ্য এখনও জানা যায়নি। কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলের অপসারণ চেয়ে গত সোমবার বিকেল থেকে লালবাজারের সামনে অবস্থানে বসেছিলেন আন্দোলনকারী পড়ুয়ারা। মঙ্গলবার বিকেলে তাঁদের সেই অবস্থান নিয়েই ফেসবুকে পোস্ট করে অপপ্রচারের অভিযোগ উঠেছে কুণালের বিরুদ্ধে। যে চারজন ডাক্তারি পড়ুয়ার সঙ্গে কুণাল ছবি পোস্ট করেছিলেন, এদিন

তাঁদেরকে সামনে রেখেই সাংবাদিক বৈঠক করেন আন্দোলনকারী জুনিয়র চিকিৎসকরা। এই চার পড়ুয়াও জানান, তাঁরা আরজি কর ইস্যুতে একটি সংবাদপত্রের অফিসে ইন্টারভিউ দিতে গিয়েছিলেন। সেখানে কুণালবাবুর সঙ্গে তাঁদের দেখা হয়। অভিযোগ, তাঁদের না জানিয়ে ছবি তুলে 'মধ্যস্থতা'র প্রচার করেছিলেন কুণাল। এদিন চিকিৎসক নন্দ বলেন, ''দোষীরা যে গ্রেফতার হয়নি সেই কারণেই আমরা রাত দখলের ডাক দিয়েছি। যাতে বিষয়টা সুপ্রিম কোর্টের কানেও পৌঁছয়।'' আরজি কর হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ ও আরও তিন জনকে অবশ্য গ্রেফতার করা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু তা হয়েছে আর্থিক অনিয়মের অভিযোগে ভিত্তিতে। খুন ও ধর্ষণের ঘটনা সূত্রে নয়। এ ব্যাপারে এদিন চিকিৎসক কিঞ্জল নন্দকে প্রশ্ন করা হয়েছিল। জবাবে তিনি বলেন, ''সেই জন্যই তো আমাদের প্রতিবাদ। সেই জন্যই আমরা রাত ৯টা থেকে ১০টা আলো বন্ধ করে রাস্তায় নামার ডাক দিয়েছি। যাতে প্রতিবাদের আওয়াজ সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত পৌঁছয়।'' প্রসঙ্গত, আরজি কর মামলার গত শুনানিতেই সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরা জুনিয়র ডাক্তারদের কাজে ফেরার কথা বলেছিলেন। জুনিয়র ডাক্তাররা এখনও যে তা পুরোপুরি মেনে নিয়েছেন তা নয়। এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে অন্যতম জুনিয়র চিকিৎসক সৌমদীপ রায় বলেন, ''আমরা তো এখনই কাজে ফিরতে চাই। ২৭ দিন ডাক্তারি ছেড়ে আছি। এভাবে কার ভাল লাগছে বলুন! কিন্তু বুঝতে হবে ঘটনার গভীরতা ও গুরুত্ব। এই ঘটনার পরও যদি দোষীরা গ্রেফতার না হয়, তাহলে কালই যে আবার একই রকম ঘটনা ঘটাবে না, তার নিশ্চয়তা কোথায়? অপরাধীরা হয়তো এখানেই ঘুড়ে বেড়াচ্ছে। ফলে ন্যায় বিচারটাই আমাদের কাছে মূল। সেটা না হলে আমরা কি করে আমাদের বোনেদের বলতে পারি যে আপনারা কাজে যোগ দিন?'' সার্বিক এই পরিস্থিতিতে বৃহস্পতিবার সর্বোচ্চ আদালতে শুনানির বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। বিশেষ করে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে চলেছে সিবিআইয়ের স্ট্যাটাস রিপোর্ট। চিকিৎসক পড়ুয়ার ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় তাদের তদন্ত কতদূর এগোল সে ব্যাপারে সিবিআই সুপ্রিম কোর্টে কী জানায় এখন সেটাই দেখার।

মা উড়ালপুলে ভয়াবহ দুর্ঘটনা, ৫০ ফুট উঁচু থেকে ছিটকে নীচে পরে মৃত্যু বাইক আরোহীর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ সেপ্টেম্বরঃ ফের ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটল মা উড়ালপুলে। দুর্ঘটনার বলি হলেন এক বাইক আরোহী। বুধবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে তিলজলা ট্রাফিক গার্ডের কাছে মা উড়ালপুলে। জানা যাচ্ছে, দুর্ঘটনার তীব্রতায় উড়ালপুল থেকে ছিটকে প্রায় ৫০ ফুট নীচে পড়ে যান ওই বাইক আরোহী। গুরুতর আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে গেলে পরে তাঁর মৃত্যু হয়। স্থানীয় সূত্রের খবর, পার্ক সার্কাসের দিকে যাওয়ার পথে সায়েন্স সিটির কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাইকটি গার্ডরেলে ধাক্কা মারে। চালক কোনও মতে রক্ষা পেলেও তাঁর সঙ্গী বাইক আরোহী উড়ালপুল থেকে ছিটকে নীচে পড়ে যান। সঙ্গে সঙ্গে ট্রাফিক পুলিশের কর্মীরা জখম যুবককে উদ্ধার করে এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যান। পরে সেখানেই মৃত্যু হয় ওই যুবকের। ঘটনার জেরে সকালে সাময়িক যানজট তৈরি হয় মা উড়ালপুলে। এর আগে গত সোমবার মা উড়ালপুলে দুটি গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। দুর্ঘটনার তীব্রতায় একটি গাড়ি দুমড়ে-মুচড়ে যায়। ফের মা উড়ালপুলে দুর্ঘটনা ঘটায় এদিন রীতিমতো আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে আমজনতার মধ্যে। প্রসঙ্গত, মা উড়ালপুলে নজরদারির বিষয়ে পুলিশের তরফে একাধিক পদক্ষেপের কথাও ঘোষণা করা হয়েছিল। তারপরও একের পর এক দুর্ঘটনার জেরে সংশ্লিষ্ট উড়ালপুল ঘিরে মানুষের আতঙ্ক যেন বেড়েই চলেছে। এদিকে কম সময়ে শহরের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পৌঁছানোর জন্য এই উড়ালপুলের জুড়ি মেলা ভার।

ভারত ও ব্রুনেইয়ের মধ্যে বন্ধুত্বের ভীত হল মহান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ঃপ্রধানমন্ত্রী

ব্রুনেই দারুসসালাম, ৪ সেপ্টেম্বর ঃ ভারত ও ব্রুনেইয়ের মধ্যে বন্ধুত্বের ভীত হল মহান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। একইসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, ব্রুনেই ভারতের অ্যাক্ট ইস্ট পলিসি এবং ইন্দো প্যাসিফিক ভিশনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হওয়া আমাদের জন্য উজ্জ্বল ভবিষ্যতের গ্যারান্টি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও ব্রুনেইয়ের সুলতান হাজি হাসানাল বলকিয়া বুধবার প্রতিনিধি পর্যায়ের আলোচনায় বসেন। ভারত ও

ব্রুনেইয়ের মধ্যে মউ স্বাক্ষর ও বিনিময় হয়। প্রতিনিধি পর্যায়ের আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল, বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর প্রমুখ।প্রতিনিধি পর্যায়ের আলোচনায় প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, আপনার সদয় কথা, উষ্ণ অভ্যর্থনা ও আতিথেয়তার জন্য আমি আপনাকে এবং সমগ্র রাজপরিবারের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমি ১৪০ কোটি ভারতীয়দের পক্ষ থেকে স্বাধীনতার ৪০-তম বার্ষিকীতে আপনাকে এবং ব্রুনেইয়ের জনগণকে আমার শুভেচ্ছা জানাই। আমাদের শতবর্ষের সাংস্কৃতিক বন্ধন রয়েছে। আমাদের বন্ধুত্বের ভীত হল আমাদের মহান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। আপনার নেতৃত্বে আমাদের সম্পর্ক দিন দিন আরও দৃঢ় হচ্ছে।প্রধানমন্ত্রীর কথায়, ২০১৮ সালে আমাদের প্রজাতন্ত্র দিবসে প্রধান অতিথি হিসাবে আপনার ভারত সফরের স্মৃতি এখনও ভারতের জনগণ অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে স্মরণ করে। আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, আমি আমার তৃতীয় মেয়াদের শুরুতে ব্রুনেই পরিদর্শন করার এবং আপনার সঙ্গে ভবিষ্যতের বিষয়ে আলোচনা করার সুযোগ পেয়েছি। এটিও কাকতালীয় বিষয় এই বছর আমরা আমাদের দ্বিপাক্ষিক অংশীদারিত্বের ৪০তম বার্ষিকী উদযাপন করছি।

ব্রুনেইয়ের সুলতানের সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রধানমন্ত্রীর, প্রতিনিধি পর্যায়ের বৈঠক উভয়ের মধ্যে

ব্রুনেই দারুসসালাম, ৪ সেপ্টেম্বর ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বুধবার ব্রুনেইয়ের সুলতান হাজি হাসানাল বলকিয়া ও তাঁর পরিবারের ঘনিষ্ঠ সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। পরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও ব্রুনেইয়ের সুলতান হাজি হাসানাল বলকিয়া প্রতিনিধি পর্যায়ের আলোচনায় বসেন। ভারত ও ব্রুনেইয়ের মধ্যে মউ স্বাক্ষর ও বিনিময় হয়। প্রতিনিধি পর্যায়ের আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল, বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর প্রমুখ।প্রতিনিধি পর্যায়ের আলোচনায় প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, আমরা একে অপরের অনুভূতিকে সম্মান করি। আমি নিশ্চিত, আমার সফর এবং আমাদের মধ্যে আলোচনা ভবিষ্যতে আমাদের সম্পর্কের জন্য একটি কৌশলগত দিকনির্দেশনা দেবে। আবারও, এই উপলক্ষে, আমি আপনার প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, আপনার সদয় কথা, উষ্ণ অভ্যর্থনা ও আতিথেয়তার জন্য আমি আপনাকে এবং সমগ্র রাজপরিবারের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমি ১৪০ কোটি ভারতীয়দের পক্ষ থেকে স্বাধীনতার ৪০-তম বার্ষিকীতে আপনাকে এবং ব্রুনেইয়ের জনগণকে আমার শুভেচ্ছা জানাই। আমাদের শতবর্ষের সাংস্কৃতিক বন্ধন রয়েছে। আমাদের বন্ধুত্বের ভীত হল আমাদের মহান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। আপনার নেতৃত্বে আমাদের সম্পর্ক দিন দিন আরও দৃঢ় হচ্ছে। ২০১৮ সালে আমাদের প্রজাতন্ত্র দিবসে প্রধান অতিথি হিসাবে আপনার ভারত সফরের স্মৃতি এখনও ভারতের জনগণ অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে স্মরণ করে। আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, আমি আমার তৃতীয় মেয়াদের শুরুতে ব্রুনেই পরিদর্শন করার এবং আপনার সঙ্গে ভবিষ্যতের বিষয়ে আলোচনা করার সুযোগ পেয়েছি।

মহিলা ও শিশুদের দ্রুত বিচার প্রদানে নিজ দায়িত্ব উপেক্ষা করেছেন মমতাঃ কিরেন রিজিজু

নয়াদিল্লি, ৪ সেপ্টেম্বর ঃ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তীব্র সমালোচনা করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু। উদ্বেগ প্রকাশ করে কিরেন রিজিজু বুধবার সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, মহিলা ও শিশুদের দ্রুত বিচার প্রদানের ক্ষেত্রে নিজ পবিত্র দায়িত্ব উপেক্ষা করেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা একটি চিঠি এক্স হ্যান্ডেলে আপলোড করে কিরেন রিজিজু লিখেছেন, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মহিলা ও শিশুদের জন্য দ্রুত বিচার প্রদানের ক্ষেত্রে নিজের সবচেয়ে পবিত্র দায়িত্বকে উপেক্ষা করেছেন, এটা অত্যন্ত দুঃখের। ২০২১ সালের এই চিঠিটি তা স্পষ্টভাবে দেখায়। ২০১৮ সালে ধর্ষণের মতো জঘন্য অপরাধ মোকাবেলা করার জন্য সংসদে একটি কঠোর আইন পাস করা হয়েছিল। রিজিজু উল্লেখ করেছেন, রাজ্য সরকারকেই কাজ করতে হবে।

ট্রাই-এর নির্দেশে স্প্যামিং-এর জন্য অ্যাক্সেস প্রদানকারী ৫০টি কালো তালিকায় রাখা হয়েছে

নয়াদিল্লি(পিআইবি),৪সেপ্টেম্বরঃ ভারতের টেলিকম নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ ট্রাই সম্প্রতি স্প্যাম কলে যথেষ্ট বৃদ্ধি লক্ষ্য করেছে। ২০২৪-এর প্রথম ৬ মাস অর্থাৎ জানুয়ারী থেকে জুন মাস পর্যন্ত নথিভুক্ত নয় এমন টেলি মার্কেটারদের বিরুদ্ধে ৭ লক্ষ ৯০ হাজারের বেশি অভিযোগ জমা পড়েছে। বিষয়টিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে ট্রাই ২০২৪-এর ১৩ আগস্ট অ্যাক্সেস প্রদানকারীদের কড়া নির্দেশিকা জারি করেছে। এসআইপি, পিআরআই ব্যবহার করে টেলি মার্কেটিং করা এবং প্রচারের জন্য ভয়েস কলগুলি অবিলম্বে বন্ধ করার জন্য অ্যাক্সেস প্রদানকারীদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কোনও সংস্থা যদি তাদের কাজ যথাযথভাবে না করে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। দুবছরের জন্য কালো তালিকায় রাখা বা টেলিকম সম্পদগুলির ব্যবহার বন্ধ করে দেওয়া হতে পারে। এই নির্দেশিকা পাওয়ার পর অ্যাক্সেস প্রদানকারী সংস্থাগুলি কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ৫০টি সংস্থাকে স্প্যাম কলের জন্য কালো তালিকায় রাখা হয়েছে। এছাড়া ২ লক্ষ ৭৫ হাজার এস আইপিডি আইডি মোবাইল নাম্বারকে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। এরফলে স্প্যাম কল কমবে বলে আশা করা হচ্ছে। গ্রাহকরাও খানিক স্বস্তি পাবেন। ট্রাই টেলিকম ব্যবস্থাপনাকে স্বচ্ছ বানাতে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আবেদন জানিয়েছে।

শুক্রবার দুদিনের সফরে জম্মু যাচ্ছেন অমিত শাহ

শ্রীনগর, ৪ সেপ্টেম্বর ঃ আগামী শুক্রবার (৬ সেপ্টেম্বর) দুদিনের সফরে জম্মু যাবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি জম্মুতে রাজনৈতিক সমাবেশে ভাষণ দেওয়ার পাশাপাশি দলের ইস্তেহারও প্রকাশ করবেন।বিজেপি জম্মু ও কাশ্মীরের সাধারণ সম্পাদক অশোক কৌল বলেছেন যে, অমিত শাহ ৬ সেপ্টেম্বর জম্মুতে একটি সমাবেশে দলের ইস্তেহার প্রকাশ করবেন। কৌল বলেন যে, অমিত শাহ দুদিনের সফরে জম্মুতে রাজনৈতিক সমাবেশে ভাষণ দেবেন। তারই চূড়ান্ত প্রস্তুতি চলছে। শাহের এই জম্মু সফরে দলীয় প্রার্থী এবং কর্মীদের মনোবল বাড়বে বলে বলে করছে দলের নেতৃত্ব।

জম্মু ও কাশ্মীরকে রাজ্যের মর্যাদা ফিরিয়ে দিতে হবেঃরাহুল গান্ধী

রামবান, ৪ সেপ্টেম্বর ঃ জম্মু ও কাশ্মীরকে রাজ্যের মর্যাদা ফিরিয়ে দিতে হবে। বুধবার জম্মু ও কাশ্মীরের রামবানে এক নির্বাচনী জনসভায় এই দাবি করলেন কংগ্রেস নেতা তথা লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। রামবানের নির্বাচনী জনসভায় রাহুল গান্ধী বলেছেন, ভারতের ইতিহাসে প্রথমবার রাজ্যের মর্যাদা কেড়ে নেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে প্রথমে রাজ্য করা হয়েছিল, একটি রাজ্য বিলুপ্ত করা হয়েছে এবং জনগণের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে।রাহুল গান্ধী বলেছেন, প্রথমত জম্মু ও কাশ্মীরকে রাজ্যের মর্যাদা ফিরিয়ে দিতে হবে, কারণ শুধু আপনাদের রাজ্যই ছিনিয়ে নেওয়া হয়নি, আপনাদের অধিকার, আপনাদের সম্পদ, সবকিছু কেড়ে নেওয়া হয়েছে। ১৯৪৭ সালে আমরা একটি গণতান্ত্রিক সরকার গঠন করেছি, আমরা দেশকে একটি সংবিধান দিয়েছি। এখন জম্মু ও কাশ্মীরে একজন রাজা আছেন, তার নাম এলজি (উপরাজ্যপাল)।রাহুল গান্ধী আরও বলেছেন, আমাদের প্রথম পদক্ষেপ হবে জম্মু ও কাশ্মীরকে রাজ্যের মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়া। আমরা চেয়েছিলাম আপনারা নির্বাচনের আগেই যেন রাজ্যের মর্যাদা ফিরে পান এবং জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য হওয়ার পরে নির্বাচন হবে। বিজেপি এটা চায় না। তারা চেয়েছিল আগে নির্বাচন হোক এবং তারপর রাজ্যের কথা বলুক। বিজেপি চায় অথবা না চায়, ইন্ডি জোট তাঁদের ওপর চাপ সৃষ্টি করবে এবং জম্মু ও কাশ্মীরের মানুষ রাজ্যের মর্যাদা পাবে।

পাথারকান্দি সমবায় সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা আগামী ৮ সেপ্টেম্বর

পাথারকান্দি (অসম), ৪ সেপ্টেম্বর ঃ করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত পাথারকান্দি সমবায় সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা আগামী ৮ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হবে। সাধারণ সভাকে কেন্দ্র করে প্রস্তুতি প্রায় চূড়ান্ত।পাথারকান্দি মডেল হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে এদিন সকাল ১১টায় আহূত বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে বলে এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন সমবায় সমিতি কর্তৃপক্ষ। এদিনের সভার শুরুতে বিগত সাধারণ সভার প্রস্তাবাদী পাঠ ও অনুমোদন গ্রহণ করা হবে।পরবর্তীতে নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী বিগত ২০২৩-২৪ অর্থবছরের স্থিতিপত্র পাঠ, পর্যালোচনা ও অনুমোদন গৃহীত হবে। সমিতির ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের বার্ষিক পরিকল্পনা ও প্রস্তাবিত বাজেট অনুমোদনের পর সমিতির ২০২৪-২৫ সালের সভ্যদের ঋণ গ্রহণের উর্ধ্বতম সীমা নির্ধারণ ছাড়াও ২০২৪-২৫ সালের অভ্যন্তরীণ হিসাব পরীক্ষক নিয়োগ করা হবে।সাধারণ সভায় সমিতির সার্বিক উন্নতি নিয়ে বিশদে আলোচনাও করা হবে। এতে প্রত্যেক সভ্যি ও সভ্যাহকে উপস্থিত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন সমবায় সমিতির কর্মকর্তারা।

বাহরাইচে এখনও অধরা মানুষখেকো দুই নেকড়ে, হন্যে হয়ে খুঁজছে বন দফতর

বাহরাইচ, ৪ সেপ্টেম্বর ঃ মানুষখেকো নেকড়েকে কিছুতেই বাগে আনা যাচ্ছে না। আতঙ্কে ঘুম উড়েছে উত্তর প্রদেশের বহরাইচের বাসিন্দাদের। চারটে নেকড়ে ধরা পড়লেও এখনও দু'টি তাণ্ডব চালিয়ে যাচ্ছে। ড্রোনে নজরদারি, টোপ সাজিয়েও বাগে আনা যায়নি। সেই দু'টি মানুষখেকো নেকড়েকে ধরতে হন্যে হয়ে খুঁজছে বন দফতর।অনুসন্ধান অভিযান সম্পর্কে বন বিভাগের মহাব্যবস্থাপক সঞ্জয় পাঠক বলেছেন, আমরা নেকড়েদের সন্ধান করছি। কোনও অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি। অনুসন্ধান অভিযানে ড্রোনও ব্যবহার করা হচ্ছে। উত্তর প্রদেশের বন দফতর দাবি করেছে, মূলত ৬টি নেকড়েই প্রথম থেকে নরহত্যা করছে। তাদের মধ্যে চারটি ধরা পড়েছে। বাকি দু'টি এখনও অধরা। উপায়ন্তর না পেয়ে তাই 'দেখামাত্রই গুলি চালানো'র নির্দেশ দিয়েছে যোগী আদিত্যনাথ সরকার।

বিহারে ক্রমাগত অপরাধ বেড়েই চলেছে, সরকার কর্ণপাত করছে নাঃতেজস্বী যাদব

পাটনা, ৪ সেপ্টেম্বর ঃ নীতীশ কুমার সরকারের বিরুদ্ধে ফের আক্রমণ শানালেন আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব। বুধবার পাটনায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তেজস্বী যাদব বলেছেন, বিহারে ক্রমাগত অপরাধ বেড়েই চলেছে, কিন্তু সরকার কর্ণপাত করছে না। বিহারের প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী তেজস্বী যাদব বলেছেন, বিহারে ক্রমাগত অপরাধ বাড়ছে, কিন্তু সরকার কোনও কর্ণপাত করছে না, কেউ আক্রান্তদের পরিবারের কাছেও যায় না। আমরা অনেক অপরাধের দৃশ্য পরিদর্শন করেছি, আধিকারিকদের সঙ্গেও কথা বলেছি কিন্তু কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। আমরা শুরু থেকেই বলে আসছি, তাঁরা আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না।

রাজ্যসভার সাংসদ হিসেবে শপথ নিলেন ৯ জন, শপথবাক্য পাঠ করালেন ধনখড়

নয়াদিল্লি, ৪ সেপ্টেম্বর ঃ রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনখড় বুধবার সংসদ ভবনে রাজ্যসভার নবনির্বাচিত সদস্যদের শপথবাক্য পাঠ করিয়েছেন। নবনির্বাচিত সদস্যরা হলেন মহারাষ্ট্র থেকে নির্বাচিত বিজেপির ধৈর্যশীল মোহন পাটিল, হরিয়ানার কিরণ চৌধুরী, অসমের রামেশ্বর তেলি, মধ্যপ্রদেশের জর্জ কুরিয়ান। তেলেঙ্গানার প্রতিনিধিত্বকারী ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ডঃ অভিষেক মনু সিংভিও এদিন শপথ নিয়েছেন।

গ্রিন হাইড্রোজেনের গুরুত্ব তুলে ধরলেন যোশী, উন্নত দেশগুলির কাছে আহ্বান

নয়াদিল্লি, ৪ সেপ্টেম্বর ঃ আগামী ১১ থেকে ১৩ সেপ্টেম্বর নতুন দিল্লিতে গ্রিন হাইড্রোজেনের ওপর আন্তর্জাতিক সম্মেলনের দ্বিতীয় সংস্করণের আয়োজন করবে ভারত। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রহ্লাদ জোশী বুধবার পর্দাউন্মোচন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করার সময় এই ঘোষণা করেছেন। তিনি ভারত এবং অন্যান্য উন্নত দেশগুলিকে একটি পরিচ্ছন্ন এবং সবুজ শক্তির পরিবর্তনের দিকে চালিত করতে গ্রিন হাইড্রোজেনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তুলে ধরেন।কেন্দ্রীয় মন্ত্রী যোশী বিকশিত সবুজ হাইড্রোজেন ভূদৃশ্য অন্বেষণ করতে স্টেকহোল্ডারদের উৎসাহিত করেছেন। তিনি যোগ করেছেন, এই তিন দিনের অনুষ্ঠানের লক্ষ্য হল সবুজ হাইড্রোজেন ভূদৃশ্য সম্পর্কে আমাদের বোঝাপড়াকে গভীর করা এবং বৈশ্বিক বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায় এবং শিল্পের সঙ্গে সংযোগ বৃদ্ধি করা।

মহারাষ্ট্রে বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন আদিত্য ঠাকরের

মুম্বই, ৪ সেপ্টেম্বরঃ নাগাড়ে বৃষ্টিতে জলমগ্ন মহারাষ্ট্রের একাধিক এলাকা। বৃষ্টির জেরে ইতিমধ্যেই ৪ জন মারা গেছেন এবং ১৭ জন আহত হয়েছেন। বন্যায় মহারাষ্ট্রের অন্তত ৬৩টি গ্রাম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।শিবসেনা (ইউবিটি) বিধায়ক আদিত্য ঠাকরে বলেছেন, মহারাষ্ট্রের ছত্রপতি সম্ভাজিনগরে প্রবল বৃষ্টিতে কৃষকদের প্রচুর ক্ষতি হয়েছে। আমরা ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করতে যাচ্ছি। এই সময়ে কৃষকদের সহায়তা প্রয়োজন। এই কঠিন সময়ে তাদের পর্যাপ্ত সাহায্য দরকার। আমরা প্রথমে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করে সাহায্যের জন্য অনুরোধ জানাবো।

আগ্রহী ক্রীড়াবিদদের অনুপ্রাণিত করবে, শরদ ও থাঙ্গাভেলুকে অভিনন্দন দ্রৌপদী মুর্মুর

নয়াদিল্লি, ৪ সেপ্টেম্বর ঃ প্যারিস ২০২৪ প্যারালিম্পিকে পুরুষদের হাই জাম্প ইভেন্টে যথাক্রমে রৌপ্য এবং ব্রোঞ্জ পদক জেতার জন্য আমি শরদ কুমার এবং মারিয়াপ্পান থাঙ্গাভেলুকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।এই ভাষায় দুই কৃতী প্রতিযোগীকে অভিনন্দন জানালেন ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। বুধবার রাষ্ট্রপতি এক্স বার্তায় লিখেছেন, বিভিন্ন প্যারালিম্পিকে এটি শারদের দ্বিতীয় এবং মারিয়াপ্পনের তৃতীয় ব্যক্তিগত পদক। তাঁদের অর্জনগুলো স্থায়ী শ্রেষ্ঠত্বের উদাহরণ।

মণিপুরের চূড়াচাঁদপুর এবং বিষ্ণুপুর জেলায় গুলিবর্ষণ, হতাহতের খবর নেই

ইমফল, ৪ সেপ্টেম্বরঃ মণিপুরের চূড়াচাঁদপুর এবং বিষ্ণুপুর জেলায় নতুন করে গুলিবর্ষণ হয়েছে। তবে দুটি ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, আজ মঙ্গলবার রাতে চূড়াচাঁদপুর জেলার অন্তর্গত কাংভাইয়ের কাছে ফৌগাকচাও ইখাইয়ের আশপাশে এ ঘটনা ঘটেছে। বলা হচ্ছে, পাহাড়ের ওপর থেকে ২০ রাউন্ডের বেশি গুলি বর্ষণ হয়েছে।এছাড়া বিষ্ণুপুর জেলার অধীনে থিনুঙ্গেই মানিং এবং নিংথোখং মানিংয়ের কাছে বেশ কয়েক রাউন্ড গুলি বর্ষণ করেছে দুর্বৃত্তরা। দুটি ঘটনায় সন্দেহভাজন কুকি জঙ্গিরা জড়িত বলে ধারণা করছে পুলিশ।সংঘর্ষপ্রবণ এলাকাগুলিতে আরও সিংসার সম্ভাবনা রয়েছে বলে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ উচ্চ সতর্কতায় রয়েছে।

গুজরাটের বন্যা পরিস্থিতি এখনও উদ্বেগজনক, সুরাটের বিস্তীর্ণ এলাকা জলের তলায় রয়েছে

গান্ধীনগর, ৪ সেপ্টেম্বরঃ গুজরাটের বন্যা পরিস্থিতি এখনও উদ্বেগ জনকই, সুরাটের বিস্তীর্ণ এলাকা বুধবারও জলের তলায়। সুরাট জেলার মঙ্গরোলের বিঘার পর বিঘা জমি জলমগ্ন, ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট সবই জলমগ্ন। বন্যা দুর্গতদের পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে ত্রাণ সামগ্রী। শুধু সুরাট নয়, গুজরাটের অন্যান্য জেলাতেও একই পরিস্থিতি। ত্রাণ শিবিরে এই মুহূর্তে আশ্রয়ে রয়েছেন বহু মানুষ।গুজরাটে আপাতত বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হওয়ার কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। যেহেতু, আবহাওয়া দফতর আগামী ২৪ ঘণ্টাও গুজরাটের বিভিন্ন জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে। ৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত গুজরাটের বিভিন্ন জেলায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস জারি করা হয়েছে।

অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকের সাফল্যের গল্প, ড্রাগনফ্রুট চাষ করে তাক লাগিয়েছেন হিমাচলের জীবন রানা

ধর্মশালা, ৪ সেপ্টেম্বরঃদীর্ঘ চাকরি জীবনের পর, অবসরে অধিকাংশ মানুষই স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাপন বেছে নেন, আর এই অবসরের সময়ই ড্রাগনফ্রুট চাষ করে তাক লাগিয়েছেন হিমাচল প্রদেশের জীবন রানা। দীর্ঘদিন স্কুলে শিক্ষকতা করেছেন জীবনবাবু, অবসরকালীন সময়ে চাষাবাদ করে সাফল্যের নতুন গল্প রচনা করেছেন তিনি।

জীবনবাবুর বাগানে ফলন হয়েছে বিপুল ড্রাগনফ্রুট। যা আকারেও বেশ আকর্ষণীয়।অবসরকালীন সময়ে জীবন রানা নিজের পৈতৃক জমিতে ভাগ্য খোঁজার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। জীবনের দাদু মতি সিংও একজন কৃষক ছিলেন। জীবন তাঁর পরিবারের সদস্যদের নিয়ে নাগরোটা সুরিয়ানের কাছে ঘর জরোতে থাকেন। জীবন বলেছেন, আমার ছেলে পেশায় সিভিল ইঞ্জিনিয়ার আশিস রানার কঠোর পরিশ্রম এবং আমার স্ত্রী কুন্তা রানার সহযোগিতার ফল এই ড্রাগনফ্রুট চাষ। জীবনের মতে, কোভিড মহামারীর সময়ই তিনি এবং তাঁর ছেলে আশিস চাষকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এই সময়ে, রাজ্যের অনেকেই এই ফলের কথা শোনেনি অথবা স্বাদও নেননি। তাই ফল ফলনের চিন্তাভাবনা করেন তাঁরা। পেয়েছেন সাফল্যও।

আর জি কর মর্মান্তিক ঘটনার দোষীদের ফাঁসির দাবিতে আউশগ্রামে তৃনমুল কংগ্রেস বিক্ষোভ

দুরন্তবার্তা,গুসকরাঃআর জি কর মর্মান্তিক ঘটনার দোষীদের ফাঁসির দাবিতে বিক্ষোভ দেখালো তৃণমূল কংগ্রেস। আউশগ্রামে ২ বিডিও অফিসের তৃনমূল কংগ্রেস। বিক্ষোভ রাজ্যের অন্যতম বড় হাসপাতালে আরজি করে ঘটে গেছে মর্মান্তিক ঘটনা। নৃশংসভাবে ধর্ষিতা ও খুন হয়েছেন তরুণী পড়ুয়া চিকিৎসক। প্রথমে তদন্ত শুরু করে রাজ্য পুলিশ এবং ২৪ ঘণ্টার মধ্যে একজন সন্দেহভাজন আভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে। পরে আদালতের নির্দেশে কেন্দ্রীয় এজেন্সি সিবিআই তদন্ত শুরু করে। দেখতে দেখতে পক্ষকাল পার হয়ে গেলেও এখনো পর্যন্ত প্রত্যাশিত ফল পাওয়া যায়নি। আরজি করের ঘটনায় বিরোধীদের কৌশল সামাল দিতে ও সিবিআইয়ের উপর চাপ বাড়াতে দলনেত্রী মমতা ব্যানার্জ্জীর নির্দেশে অবস্থান বিক্ষোভে রাজ্যের নানা প্রান্তের মত আউসগ্রাম-২ নং ব্লক তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসও সামিল হলো। দোষীদের ফাঁসির দাবিতে অমরাগড় ব্লক অফিসের সামনে এই অবস্থান বিক্ষোভ হয়। তাদের মূল আওয়াজ ছিল 'সিবিআইকে চেপে ধর, জাস্টিস ফর আরজি কর'। পাশাপাশি তাদের দাবি ছিল আর জি করের নৃশংস ঘটনার দ্রুত বিচার, ধর্ষণ এবং ধর্ষণ করে খুনের ঘটনা সংক্রান্ত আইন পরিবর্তন এবং বিজেপির বাংলা বিরোধী চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী প্রায় দু'ঘণ্টা ব্যাপী এই অবস্থান বিক্ষোভ চলে। প্রায় ৫ শতাধিক মহিলা এই বিক্ষোভ সমাবেশে হাজির ছিল। উপস্থিত ছিলেন আউসগ্রাম ২ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি শেখ আব্দুল লালন, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মমতা বাড়ুই ও আউসগ্রাম ২ ব্লক মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস সভানেত্রী অর্চনা রায় সহ মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা।

২০২৭ সালে মানুষ অখিলেশের স্বপ্নকে বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেবেঃরাকেশ ত্রিপাঠি

লখনউ, ৪ সেপ্টেম্বর ঃসমাজবাদী পার্টির সুপ্রিমো ও উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অখিলেশ যাদবের বুলডোজারের বক্তব্যকে তীব্র নিশানা করলেন বিজেপির উত্তর প্রদেশের নেতা রাকেশ ত্রিপাঠি। তিনি বলেন যে, ২০২৭ সালে জনগণ অখিলেশের স্বপ্নকে বুলডোজ (গুঁড়িয়ে) করে দেবে। তিনি বলেন, অপরাধীদের ওপর বুলডোজার ব্যবহার করা হয়েছে কিন্তু অখিলেশের পেটে ব্যথা হচ্ছে কেন?প্রসঙ্গত, বুলডোজারকাণ্ড নিয়ে অখিলেশ বলেন, এটা অসাংবিধানিক। উল্লেখ্য, ভদরসা এলাকায় নাবালিকাকে ধর্ষণে অভিযুক্ত সমাজবাদী পার্টির নেতা মোইদ খানের বিরুদ্ধে কড়া ব্যাবস্থা নিয়েছে উত্তর প্রদেশ সরকার। তাঁর বাড়ি বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দিয়েছে যোগী সরকার। একইসঙ্গে রাজস্ব বিভাগের তরফে তাঁর সম্পত্তিও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

গাড়ি ও ট্রাকের সংঘর্ষে ভয়াবহ দুর্ঘটনা হয়েছে

চেন্নাই, ৪ সেপ্টেম্বর ঃ তামিলনাড়ুর কোভালামের কাছে গাড়ি ও ট্রাকের সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন ৪ জন। বুধবার ভোররাতে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ইস্ট কোস্ট রোডে। খারাপ হয়ে যাওয়ার কারণে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়েছিল ট্রাকটি, বুধবার ভোররাতে সেই ট্রাকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারে গাড়িটি। চেন্নাই ইস্ট কোস্ট রোডে সীম্মানচেরি কুপ্পাম বাসস্ট্যান্ডের কাছে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।পুলিশ

ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও জাত অভিনেতা মহানায়ক উত্তম কুমার

মধুসূদন দে,বাঁকুড়াঃউত্তম কুমার। প্রকৃত নাম অরুণ কুমার চট্টোপাধ্যায়। জন্ম গত ৩ রা ভ সেপ্টেম্বর (মঙ্গলবার)। ১৯২৬ সাল। উত্তম কুমার ছেলেবেলা থেকে খেলাধুলা ও অভিনয় পাগল ছিলেন। কলকাতার এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা সাতকড়ি চট্টোপাধ্যায় মেট্রো সিনেমা হলের একজন মেশিন অপারেটর।উত্তম কুমার একজন ভারতীয় বাঙালি চলচ্চিত্র অভিনেতা। একাধারে চলচিত্র পরিচালক, সংগীত পরিচালক ও গায়ক। বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে সবচেয়ে সফল ও জনপ্রিয় অভিনেতা। তাঁকে বাংলা সংস্কৃতির আইকন হিসাবে ধরা হয়।উত্তম কুমারের প্রথম মুক্তিপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র ছিল দৃষ্টিদান। এই ছবির পরিচালক ছিলেন নীতিন বসু। তাঁর মুক্তিপ্রাপ্ত ছবিগুলির মধ্যে- অগ্নিপরীক্ষা,হারানো সুর, সপ্তপদী ,অমানুষ , রাজদ্রোহী, এন্টানী ফিরিঙ্গী ,সন্ন্যাসী রাজা ইত্যাদি অন্যতম। বাংলায় তাঁর মুক্তিপ্রাপ্ত মোট ছবির সংখ্যা ২০২টি।ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও জাত অভিনেতা উত্তম কুমার। শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হিসেবে তিনি জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার লাভ করেন। বাংলা চলচ্চিত্র জগতে সবচেয়ে জনপ্রিয় ও সফল জুটি উত্তম সুচিত্রা। আজ ও আমাদের মনকে ভীষণভাবে নাড়া দেয়। তাঁদের অভিনয় আমাদের হৃদয়কে বারে বারে স্পর্শ করে যায়। বাংলা চলচ্চিত্র জগতে তাঁকে মহানায়ক আখ্যা দেওয়া হয়েছে।১৯৮০ সালের ২৪শে জুলাই বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির কালো দিন। এই দিন চির ঘুমে চলে গিয়েছিলেন চলচ্চিত্রের মহানায়ক উত্তম কুমার। উত্তম কুমারের অকাল প্রয়াণ আজ ও মেনে নিতে পারেনি বাংলার দর্শকরা। মাত্র ৫৪ বছর বয়সে প্রয়াত হন বাংলা ছবির স্বপ্নের হিরো উত্তম কুমার।২০০৯ সালে টালিগঞ্জের মেট্রো স্টেশনের নামকরণ করা হয় মহানায়ক উত্তম কুমার মেট্রো স্টেশন।২০১২ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁর নামে মহানায়ক পুরস্কার চালু করেন বাংলা চলচ্চিত্রে আজীবন স্বীকৃতির জন্য। বাঙালির মননে ও চেতনায় উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো আজও তিনি বিরাজমান। গত মঙ্গলবার তাঁর শুভ জন্মদিনে কথায় গল্পে গানে আগামী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে যাবে তাঁর সৃষ্টি।

বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে পর্যালোচনা বৈঠক করলেন পবন কল্যাণ, দুষলেন পূর্বতন সরকারকে

বিজওয়াড়া, ৪ সেপ্টেম্বর ঃ অন্ধ্রপ্রদেশে বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে পর্যালোচনা বৈঠক করলেন অন্ধ্রপ্রদেশের উপমুখ্যমন্ত্রী পবন কল্যাণ। বন্যা পরিস্থিতির জন্য দখলদারি ও পূর্বতন সরকারকে দুষেছেন তিনি। বুধবার পবন কল্যাণ বলেছেন, আমি পর্যালোচনা বৈঠক করেছি। বন আধিকারিকরা বনাঞ্চলে দখলদারির বিষয়ে খুবই সতর্ককরেন

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

১৮ ভাদ্র ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, বুধবার, ইংরেজীঃ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ১৯ ভাদ্র, চান্দ্রঃ১ পদ্মনাভ মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্বৎ, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২০ ভাদ্র ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ১৩ ভাদ্র ১৯৪৬, মৈতৈঃ১ লাংবন, আসামঃ ১৮ ভাদ্, মুসলিমঃ২৯সফর১৪৪৬ হিজরী।সূর্য উদয়ঃসকাল ০৫ঃ২২ঃ ৪৩ এবং অস্তঃবিকাল ০৫ঃ৪৬ঃ ৫৮।চন্দ্র উদয়ঃসকাল ০৬ঃ০৮ঃ ৫৭(৪) এবং অস্তঃবিকাল ০৬ঃ৩৭ঃ ২২(৪)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃদ্বিতীয়া (ভদ্রা)নক্ষত্রঃ উত্তরফাল্গুনী সকাল ঘ ০৫ঃ০৩ঃ৪৫ দং ৫৯১১৩৫ পর্যন্ত পরে হস্তাকরণঃ বালব রাত্রিঃ০৮ঃ৩৫ঃ ০৩ দং ৩৮০৩৫ পর্যন্ত পরে কৌলবযোগঃসাধ্য রাত্রিঃ০৮ঃ১৭ঃ ২৬ দং ৩৭১৬৩২.৫ পর্যন্ত পরে শুভঅমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২২ঃ৪৯ থেকে- ০৭ঃ০২ঃ০৩ পর্যন্ত, তারপর ০৯ঃ৩০ঃ৫৪ থেকে-- ১১ঃ১০ঃ০৮ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ১৮ঃ১২ থেকে- ০৪ঃ৫৭ঃ২৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৬ঃ ৩৩ঃ২৬ থেকে- ০৮ঃ৫২ঃ৩৫ পর্যন্ত, তারপর ০১ঃ৩০ঃ৫৪ থেকে- ০৫ঃ ২২ঃ৪৯ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগঃদিন ০১ঃ৩৮ঃ৫৮ থেকে- ০৩ঃ১৮ঃ১২ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৮ঃ৫২ঃ৩৫ থেকে - ১০ঃ২৫ঃ২১ পর্যন্ত।কুলিকবেলাঃ দিন ১১ঃ১০ঃ০৮ থেকে- ১১ঃ৫৯ঃ ৪৪ পর্যন্ত।কুলিকরাত্রিঃ১০ঃ২৫ঃ২১ থেকে - ১১ঃ১১ঃ৪৪ পর্যন্ত। বারবেলাঃদিন ১১ঃ৩৪ঃ৫৬ থেকে- ০১ঃ০৭ঃ৫৮ পর্যন্ত।কালবেলাঃদিন ০৮ঃ২৮ঃ৫২ থেকে- ১০ঃ০১ঃ৫৪ পর্যন্ত।কালরাত্রিঃ০২ঃ২৮ঃ৫২ থেকে - ০৩ঃ৫৫ঃ৫১ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ৪১৮০৪৫ (১১) ২ পদচন্দ্রঃ৫৯২৫০ (১২) ৪ পদমঙ্গলঃ২৩১৯১ (৫) ৩ পদবুধঃ ৪২৩৬৬০ (১০) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১২৬১৩৪৪ (৫) ১ পদশুক্রঃ ৫১৩১২১ (১৩) ১ পদশনিঃ ১০১৮৫০৩১ (২৪) ৪ পদরাহুঃ ১১১৫৫০১৫ (২৬) ৪ পদকেতুঃ ৫১৫৫০১৫ (১৩) ২ পদশনি বক্রি।লগ্নঃসিংহ রাশি সকাল ০৬ঃ ১২ঃ৪৬ পর্যন্ত। কন্যা রাশি সকাল ০৮ঃ২২ঃ৫৮ পর্যন্ত। তুলা রাশি সকাল ১০ঃ৩৭ঃ০৮ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি সকাল ১২ঃ৫২ঃ৫৩ পর্যন্ত। ধনু রাশি দুপুর ০২ঃ৫৮ঃ১০ পর্যন্ত। মকর রাশি বিকাল ০৪ঃ৪৫ঃ০৪ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি বিকাল ০৬ঃ১৮ঃ২৮ পর্যন্ত। মীন রাশি বিকাল ০৭ঃ৪৯ঃ৩২ পর্যন্ত। মেষ রাশি রাত্র ০৯ঃ৩০ঃ০৫ পর্যন্ত। বৃষ রাশি রাত্র ১১ঃ২৮ঃ২৭ পর্যন্ত। মিথুন রাশি শেষ রাত্রি ০১ঃ৪১ঃ৪৭ পর্যন্ত। কর্কট রাশি শেষ রাত্রি ০৩ঃ৫৭ঃ৩০ পর্যন্ত।

আবহাওয়া

একনাগাড়ে বৃষ্টির সৌজন্যে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির ঘাটতি কমেছে অনেকটাই। তাপমাত্রাও মোটামুটি স্বস্তিদায়ক। দক্ষিণবঙ্গে আপাতত এই বৃষ্টিপাত চলবে, কোথাও কোথাও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩০.১ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন ২৭.১ডিগ্রি সেলসিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯০ শতকরা এবং ৫১ শতকরা। জোয়ার-সকাল ১০ টা ৫৬ মিনিট এবং রাত ৮টা ২৫ মিনিট। ভাটা-বেলা ৩টা ৫০ মিনিট এবং রাত ১ টা ২০ মিনিট। সূর্যঃউদয় ৫টা ৯ মিনিট এবং অস্ত ৬টা ১৪মিনিট

রাশিফল

মেষ রাশিঃউচ্চশিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষা ও গবেষণায় সাফল্য। সন্তানদের বিবাহ স্থির হলেও পারিবারিক কারণে স্থগিত রাখতে হতে পারে। বিবাহের যোগ হবে।
বৃষ রাশিঃসামাজিক কাজের মাধ্যমে আপনার মান ও যশ বৃদ্ধি পেলেও কতিপয় ব্যক্তি আপনার কাজে জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে।
মিথুন রাশিঃ সন্তানদের প্রণয়ঘটিত সমস্যা আলোচনার মাধ্যমে মিটিয়ে ফেলুন। যোগাসান রোগ সারায়।
কর্কট রাশিঃআমোদ-প্রমোদে খরচ বৃদ্ধির জন্য সঞ্চিত অর্থ ব্যয় হতে পারে। মামলায় জয় লাভের সম্ভাবনা আছে। স্বামী-স্ত্রী দ্বন্দ্ব হতে পারে।
সিংহ রাশিঃগাড়ি চালানোর সময় অত্যন্ত সাবধান হওয়ার দরকার। বাইরের কোনও ব্যক্তিকে নিয়ে পরিবারে অশান্তি। শুভ রং লাল।
কন্যা রাশিঃআমদানি-রফতানি ব্যবসায় বাড়তি মুনাফা আসার যোগ। আর্থিক উন্নতি হবে আজ।
তুলা রাশিঃসন্তানের লেখাপড়ায় মনোযোগ না থাকার ফলে পরীক্ষার ফল খুব একটা ভালো হবে না।
বৃশ্চিক রাশিঃখাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করুন। বিদেশ যাত্রা শুভ দিন।
ধনু রাশিঃপ্রতিবেশীর সঙ্গে মনোমালিন্যের জন্য গৃহনির্মাণে বাধা পড়তে পারে। সংসারে শান্তি
মকর রাশিঃ কর্মক্ষেত্রে কিছু গোলযোগ থাকলেও আগামিদিনে মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা।শুভদিন।
কুম্ভ রাশিঃ হঠাৎ কোনও খবরে মানসিক চাঞ্চল্য বৃদ্ধি পাবে।
মীন রাশিঃসংসারে শান্তি ফিরবে।

ডুডুয়া নদীতে ধরা পড়ল মরশুমের প্রথম ইলিশ

দুরন্ত বার্তা, ফুলবাড়ি, ৪ সেপ্টেম্বর ঃ ধরা পড়ল মরশুমের প্রথম ইলিশ । মঙ্গলবার মাথাভাঙ্গা-২ এর বড় শৌলমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের দরিবস ফুলবাড়ি এলাকায় ডুডুয়া নদীতে ‘সোনালী শস্য’ ধরা পড়ে। মৎস্যজীবীদের আশা, এবছর ডুডুয়া ও জলঢাকা নদীতে ভালো ইলিশ মিলতে পারে। নদীতে জল কম থাকায় কয়েকদিন আগে ভেসাল তৈরি করেন ফুলবাড়ির হালদারপাড়া এলাকার মৎস্যচাষীরা। এদিন ওই ভেসালে ধরা পড়ে তিনটি ইলিশ। শুকলাল জানান, ইলিশ ধরার জন্য রৌদ্রজ্জ্বল আবহাওয়া দরকার। ডুডুয়া নদীর পাশাপাশি এবছর জলঢাকা নদীতেও ভালো ইলিশ মিলতে পারে বলে তাঁরা আশাবাদী। তারা জানান, বড় ইলিশটি বুধবার ফুলবাড়ি বাজারে বিক্রি করা হবে। আড়তদার কৃষ্ণ হালদার জানান, গত বছরের আগের বছর জলঢাকা নদীতে ভালো সংখ্যক ইলিশ ধরা পড়েছিল। কিন্তু গত বছর এলাকার নদী থেকে ইলিশ ধরা পড়েনি বললেই চলে। এদিকে এবছর এখনও পর্যন্ত নদীর ইলিশ ফুলবাড়ি বাজারের আড়তে নিলাম হয়নি।

ঘর্মাক্ত গরম তিলোত্তমায়, তাপমাত্রার পারদও ঊর্ধ্বমুখী মহানগরীতে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ সেপ্টেম্বর ঃ বৃষ্টি থামতেই ফের ঘর্মাক্ত গরমে নাজেহাল অবস্থা মহানগরী তিলোত্তমায়। তাপমাত্রার পারদও ঊর্ধ্বমুখী, বুধবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা বেড়ে ২৮.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছেছে, যা স্বাভাবিকের থেকে ২.২ ডিগ্রি বেশি। আপাতত দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির তেমন কোনও সম্ভাবনা নেই। বৃষ্টির প্রত্যাশা নেই মহানগরীতেও। ফলে তাপমাত্রার পারদ আপাতত ঊর্ধ্বমুখীই থাকবে। দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে বৃষ্টির কোনও সতর্কতা জারি করেনি আলিপুর আবহাওয়া দফতর। তবে, কোথাও কোথাও বৃষ্টি হলেও, খুবই সামান্য ও বিক্ষিপ্তভাবে হবে। ফলে, ঘর্মাক্ত গরম বজায় থাকবে। গরমে সবথেকে বেশি নাজেহাল অবস্থা মহানগরী তিলোত্তমায়।

সবাই দ্ব্যর্থহীনভাবে কথা বলুক, বাংলা বিচার চায় ঃ দিলীপ ঘোষ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ সেপ্টেম্বর ঃ প্রত্যেকেরই শাস্তি হওয়া উচিত। সবাই দ্ব্যর্থহীনভাবে কথা বলুক। বাংলা বিচার চায়। বুধবার এক্স-বার্তায় এই মন্তব্য করলেন বিজেপি-র প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। তিনি লিখেছেন, সুখেন্দু শেখর রায়ের মতো মানুষ এখন কথা বলছেন। তাঁরা ক'দিন আগে পর্যন্ত নীরব ছিল। কিন্তু কখনও না মুখ খোলার চেয়ে দেরীতে খোলা ভালো। এই প্রতিবাদ যদি আগে হতো, তাহলে আজ এই বেদনার দিন দেখতে হতো না। আর জি কর ঘটনার পর জুনিয়র ডাক্তাররা রাস্তায় নেমেছেন। আমি তাঁদের সত্য প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করছি। কিছু জুনিয়র ডাক্তার এর সাথে জড়িত। সবার কথা বলার সময় এসেছে। মানুষ প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে। যারা সন্দীপ ঘোষের মতো নাম জানে তাঁদের প্রকাশ্যে কথা বলা উচিত। সন্দীপ ঘোষ একা নন, অনেকেই এই ষড়যন্ত্রে জড়িত।

ঘোলায় পুকুরে ডুবে থাকা গাড়ি থেকে মৃতদেহ উদ্ধার, তদন্তে পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, ঘোলা, ৪ সেপ্টেম্বর ঃ উত্তর ২৪ পরগনার ঘোলায় পুকুরে ডুবে থাকা গাড়ি থেকে উদ্ধার হল একটি মৃতদেহ। বুধবার সকালে ঘোলায় পুরনো পোস্ট অফিস এলাকায় পুকুরে একটি গাড়িকে ডুবে থাকতে দেখেন এলাকাবাসীরা। পুকুর থেকে ওই গা।টিকে উদ্ধার করার জন্য পুলিশে খবর দেওয়া হয়। পুলিস ক্রেন নিয়ে আসে গাড়িটিকে তোলার জন্য। পরে পুকুর থেকে ওই গা।টিকে তোলার পর দেখা যায় ভিতরে এক ব্যক্তি মৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছেন। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে উত্তর ২৪ পরগনার ঘোলায় পুরনো পোস্ট অফিস এলাকায়। মৃতদেহটি উদ্ধার করে পুলিশ। তদন্ত শুরু হয়েছে। প্রাথমিকভাবে পুলিশ মনে করছে, দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিল গাড়িটি, চালক বেরিয়ে আসতে পারেননি। জলে ডুবেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

হাই কোর্টে রক্ষাকবচ পেলেন সংগ্রামী যৌথ মঞ্চর আহ্বায়ক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ সেপ্টেম্বর ঃ আপাতত নবান্ন অভিযান সংক্রান্ত তিনটি অভিযোগের ভিত্তিতে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের আহ্বায়ক ভাস্কর ঘোষের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করতে পারবে না পুলিশ। বুধবার কলকাতা হাই কোর্টে রক্ষাকবচ পেলেন তিনি। আর জি কর-সহ নিয়োগ দুর্নীতির বিষয় নিয়ে ক্রমাগত প্রতিবাদ চালিয়ে যাচ্ছে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ। ভাস্কর ঘোষের অভিযোগ, এ কারণেই তাঁর এবং সংগঠনের বিরুদ্ধে বার বার মামলা করা হচ্ছিল। ২৭ আগস্ট নবান্ন অভিযানে ভাস্করের বিরুদ্ধে তিনটি এফআইআর করা হয়েছিল। তারও আগে তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক মিথ্যে মামলা দেওয়া হয়েছে বলে পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন ভাস্করের আইনজীবী। এফআইআর খারিজের আর্জি জানিয়ে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হন ভাস্কর। বুধবার শুনানি চলাকালীন রাজ্য সরকারের সওয়াল, নবান্ন অভিযানে পুলিশ কর্মী-সহ ১৯ জন জখম হয়েছেন। তাঁদের বিচার পাওয়ার অধিকার নেই! অভিযানের উদ্যোগ নেওয়া ব্যক্তিকে কোনও দায়িত্ব নিতে হবে না? তবে কোনও যুক্তি ধোপে টেকেনি আদালতে। পরবর্তী শুনানি ৬ নভেম্বর। তার আগে জমা করতে হবে রাজ্যের হলফনামা।

তৃণমূলের লাভলির বিরুদ্ধে মামলার অনুমতি দিলো হাই কোর্ট

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ সেপ্টেম্বর ঃ তৃণমূলের বিধায়ক লাভলি মৈত্রের বিরুদ্ধে মামলা করার অনুমতি দিল কলকাতা হাই কোর্ট। বুধবার আদালত লাভলির বিরুদ্ধে মামলা করার অনুমতি দিয়েছে। বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজের বেঞ্চে মামলাটির শুনানি হওয়ার কথা। সম্প্রতি লাভলির করা একটি মন্তব্য ঘিরে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। সেই মন্তব্যের জন্যই সোনারপুর দক্ষিণের বিধায়কের বিরুদ্ধে পদক্ষেপের আর্জি জানিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন এক মামলাকারী। রবিবার এক প্রতিবাদ সভায় যোগ দিয়েছিলেন ‘ সিরিয়াল খ্যাত লাভলি মৈত্র। বলেন, দিনের পর দিন আন্দোলনের নামে মানুষকে হয়রানি করা হচ্ছে। গরিব মানুষ যারা চিকিৎসার জন্য আসে, যারা গ্রামবাংলা থেকে আসে, যারা প্রান্তিক এলাকা থেকে আসে, যারা চিকিৎসা করার ক্ষমতা নেই প্রাইভেট হাসপাতালে গিয়ে, আজকে তারা মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে। লাভলি বলেছিলেন, কোনও চিকিৎসা হচ্ছে না। এরা মানবিক? এরা মানুষ? কসাইতে পরিণত হচ্ছে দিনের পর দিন ডাক্তাররা। এর পরই তাকে সতর্ক করেছিলেন তৃণমূল।

ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ ও শিক্ষক দিবস

মধুসূদন দে ঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ ১৮৮৮ সালের ৫ ই সেপ্টেম্বর তামিলনাড়ুর তিরুতানী গ্রামের এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম সর্বপল্লী বীর স্বামী। মাতার নাম সীতাম্মা। তাঁর বাবা স্থানীয় জমিদারের অধীন রাজস্ব কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করতেন। তিনি চেয়েছিলেন ছেলে পড়াশোনা করে পুরোহিত হয়ে উঠুক। কিন্তু ছেলেটির জীবনের জন্য অন্য পরিকল্পনা ছিল। তিরুতানীতে তাঁর প্রথম শিক্ষা জীবন শুরু হয়। পরে তিরুপতিতে লুথিরান মিশন স্কুলে ভর্তি হন। তারপর মাদ্রাজ ক্রিশ্চান কলেজে দর্শন শাস্ত্র নিয়ে অধ্যয়ন করেন। এরপরে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শন শাস্ত্রে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯০৯ সালে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি কলেজে দর্শন বিভাগে অধ্যাপনা শুরু করেন। ১৯১৮ সালে তিনি মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক দর্শনের অধ্যাপক নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯২১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক হন। ১৯৩৬ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পূর্বধর্ম ও নীতিবিদ্যার অধ্যাপক পদ পেয়েছিলেন ।১৯৪৬ সালে তিনি গণপরিষদে নির্বাচিত হন। ১৯৫২ সালে তিনি ভারতের প্রথম উপরাষ্ট্রপতি। ১৯৫৪ সালে তিনি ভারতরত্ন পুরস্কারে ভূষিত হন। সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ পেশায় একজন শিক্ষক ছিলেন। তিনি মনে করতেন

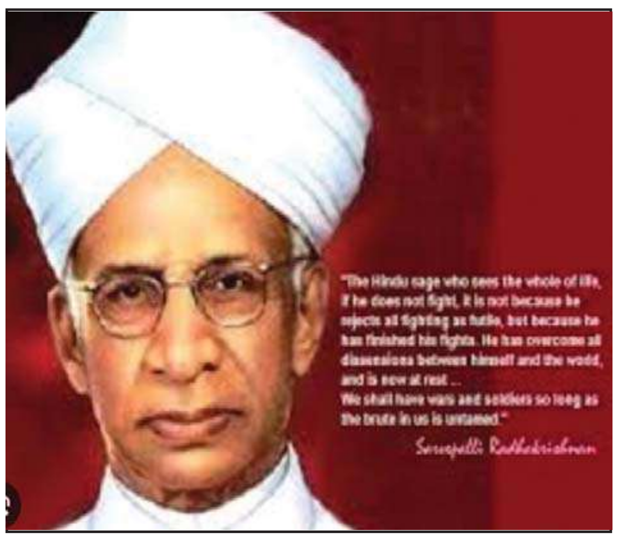

শিক্ষকদের দেশের সেরা মন হওয়া উচিত। তিনি একজন খ্যাতনামা লেখক ছিলেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য দুটি গ্রন্থ হলো অ্যান আইডিয়া লিস্ট ভিউ অফ লাইফ এবং ইন্ডিয়ান ফিলোজফি। ১৯৬২ সালে তিনি ভারতের দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি হিসাবে নির্বাচিত হন। তখন তিনি খ্যাতির শীর্ষে ছিলেন। তাঁর জন্মদিন পালনের জন্য কিছু বন্ধু এলেন। আবার ছাত্র-ছাত্রীদেরাও দেখা করতে এল শিক্ষক মহাশয়ের জন্মদিন পালন করার জন্য। বন্ধুবান্ধব ও ছাত্রছাত্রী তাদের মনের ইচ্ছা প্রকাশ করল। তখন তিনি বললেন আমার জন্মদিন পালন করা হবে এটা খুবই আনন্দের কথা। কিন্তু আমার ইচ্ছা একটু অন্যরকম। সকলে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তখন তিনি বললেন আমার জন্মদিনটা যদি শিক্ষক দিবস হিসাবে পালন করা হয় তাহলে আমি খুব ধন্য হব। সেই প্রথম ১৯৬২ সালের ৫ ই সেপ্টেম্বর প্রথম শিক্ষক দিবস পালন করা হয়। সেই থেকে আজও পর্যন্ত ৫ ই সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবস হিসাবে পালিত হয়। ৫ ই সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবস। ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের জন্মদিন। এই দিনটিতে রাধাকৃষ্ণণের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। আর শিক্ষকরা যে জাতির মেরুদন্ড তা বিশেষভাবে স্মরণ করা হয়। আমরা শিক্ষকরা নিজের নিজের শিক্ষককে সম্মান ও শ্রদ্ধা জানিয়ে থাকি। বর্তমান রাজ্য সরকারের উদ্যোগে কৃতী শিক্ষকদের শিক্ষা রত্ন পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়। আর কেন্দ্রীয় সরকারের মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক শিক্ষা ক্ষেত্রে যে সকল শিক্ষক বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন তাদের জাতীয় শিক্ষক পুরস্কার প্রদান করেন। তবে শিক্ষক দিবস পালন তখনই সার্থক হবে যখন আমরা সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের নীতি, মহান আদর্শ ও তাঁর দার্শনিক চিন্তা ভাবনা কে বাস্তবে কাজে লাগাতে পারব। ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ ছিলেন একজন আদর্শ শিক্ষক। মহান পন্ডিত ও দার্শনিকের সম্মানে এবং স্মরণে প্রতিবছর ৫ ই সেপ্টেম্বর তাঁর জন্মদিন শিক্ষক দিবস হিসাবে পালন করা হয়। তাঁকে শ্রদ্ধা জানানোর পাশাপাশি বর্তমান সমাজে যে সমস্ত শিক্ষক- শিক্ষার উন্নযনের জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তাঁদের অবদানকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য শিক্ষক দিবস পালন করা হয়। আমাদের শিক্ষকরা আমাদের জাতির ভবিষ্যতের মশালবাহী। তাঁরা আমাদের প্রজন্মের জন্য পথ আলোকিত করেন। শিক্ষকরা দিশা দেখিয়ে দেন আগামী দিনের পথ চলার। আজ দেশের সকল শিক্ষক- শিক্ষিকা বৃন্দ কে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও শ্রদ্ধা জানাতে এই দিনটি পালন করা হয়।

হারিয়ে যাওয়া ব্যাগ যাত্রীকে ফিরিয়ে দিল মেট্রোর আরপিএফ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ সেপ্টেম্বর ঃ ০২.০৯.২০২৪ তারিখে, ১০,০০ টায় দম দম মেট্রো স্টেশনে একটি অন-ডিউটি আরপিএফ কর্মীরা নিয়মিত টহল চালানোর সময় একটি মেট্রো রেকের ভিতর থেকে একটি দাবিহীন ব্যাগ উদ্ধার করে এবং স্টেশনের স্টেশন মাস্টারের অফিসে জমা দেয়। পরে ব্যাগ খুলে তাতে কিছু মূল্যবান জিনিসপত্র পাওয়া যায়। প্রায় ১৯,১৫ টার কিছু পরে, একজন মহিলা যাত্রী দম দম মেট্রো স্টেশনের স্টেশন মাস্টারের অফিসে এসে উদ্ধারকৃত ব্যাগ এবং এতে থাকা জিনিসগুলির মালিকানা দাবি করেন। যথাযথ যাচাই-বাছাই এবং সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা পূরণ করার পরে, অন্যান্য সমস্ত আইটেম সহ ব্যাগটি তার কাছে হস্তান্তর করা হয়েছিল। তিনি মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন যে তাকে অন্যান্য সমস্ত আইটেম সহ হারিয়ে যাওয়া ব্যাগটি ফিরে পেতে সহায়তা করার জন্য।

‘তরুনের স্বপ্ন’ প্রকল্পের টাকা পাঠানো বন্ধ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ সেপ্টেম্বর ঃ রাজ্য সরকারের অনেক প্রকল্পের মধ্যে একটি প্রকল্প ‘তরুনের স্বপ্ন’, যা একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের ট্যাব কেনার জন্য ১০ হজার টাকা করে দেওয়ার কথা। অনুমোদন হয়ে গেছে। এই বাবদ অতিরিক্ত ৯০০ কোটি টাকা বরাদ্দও করেছিল অর্থ দফতর। রাজ্যের সব জেলার ট্রেজারির ৮৭টি অ্যাকাউন্টে মোট ১,৩৩৩ কোটি ৫৭ লাখ ৯০ হাজার টাকা খরচের নির্দেশ পাঠিয়ে দেওয়া হয়। প্রতিটি ট্রেজারি থেকে সংশ্লিষ্ট এলাকার স্কুলের পড়ুয়াদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা জমা দেওয়ার কথা বলা হয়। এর আগে রাজ্যের সব স্কুল থেকেই একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের তথ্য সংগ্রহ করতে বলে দিয়েছিল শিক্ষা দফতর। তবে সোমবার আচমকাই পড়ুয়াদের টাকা দেওয়ার সিদ্ধান্তে বদল আসে। হঠাৎ কেন এই সিদ্ধান্ত বদল তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। আর জি কর কাণ্ডে প্রতিবাদে এই মুহূর্তে উত্তাল বাংলা। আর জি করের আন্দোলন মূলত ছাত্র ছাত্রীদের আন্দোলন। প্রশ্ন উঠেছে এর সঙ্গে কি এই সিদ্ধান্তের কোনো সম্পর্ক আছে? দ্বাদশের সঙ্গে একাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদেরও ট্যাব কিনতে টাকা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নবান্ন জানানোর পরেই রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় এটাকে পড়ুয়াদের ‘অধিকার বলে দাবি করেছিলেন। এখন টাকা দেওয়ার সিদ্ধান্ত বাতিল করার সিদ্ধান্ত জানার পরে জগন্নাথ বলেন, ‘আরজি কর-কাণ্ডের পরে স্কুল পড়ুয়ারাও আন্দোলনে। তাতে ভয় পেয়ে আন্দোলন ভাঙার জন্য ঘুষ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সরকার। আন্দোলনের আগুন নেভানো যাবে না, বুঝে গিয়েই মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধান্ত বদলেছেন। তরুণের স্বপ্ন আপাতত দু ঃস্বপ্নে পরিণত হয়েছে।’’ এখন দেখার শেষ পর্যন্ত কি দাঁড়ায়!

জুনিয়র ডাক্তারদের কর্মবিরতির জেরে রোগী পরিষেবায় ব্যপক প্রভাব পড়েছে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ সেপ্টেম্বর ঃ আরজি কর কাণ্ড ও তার পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি হাসপাতালে জুনিয়র ডাক্তারদের কর্মবিরতির জেরে রোগী পরিষেবায় ব্যপক প্রভাব পড়েছে। হাসপাতালে আউটডোর পরিষেবা ও গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্রোপচার প্রায় ৫০ শতাংশ কমেছে বলে স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে। স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগম এই মর্মে মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির কাছে রিপোর্ট পেশ করেছেন। পাশাপাশি সরকারি মেডিক্যাল কলেজগুলিতে রোগী ভর্তির পরিমাণও ২৫ শতাংশ কমে গিয়েছে। প্রতি সপ্তাহে রাজ্যে সব মেডিক্যাল কলেজগুলিতে প্রায় ৫০০ থেকে ৬০০ গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্রোপচার হয়। ১০ আগস্ট ডাক্তারদের কর্মবিরতি চালু হওয়ার পর থেকে তা ৫০ শতাংশ কমে গেছে বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। এদিকে সরকারি হাসপাতালের রোগী পরিষেবা ব্যহত হওয়ায় বেসরকারি হাসপাতালে খরচের ঝোঁক বেড়েছে। যার ফলে স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পেও বাড়তি খরচ হচ্ছে বলে স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে। ২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত হাসপাতালগুলির বিল মেটাতে স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের আওতায় ১৫০ কোটি টাকারও বেশি অর্থ মঞ্জুর করা হয়েছে । এজন্য দৈনিক গড়ে প্রায় ৬ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। আগে এই অঙ্ক ছিল ৩ কোটি টাকা। উল্লেখ্য কলকাতার আরজি করে কর্তব্যরত অবস্থায় চিকিসক ছাত্রী ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার পর থেকে জুনিয়র ডাক্তারদের কর্মবিরতি শুরু হয়েছে। এই আন্দোলনে পাশে দাঁড়িয়েছেন সিনিয়র ডাক্তাররাও। যার প্রভাব পড়ছে হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবায়। শুধু আরজি কর হাসপাতালেই নয়, রাজ্যের সমস্ত সরকারি হাসপাতাল ও মেডিক্যাল কলেজগুলিতেও একই চিত্র লক্ষ্য করা গিয়েছে।সবথেকে বেশি প্রভাব পড়েছে, আরজি কর এবং এসএসকেএম হাসপাতালে।

টোটোর দৌরাত্বে বন্ধ বেলঘড়িয়া বিরাটি গুরুত্বপুর্ণ রুটে অটো চলাচল

দুরন্ত বার্তা, বেলঘড়িয়া, ৪ সেপ্টেম্বর ঃ টোটো চালকদের সাথে অটো চালকদের সংঘর্ষের জেরে বন্ধ বেলঘড়িয়া স্টেশন থেকে বিরাটী পর্যন্ত অটো চলাচল। চরম বিপাকে নিত্য যাত্রীরা। ফলে ব্যস্ত এই রুটে বুধবার সকালে পরিষেবা বন্ধ থাকায় সমস্যায় পড়েছে বিস্তীর্ণ এলাকার কযেক হাজার মানুষ। জানা যায়,বুধবার সকাল থেকে বেলঘড়িয়া স্টেশন থেকে বিরাটি স্টেশন পর্যন্ত প্রতিদিন যে অটো চলাচল করে তা বুধবার থেকে বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে অটোচালকদের তরফে। প্রতিদিন প্রায় ১০ থেকে ১৫ হাজার মানুষ এই অটো রুটের উপর নির্ভরশীল। ফলে চরম সমস্যায় পড়েছেন যাত্রীরা। অটোচালকদের তরফ থেকে জানা যায়, গত মঙ্গলবার রাত দশটা নাগাদ বিরাটি ব্রিজে ওঠার মুখে টোটো চালকরা আক্রমণ করে বেলঘড়িয়া বিরাটি রুটের অটোচালকদের উপর। ঘটনার সূত্রপাত এক টোটো চালকের হাতে আক্রান্ত হয় এক যাত্রী। সেই সময় অটো চালকেরা প্রতিবাদ করতে যায়। তখন তাদের টোটো চালকরা আক্রমণ চালায়। আক্রমণে ৬ থেকে ৭ জন অটোচালক আক্রান্ত হয়। আকাশ দে, রাকেশ দাস, রাহুল দাস, মিন্টু দাস সহ আরও দুজন। তার মধ্যে দুজন অটোচালক গুরুতরভাবে আক্রান্ত হয়, তাদের মাথা ফেটে যায়। এরই প্রতিবাদে বুধবার সকাল থেকে বেলঘড়িয়া বিরাটি অটো রুটের চালকেরা অটো বন্ধ করে অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হোন বেলঘড়িয়া অটো স্ট্যান্ডে। তাদের একটাই দাবি, টোটো চালকদের মেন রোডে ওঠা নিষিদ্ধ থাকলেও, তারা সেই নিষেধ মেনে চলে না। ফলে টোটো চালকদের দৌরাত্বে অটো চালানো দুস্কর হয়ে পড়ছে। তাই যতদিন না এর কোন বিহিত হচ্ছে ততদিন অটো বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। দীর্ঘদিন ধরে প্রশাসনকে বলেও কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না বলেও অভিযোগ। তাই যতক্ষণ না পর্যন্ত এই সমস্যা সমাধান না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত বেলঘড়িয়া বিরাটি অটো রোড রুট বন্ধ থাকবে বলেও জানিয়ে দেওয়া হয়। এখন দেখার এই সমস্যা সমাধানে কি ভূমিকা পালন করে প্রশাসন।

পুলিশকে জুতো ছুঁড়ে মেরেছিলেন! গ্রেফতার হলেন শ্রীরামপুরের সেই বিজেপি নেত্রী

প্রীতম সাধুখাঁ, চুঁচুড়া, ৪ সেপ্টেম্বরঃ গত ২ রা সেপ্টেম্বর জেলা শাসক অভিযানের ডাক দিয়েছিল বিজেপি।হুগলি জেলা শাসক দপ্তর ঘেরাও করতে যৌথ ভাবে অভিযান করে হুগলি ও শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলার বিজেপি নেতা কর্মিরা।মিছিল করে ঘড়ির মোরে এসে পুলিশের বাধার মুখে পড়ে বিজেপি। ব্যারিকেডে আটকে দেওয়া হয় বিক্ষোভ মিছিল। সেখানেই পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে বিজেপি কর্মিরা। ব্যারিকেড ভাঙতে না পেরে পুলিশি বাধার মুখে পরে বিজেপি নেত্রী পম্পা অধিকারীকে দেখা যায় জুতো হাতে তুলে পুলিশকে দেখাতে। এরপর সেই জুতো পুলিশের ভিড়ে ছুঁড়ে মারেন। তার জেরেই গ্রেফতার পম্পা অনুমান পরিবারের। পম্পা বিজেপি শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলার সম্পাদক পদে রয়েছেন। রিষড়া তিন নম্বর জল ট্যাঙ্ক এলাকায় তাঁর বাড়ি। তাঁর স্বামী বলাই অধিকারী জানান ,বুধবার ভোরে পুলিশের তিনটে গাড়িতে প্রচুর পুলিশ গিয়ে পম্পাকে বাড়ি থেকে আটক করে নিয়ে যায়। পরে জানতে পারেন চুঁচুড়া মহিলা থানার পুলিশ তাকে গ্রেফতার করেছে। বিজেপি নেত্রীর গ্রেফতারের খবর পেয়ে চুঁচুড়া মহিলা থানায় হাজির হন বিজেপি নেতৃত্ব। হুগলি সাংগঠনিক জেলা বিজেপি সভাপতি তুষার মজুমদার জানান, সেদিন অনেকেই বিক্ষোভে ছিল। তাহলে পম্পাকে কেন গ্রেফতার করা হল।আমরা আইনি লড়াই লড়ব। বিজেপির দাবী শান্তি পূর্ন ভাবে বিক্ষোভ প্রতিবাদ চলছিল। অন্যায় ভাবে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে,পুলিশের কাজে বাধা, বেআইনি জমায়েত, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে জরো হওয়া সহ ভারতীয় ন্যায় সংহিতার একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। ধৃত নেত্রীকে চুঁচুড়া আদালতে তোলা হয়।

‘পাশে আছে সায়ন্তিকা’ কর্মসূচি চালু করতে চলেছেন বরানগরের বিধায়িকা

সমীর দাস, কলকাতা, ৪ সেপ্টেম্বর ঃ সোম ও মঙ্গলবার বসেছিল বিধানসভার অধিবেশন। সেখানে অবশ্য মূলত ’অপরাজিতা’ বিল নিয়েই আলোচনা হয়। কিন্তু তারই ফাঁকে একটা সুখবর দিলেন বরানগরের বিধায়িকা সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় জয়ী হওয়ার পর থেকেই ‘ আছে সায়ন্তিকা’ কর্মসূচি চালু করেছিলেন। নিজেদের সমস্যার কথা দ্রুত যাতে মানুষজন জানাতে পারেন সেই কারণেই এই কর্মসূচি চালু করেছিলেন তিনি। আর এবার ‘পাশে আছে সায়ন্তিকার’ পর ফের ‘উত্তর দিলেন তৃণমূল বিধায়িকা। তিনি জানান, ডানলপে একটা ফুটব্রিজের দাবি দীর্ঘদিনের। কিন্তু নানা সমস্যার কারণে টা করণে এতদিন টা করা সম্ভব হয় নি। তবে এবার হতে চলেছে। সায়ন্তিকা মঙ্গলবার বলেন,একটা সুখবর আছে সকলেরর জন্যে। বিধান সভার অধিবেশন চলা কালীন আমি ডানলপ ফুটব্রিজ নির্মাণের প্রস্তাব দিয়েছিলাম। চেয়ারম্যান আমায় জানিয়েছেন বুধবার দুপুর তিনটের সময় কেএমডিএ-র কর্মীরা আসবেন তার ইন্সপেকশনে। তৃণমূলের বিধায়িকা এও জানিয়েছেন, আশা করি অতি শীঘ্রই এই ফুটব্রিজ নির্মাণের কাজ শুরু হবে। বরানগরের বহু মানুষ উপকৃত হবেন। ডানলপ মোড় কলকাতার অন্যতম ব্যস্ত মোড়। সেখানে রাস্তা পেরতে হতে গিয়ে এর আগে বহু দুর্ঘটনা ঘটেছে। সেই দিক থেকে ওই ফুটব্রিজ মানুষের খুবই উপকার করবে তাতে সন্দেহ নেই।

চা উৎপাদনে ঘাটতির হার কুড়ি শতাংশ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ সেপ্টেম্বর ঃ গত বছরের তুলনায় চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত রাজ্যে চা উৎপাদনে ঘাটতির হার কুড়ি শতাংশ ছাড়িয়ে গিয়েছে। আবহাওয়ার তারতম্যে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন চা বাগানে চলতি বছরে এখনও পর্যন্ত ১৫ কোটি কেজি র কিছু বেশি চা উপাদন হয়েছে সেখানে গত বছর জুলাই মাস পর্যন্ত রাজ্যে চায়ের উপাদন কুড়ি কোটি কেজির কিছু বেশি

ইন্টারন্যাশনাল কনভেয়রস লিমিটেড
সিনঃএল২১৩০০ডব্লুবি১৯৭৩পিএলসি০২৮৮৫৪
রেজিঃঅফিসঃ ফলতা এসইজেড, সেক্টর-২, পাম্প হাউস নং ৩ এর কাছে, গ্রাম ও মৌজা-আকালমেঘ, জেলা ২৪ পরগণা(এস), পশ্চিমবঙ্গ-৭৪৩৫০৪
কর্পোরেট অফিসঃ ১০ মিডলটন রো, কলকাতা-৭০০০৭১
ফোনঃ (০৩৩) ৪০০১-০০৬১ ফ্যাক্সঃ (০৩৩) ২২১৭-২২৬৯
ই-মেইলঃinvestors@iclbelting.com **ওয়েবসাইটঃ** www.iclbelting.com

৫১তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং বুক ক্লোজার এবং রিমোট ই-ভোটিং সংক্রান্ত তথ্য

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে কোম্পানির সদস্যদের ৫১ তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) শুক্রবার, ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে ফলতা এসইজেড সেক্টর-II, পাম্প হাউস নং ৩, গ্রাম ও মৌজার কাছে অনুষ্ঠিত হবে।-অকালমেঘ, জেলা-২৪ পরগণা (এস), পশ্চিমবঙ্গ -৭৪৩৫০৪ দুপুর ২০০ পিএম ৫১তম এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত ব্যবসায় লেনদেন করতে। এই বিষয়ে কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক(এমসিএ) এবং সেবি দ্বারা জারি করা সাম্প্রতিক সার্কুলারগুলির সাথে সম্মতিতে, ৫১ তম এজিএম এবং এফ ওয়াই-এর জন্য বার্ষিক প্রতিবেদন আহ্বানকারী বিজ্ঞপ্তির সফ্ট কপি। ২০২৩-২৪ সেই সমস্ত শেয়ারহোল্ডারদের ই-মেইলের মাধ্যমে পাঠানো হবে যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি কোম্পানীর রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) অর্থা মহেশ্বরী ডেটামেটিকস প্রাইভেট লিমিটেড (এমডিপিএল)ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে নিবন্ধিত। কোম্পানি এফ ওয়াই-এর জন্য বার্ষিক রিপোর্টের ফিজিক্যাল কপি পাঠাবে। ২০২৩-২৪ সেই সদস্যদের কাছে যারা এটির জন্য অনুরোধ করবে। এফ ওয়াই-এর জন্য নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩-২৪ কোম্পানির ওয়েবসাইটে https:www.iclbelting.com investorsaserver.php? file Annual 20 Report 20 and 20 Notice.pdf এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাবে যেখানে ইক্যুইটি কোম্পানির শেয়ার যেমন তালিকাভুক্ত করা হয়. www.bseindia.com এবং www.nseindia.com ফিজিক্যাল মোডে শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা যারা এখনও তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন আপডেট করেননি তাদের অনুরোধ করা হচ্ছে নোটিশ, বার্ষিক প্রতিবেদন, ই-ভোটিং-এর জন্য আইডি পাসওয়ার্ড প্রাপ্তির জন্য একই নিবন্ধন করার জন্য https:mdpl.inform. লিঙ্কে গিয়ে সেবি তার সার্কুলার নং SEBIHOMIRSDRTAMBPCIR২০২১৬৫৫ তারিখ ০৩ নভেম্বর, ২০২১ এর মাধ্যমে (পরবর্তীতে সার্কুলার নং. SEBIHOMIRSDRTAMBPCIR২০২১৬৮৭ দ্বারা সংশোধিত, ২১ ডিসেম্বর, ২১ তারিখ SEBIHOMIRSDRTAMBPCIR২০২৩৩৭ তারিখ ১৬ মার্চ, ২০২৩, SEBI HOMIRSDRTAMBPCIR২০২৩১৮১ তারিখ ১৭ নভেম্বর, ২০২৩) বাধ্যতামূলক করেছে যে w.e.f. ০১ এপ্রিল, ২০২০-এর নিরাপত্তা ধারক, ভৌত আকারে সিকিউরিটিজ ধারণ শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক মোডের মাধ্যমে প্রদান করা হবে। এই ধরনের অর্থপ্রদান শুধুমাত্র প্যান, মোবাইল নম্বর, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ এবং নমুনা স্বাক্ষর সহ মনোনযনের যোগাযোগের বিশদ পছন্দ দেওয়ার পরে করা হবে। যদি কেওয়াইসি বিশদ শেয়ারহোল্ডার দ্বারা আপডেট না করা হয়, তাহলে কোম্পানির দ্বারা লভ্যাংশ বহাল থাকবে। সদস্যদের কোম্পানির **আরএটিএ এমডিপিএল, ২৩ আরএন মুখার্জি রোড, ৫তলা কলকাতা-৭০০০০১** -এর সাথে তাদের কেওয়াইসি বিবরণ আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। সদস্যগণ (ইমেল আইডি-mdpldc@yahoo.com)। সদস্যরাএনডিপিএল-এর অনলাইন পোর্টাল https:mdpl.inform-এ গিয়ে এবং সেখানে উল্লিখিত নির্দেশাবলী অনুসরণ করে এটি আপডেট করতে পারেন। ডিম্যাট মোডে শেয়ার ধারণকারী সদস্যদের তাদের ইমেল ঠিকানা এবং ব্যাঙ্কের আদেশ সরাসরি তাদের নিজ নিজ ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে আপডেট করা উচিত।কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ৯১ এর বিধান অনুসারে কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪, সংশোধিত হিসাবে, এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়ার রেগুলেশন ৪২ (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশনস, ২০১৪ এর সাথে পঠিত। বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) এবং সদস্যদের নাম নির্ধারণের উদ্দেশ্যে কোম্পানির সদস্যদের নিবন্ধন এবং কোম্পানির শেয়ার স্থানান্তর বই শনিবার, ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ থেকে শুক্রবার, ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ (উভয় দিন সহ) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। এজিএমে অনুমোদিত হলে চূড়ান্ত লভ্যাংশের জন্য যোগ্য। কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১০৮-এর পরিপ্রেক্ষিতে কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) বিধিমালা, ২০১৪-এর বিধি ২০, এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশনের রেগুলেশন ৪৪-এর সাথে পড়া হয়েছে। ২০১৫ কোম্পানির সদস্যদের ই-ভোটিং প্ল্যাটফর্ম প্রদানের জন্য কোম্পানি ন্যাশনাল ডিপোজিটরি সিকিউরিটিজ লিমিটেড(এনএসডিএল)এর পরিষেবাগুলি গ্রহণ করেছে। আসন্ন এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে থাকা সমস্ত ব্যবসা দূরবর্তী ই-ভোটিং সুবিধার মাধ্যমে লেনদেন করা যেতে পারে। দূরবর্তী ই-ভোটিং সময়কাল মঙ্গলবার, সেপ্টেম্বর ২৪, ২০২৪ (০৯,০০এম ১ম) এ শুরু হবে এবং বৃহস্পতিবার, ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ (১ম ৫,০০ পিএম.) শেষ হবে। ই-ভোটিং সময়কালে, কোম্পানির সদস্যরা, যারা শেয়ার ধারণ করেন, হয় ফিজিক্যাল আকারে বা ডিমেটেরিয়ালাইজড আকারে, কাট-অফ তারিখে, অর্থাৎ, শুক্রবার, ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দেওয়ার যোগ্য হবেন। ভোটাধিকার ধারণ করা শেয়ার সংখ্যা অনুপাতে হবে. এরপর ভোট দেওয়ার জন্য এনএসডিএল দ্বারা ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করা হবে। শেয়ারহোল্ডার দ্বারা একবার একটি রেজোলিউশনের উপর ভোট দেওয়া হলে, এটি পরবর্তীতে পরিবর্তন করা যাবে না। যে সদস্যরা দূরবর্তী ই-ভোটিং দ্বারা তাদের ভোট দিয়েছেন তারাও উপস্থিত থাকতে পারেন কিন্তু এজিএমে আবার ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না। **শ্রী এইচ.ভি. বোলিয়া, এইচ.ভি. বোলিয়া অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস**-এর স্বত্বাধিকারী, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস (সদস্য নং ০৬৯১২৫ ফার্ম রেজি. নং. ৩৩২১৫৭ই) একটি সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ পদ্ধতিতে দূরবর্তী ই-ভোটিং প্রক্রিয়া যাচাই করার জন্য স্ক্রুটিনাইজার হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন। এজিএম-এ, ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধা শুধুমাত্র কাট-অফ তারিখে সদস্যদের জন্য উপলব্ধ করা হবে, যারা দূরবর্তী ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে তাদের ভোট দেননি, তারা এজিএম-এ তাদের ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন। ব্যালট পেপারের মাধ্যমে।

ইন্টারন্যাশনাল কনভেয়রস লিমিটেডের জন্য
স্থান ঃ কলকাতা — **সাক্ষর -দীপ্তি শর্মা**
তারিখঃ সেপ্টেম্বর ০৪,২০২৪ — **কোম্পানি সচিব ও কমপ্লায়েন্স অফিসার**

সিনটিল্লা কমার্শিয়াল অ্যান্ড ক্রেডিট লিমিটেড
রেজিঃ অফিসঃ মার্কেন্টাইল বিল্ডিং, ব্লক-ই, ২য় তলা, ৯ /১২, লালবাজার স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০০১
কর্পোরেট অফিস ঃ জাজোদিয়া টাওয়ার ৪র্থ তলা, রুম নং ডি-৮, ৩, বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট কলকাতা ৭০০০০১
ইমেলঃ info@scintilla.co.in **ওয়েবসাইটঃ** www.scintilla.co.in
সিনঃএল৬৫১৯১ডব্লুবি১৯৯০পিএলসি০৪৮২৭৬

৩৫তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি, বই বন্ধ এবংন্ডই-ভোটিং

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে মেসার্স এর ৩৫ তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম)। ২০২৩-২৪ আর্থিক বছরের জন্য সিনটিল্লা কমার্শিয়াল অ্যান্ড ক্রেডিট লিমিটেড (’কোম্পানি’) বিবি ডি ব্যাগ প্রফেশনাল অ্যাসোসিয়েশন, কমার্স হাউস-এ শনিবার, ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ দুপুর ১২ঃ০০ (১ম) অনুষ্ঠিত হবে। , ২ক গণেশ চন্দ্র এভিনিউ, ৪র্থ তলা, রুম নং ঃ ১, কলকাতা-৭০০০১৩ এজিএম (নোটিশ) আহ্বান করা বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত ব্যবসায় লেনদেনের জন্য। কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০১ এর অধীনে প্রণীত নিয়মগুলির সাথে পড়া, সেবি-এর রেগুলেশন ৩৬ (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশনস, ২০১৫ (লিস্টিং রেগুলেশনস) এবং সাধারণ সভায় সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড (সংবিধিবদ্ধ বা সংবিধিবদ্ধ) সহ এর পুনঃপ্রণয়ন(গুলি), আপাতত বলব), ৩৫তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং আর্থিক বছরের ২০২২-২৩-এর বার্ষিক প্রতিবেদন ই-মেইলের মাধ্যমে সেই সদস্যদের কাছে পাঠানো হয়েছে যাদের ই-মেইল আইডি নিবন্ধিত। কোম্পানির ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীরেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ), মেসার্স। Niche Technologies Pvt Ltd, ক্ষেত্রমত, এবং সেই সদস্যদের ফিজিক্যাল কপি যাদের ই-মেইল আইডি ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী (গুলি) বা-আরটিএ-তে ১৬ই আগস্ট, ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত নিবন্ধিত নয়, অনুমোদিত মোডে তাদের নিজ নিজ ডাক ঠিকানায়. বার্ষিক প্রতিবেদন সহ এজিএম নোটিশ পাঠানোর কাজটি ৪ ঠা সেপ্টেম্বর, ২০২৪-এ সম্পন্ন হয়। উপরোক্ত নথিগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইট infoscintilla.co.in-&, BSE লিমিটেডের ওয়েবসাইট www.bseindia.com, CSE Limited-এও পাওয়া যায়। https:www.cse&india.com এবং ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেডের(এনএসডিএল) ওয়েবসাইটে www.evoting.nsdl.com।

কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১০৮-এর বিধান অনুসারে কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪-এর বিধি ২০, এবং লিস্টিং রেগুলেশনের রেগুলেশন ৪৪ এবং সাধারণ সভাগুলিতে সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড (পরিবর্তন সহ (পরিবর্তন) সহ) বা এর পুনঃপ্রণয়ন(গুলি), আপাতত কার্যকর), কোম্পানি তার সদস্যদের এজিএম-এ লেনদেন করা ব্যবসার ক্ষেত্রে দূরবর্তী ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করছে। দূরবর্তী ই-ভোটিং শুরু হবে বুধবার, ২৫শে সেপ্টেম্বর, ২০২৪ সকাল ৯.০০টায়। এবং শেষ হবে শুক্রবার, ২৭শে সেপ্টেম্বর, ২০২৪ বিকাল ৫.০০ টায়। উল্লিখিত তারিখ এবং সময়ের বাইরে দূরবর্তী ই-ভোটিং অনুমোদিত হবে না। এই সময়ের মধ্যে, কাট-অফ তারিখ (রেকর্ড তারিখ) হিসাবে শেয়ার ধারণকারী কোম্পানির সদস্যরা, অর্থাৎ ২১শে সেপ্টেম্বর, ২০২৪ ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দিতে পারে। দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতির বিশদ বিবরণ উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া হয়েছে।

যে কোনো ব্যক্তি, যিনি কোম্পানির শেয়ার অর্জন করেন এবং নোটিশ পাঠানোর পর কোম্পানির সদস্য হন এবং কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ ২১শে সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে শেয়ার ধারণ করেন, তিনি ব্যায়াম করার জন্য ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড ইস্যু করার জন্য কোম্পানির কাছে যেতে পারেন ইলেকট্রনিক উপায়ে তাদের ভোট দেওয়ার অধিকার। একজন ব্যক্তি যিনি কাট-অফ তারিখে কোম্পানির সদস্য হওয়া বন্ধ করে দেন এবং এই নোটিশ প্রাপ্তির মধ্যে থাকেন, শুধুমাত্র তথ্যের উদ্দেশ্যে একই আচরণ করবেন। কোম্পানিটি এজিএম-এ পোলিং পেপারব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধাও দিচ্ছে মিটিংয়ে উপস্থিত সদস্যদের জন্য, যারা দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট দেননি। যাইহোক, যেসকল সদস্যরা ইতিমধ্যেই এজিএম-এর আগে দূরবর্তী ই-ভোটিং দ্বারা তাদের ভোট দিয়েছেন, তারা এজিএম-এ উপস্থিত থাকতে পারেন কিন্তু আবার ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না। যদি কোনো সদস্য এজিএম-এ রিমোট ই-ভোটিং এবং পোলিং পেপার উভয় পদ্ধতিতে ভোট দেন, তাহলে রিমোট ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে করা ভোট প্রাধান্য পাবে এবং পোলিং পেপারের মাধ্যমে দেওয়া ভোট বাতিল বলে গণ্য হবে। জনাব রাজেশ ঘোরাওয়াত (এফসিএসঃ৭২২৬), প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারিকে সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ পদ্ধতিতে দূরবর্তী ই-ভোটিং এবং ব্যালটের মাধ্যমে ভোটদানের যাচাই-বাছাই করার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে। লিস্টিং রেগুলেশনের রেগুলেশন ৪২ এর সাথে পড়া কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ৯১ অনুসারে, কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টার ২২শে সেপ্টেম্বর, ২০২৪ থেকে ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত (উভয় দিনই অন্তর্ভুক্ত) এজিএমের উদ্দেশ্যে বন্ধ থাকবে। আর্থিক বছর ২০২৩-২৪।

কোন প্রশ্নের ক্ষেত্রে, আপনি শেয়ারহোল্ডারদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন(এফএকিউএস) এবং শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়ালটি www.evotingnsdl.com-এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ বা টোল ফ্রি নম্বরে কল করতে পারেনঃ ০২২ ৪৮৮৬ ৭০০০ অথবা ০২২ ২৪৯৯ ৭০০০ নম্বরে অথবা evoting@nsdl.co.in-এ এনএসডিএলের সিনিয়র ম্যানেজার মিসেস পল্লবী মাত্রেকে একটি অনুরোধ পাঠান।

সিনটিল্লা কমার্শিয়াল অ্যান্ড ক্রেডিট লিমিটেডের জন্য
স্থানঃ কলকাতা — **সাক্ষর -প্রিয়াঙ্কা মোহতা**
তারিখঃ ৫ই সেপ্টেম্বর, ২০২৪ — **কোম্পানি সচিব ও কমপ্লায়েন্স অফিসার**

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৯ বর্ষ, দৈনিক ২৭৬ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১৯ ভাদ্র, ১৪৩১

দুস্কৃতি দমনে শক্ত হতে হবে

যোগী আদিত্যনাথ পরিস্কার করে বলে দিয়েছেন উত্তর প্রদেশে থাকতে গেলে অতীত জীবনকে ভুলে যেতে হবে। নতুন জীবন নিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে বাঁচতে হবে। নাহলে উত্তর প্রদেশ ত্যাগ করতে হবে। এছাড়া আর দ্বিতীয় কোনও পথ খোলা নেই। আতিকের পুত্র কে যেদিন পুলিশের এনকাউন্টারে মারা গেল সেদিন পুলিশের জয়ধ্বনি শুনতে পারা গিয়েছিল। এবারে একেবারে পুলিশ বেষ্টনির মধ্যে বহু সাংবাদিকদের সমানে আততায়ী জয় শ্রীরাম ধ্বনি দিতে দিতে আতিককে লক্ষ্য করে গুলি করে হত্যা করে পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করলো। দাগী আসামিদের বহু বার সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল। ভদ্র হয়ে চলার পথ বাতলে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু রক্তে যাদের দুর্নীতি মিশে গিয়েছে তাদেরকে সংশোধন করাটা কুবই

সম্পাদকীয়

মুশকিল। সহজে তারা সংশোধন হতে চায় না। জনপ্রতিনিধিরা আগে কী অবস্থায় ছিলেন তারপরে তিনি নির্বাচনে জিতে জনপ্রতিনিধি হয়ে কী হয়েছেন তা কি কোনও দিন ঘরে বসে আত্ম সমালোচনা করেছেন। বা নিজের অতীতের চেহারার সঙ্গে বর্তমান জনপ্রতিনিধি হওয়ার চেহারার সঙ্গে মিলিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গে সর্বহারা মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন প্রফুল্ল চন্দ্র সেন, অজয় মুখার্জি, সিদ্ধার্থ রায়। সেই সব সর্বহারা মুখ্যমন্ত্রীদের আর পশ্চিমবঙ্গ সরকার দেখতে পাবে না। মনে আছে সেই সময়ে কংগ্রেসের একটি পত্রিকা ছিল 'জনসেবক'। সেই কংগ্রেসী দৈনিক 'জনসেবক' প্রকাশ্যে পশ্চিমবঙ্গের রূপকার বিধানচন্দ্র রায়ের কাজের সমলোচনা করেছিল প্রথম পাতায়। তা নিয়ে রাইটার্স বিল্ডিংস তোলপাড় হয়ে গিয়েছিল। সেই সময়ে বিধান চন্দ্র রায় জনসেবক পত্রিকার সাংবাদিকদের ডেকে কোনও রকম হুমকি দিতে পারেননি। আজকে সেই দিনের কথাকে স্মরণ করাও চলবে না। কেন্দ্রীয় সরকার কোনও দিন আদানি কাণ্ড নিয়ে মুখ খুলবে না। টাটাদের ব্যাপারে মুখ খুলবে না। কোনও শিল্পপতিদের দিকে তাকিয়ে মুখ খুলবে না। কারণ ভারতের অর্থনীতিটা নির্ভর করে এই সব শিল্পপতিদের ওপরে। তাদের শিল্প নীতির সিদ্ধান্তে ভারতবর্ষ শিল্প এর দিক দিয়ে এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে। পাশেই চিন রয়েছে। তারা চাইছে ভারতের শিল্প পরিস্থিতি এবং কৃষি পরিস্থিতিচাকে একেবারে নষ্ট করে দিতে। সেটা কিন্তু করবেন না মোদি। শিল্পপতিদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে গেলে ভারতের আর্থিক অবস্থার ওপরে এসে আঘাত করতে থাকবে। কংগ্রেস আমলেও শিল্পপতিদের তোয়াজ করে কাজ করে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নেহরু। জাতির জনক মহাত্মা গান্ধিও বাজাজ এর মতো শিল্পপতিদের ঘরে গিয়ে ভোজন করেছেন। গল্প করেছেন আবার জাতীয় তহবিলে জন্য অর্থ সংগ্রহ করেছেন। কংগ্রেস দলটা চালতো ভারতের শিল্পপতিদের দানের টাকা ওপরে। তাদের একটি মাত্র উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ ভারত থেকে চলে গেলে ব্রিটিশ শিল্পগুলি তারা কিনে নিয়ে চালাবে। ভারত স্বাধীনতা লাভ করলে সেটাই দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। ব্রিটিশ শিল্পগুলি ভারতীয় শিল্পপতিরা কিনতে শুরু করে। তারপরে ভারতের শিল্পপতিরা পরে শিল্প জগতের পরিবর্তন হতে শুরু করলে সেগুলি আর চালাতে পারেনি।

উন্নতি হচ্ছে চিনের মূল লক্ষ্য

চিন দেশটি হচ্ছে কাজের দেশ। তারা কাজ করতে ভালোবাসে। তারা কোনও সময়ে কাজ ফেলে রেখে শুখা রাজনীতি করে না। চিন দেশের ছাত্ররা আন্দোলন করতে গিয়েছিল সরকারের বিরুদ্ধে। ছাত্র আন্দোলনকে দমন করতে চিন সেনা বাহিনী দিয়ে ট্যাঙ্ক চালিয়ে দিয়েছিল। চিন পরিস্কার করে বলে দিয়েছে যে দেশের উন্নয়নের ক্ষতি করে কোনও আন্দোলন করা চলবে না। কাজ করতে হবে। তবেই খাবার পাবে। না হলে শুকিয়ে থাকতে হবে। তার ফলে চিন আজকে এত শক্তিশালী হতে পেরেছে। বিশ্বের সবচেয়ে ধনী দেশ হিসাবে চিন পরিচিত হতে শুরু করে দিয়েছে। আগামি দিনে ডলারকে পিছনে ফেলে চিনের টাকা বিশ্বকে বিনিয়োগ মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। আমেরিকার ডলারের তখন কোনও মূল্য থাকবে না। সেই দিকে চিন এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে। কিন্তু ভারত একন চিনের সঙ্গে কোনও রকমভাবে কোনও দিক দিয়ে সমকক্ষ হতে পারছে না। চিনের জনসংখ্যাকে ছাপিয়ে ভারত চলে গেলেও চিনের মতো উন্নত দেশে পরিণত হতে পারছে না। চিন যেভাবে কৃষি থেকে শুরু করে প্রযুক্তিতে এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে তাতে তাদের হাতের মুঠোর মধ্যে রয়ে গিয়েছে বিশ্বের বাজার অর্থনীতি। সব

সম্পাদকীয়

দেশকে চিনা পণ্য ক্রয় করতে হচ্ছে। ভারতকে চিনা পণ্য ক্রয় করতে হচ্ছে। সীমান্তে চিনের সেনাদের সঙ্গে ভারতীয় সেনাদের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে হাতাহাতি করলেও চিনের সঙ্গে ভারতের ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যায়নি। রীতিমতো চিনা পণ্য ভারতকে কিনতে হচ্ছে। চিন রাসায়নিক দ্রব্য ক্রয় না করতে পারলে ভারতের ওষুধ কারখানাগুলি দরজা বন্ধ করে দিতে হবে। সস্তায় পণ্য দিতে পারে একমাত্র চিন। অতিরিক্ত মুনাফা দিকে নজর না দিয়ে অতি সামান্য লাভে বাজারে চিনা পণ্য পৌঁছে দিতে চিন কোনও সময়ে কসুর করে না। কিন্তু ভারত সেই দিক দিয়ে বলতে গেলে চিনের থেকে পিছিয়ে। ভারত শিল্পের দিক দিয়ে উন্নতি লাভ করতে পেরেছিল ব্রিটিশদের সময়ে। তখন ভারতীয় পণ্য ইউরোপের বাজার বলতে গেলে দখল করে নিয়েছিল। ভারতীয় পণ্যের বাজার আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করতে শুরু করেছিল। কিন্তু আজকে সেই স্থানটি দখল করে নিয়েছে চিন। ভারতকে পিছন ফেলে চিন সামনে দিকে এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে। ভারত সেখানে কোনও কিছুই করতে পারছে না। চিনের উন্নতির গতির কাছে ভারত পরাস্ত হতে শুরু করে দিয়েছে এটা না বলে থাকতে পারা যাচ্ছে না। চিন দেশটা যেভাবে বিশ্বের কাছে অতি প্রয়োজনীয় দেশ হিসাবে গৃহীত হতে শুরু করে দিয়েছে বা স্বীকৃতি লাভ করতে শুরু করে দিয়েছে সেখানে ভারতের স্থান কোথায়। বাংলাদেশে পদ্মার সেতু তৈরি করলো চিন দেশের একটি সংস্থা। সেটা কিন্তু ভারতের কোনও সংস্থা তৈরি করতে পারলো না। বলা যেতে পারে সেতু নির্মাণ করতে যে বাজেট দিয়েছিল বাংলাদেশ সরকার সেখানে ভারতের শিল্পপতিরা নারাজ হয়ে থাকতে পারে।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

তিনি সব সময়ে বিজয়ের মুকুট পরে থাকেন। জীবন সত্যকে প্রকাশ করতে হবে। সত্যের মধ্যে শক্তি নিহিত। যার কাছে সত্য রয়েছে তিনি সর্বশক্তির অধিকারী। তিনি সব সময়ে শক্তি ধারন করতে পারেন। মিথ্যাচারের কাছে কোনও শক্তি থাকে না। মিথ্যাচার কেবল শক্তিহীন হয়ে পড়তে শুরু করে।

ভগিনী নিবেদিতা ও তাঁর বাণী

তিনি নির্ভয়ে এগিয়ে যেতে পারেন সামনের দিকে। কাজ করলে তার শুভ ফল পাওয়া যায়। ভালো কাজে ভালো ফল আসবে। খারাপ কাজে খারাপ ফল পাওয়া যাবে। তাই জন্য খারাপ কাজ করলে চলবে না। চাই ভালো কাজ করার মানসিকতা। ভালো কাজের মানসিকতা লোকেরা জগতে বেশি উন্নতি করতে পারে। তিনি মহান হন। তাকে সবাই সম্মান করতে থাকে। তিনি সর্বজনের কাছে প্রিয় হয়ে ওঠেন।

ধূসর পাণ্ডুলিপি এ শহরের ট্রামের

শহরের বুক চিরে আজও তার ঐতিহ্য নিয়ে মাথা উঁচু করে চলছে কলকাতার ট্রাম

কৌশিক দাস

শহরের বুক চিরে আজও তার ঐতিহ্য নিয়ে মাথা উঁচু করে চলছে কলকাতার ট্রাম। বর্তমানে আমরা যখন আধুনিকতার চাদরে মোড়া, তখন প্রাচীন ইতিহাস ও ঐতিহ্যর মেলবন্ধনের সাক্ষী এই ট্রাম। ট্রামের যাত্রা শুরু হয়েছিল ঘোড়ায় টানা বাহন হিসেবে, কালের বিবর্তনে বর্তমানে ট্রাম চলছে বিদ্যুতে। রয়েছে এয়ারকন্ডিশন ও ওয়াইফাই এর মতো অত্যাধুনিক সুবিধাও।

কলকাতায় প্রথম ট্রাম চলেছিল ১৮৭৩ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি। সেই বছরই যাত্রীর অভাবে স্থগিত হয়ে যায় কলকাতায় ট্রামের যাত্রা। পরবর্তীতে ১৮৮০ সালের ২২ ডিসেম্বর লন্ডনে স্ট্রামওয়ে কোম্পানি স্থাপিত হওয়ার পর তারা পুনরায় কলকাতার বুকে ট্রাম নিয়ে আসে। আজও কলকাতার প্রায় দু' হাজার মানুষের যাতায়াতের মাধ্যম এই ট্রাম। এর প্রধান কারণ ট্রামের যসামান্য ভাড়া। কলকাতার ট্রাম দেশের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবহন ব্যবস্থা। এটি দেশের প্রথম ও একমাত্র পরিষেবা প্রদানকারী ট্রাম। এশিয়ার প্রথম বৈদ্যুতিক ট্রাম পরিবহন ব্যবস্থা। প্রথমে ঘোড়ার সাহায্যে ট্রাম চালানো হতো, পরবর্তীকালে ১৯০২ সালে বিদ্যুতের ব্যবহার হয়। কলকাতায় ক্রমবর্ধমান ফ্লাইওভার ও রাস্তা উন্নয়নের কারণে কয়েকটি ট্রামরুট এখন বন্ধ করে দেওয়া হলেও, অবশিষ্ট রুটগুলিকে দ্রুতগতির ট্রাম পরিবহনের উপযুক্ত করে তোলা হচ্ছে। এছাড়া ট্রামকে ঘিরে কলকাতায় একটি বিশেষ পর্যটন আকর্ষণও গড়ে তোলা হয়েছে, যেটি দেশি-বিদেশি পর্যটকদের কাছে বেশ জনপ্রিয়। এখন শহরের ধর্মতলা-গড়িয়াহাট এবং বালিগঞ্জ-টালিগঞ্জ এবং শ্যামবাজার-এসপ্ল্যানেড রুটে ট্রাম চলে। আগামী দিনেও মাত্র চার থেকে পাঁচটি রুটে ট্রাম চলবে। তবে, পর্যটকদের জন্য মূল আকর্ষণ হবে ধর্মতলা থেকে ভিক্টোরিয়া রুট। বিদেশি পর্যটকদের আকর্ষণ কাড়তে ধর্মতলা থেকে ভিক্টোরিয়া পর্যন্ত ট্রাম চালানোর উদ্যোগ নিয়েছে পরিবহণ দফতর। এমনকী ভিক্টোরিয়ার সামনে ট্রামের জন্য ট্যুরিস্ট প্ল্যাটফর্মও তৈরি হচ্ছে। দেড়শো বছরের ট্রামের বিবর্তন শহরবাসীকে দেখানো হবে সাত-আটটি ট্রামের মাধ্যমে। গড়িয়াহাট থেকে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত এই ট্রাম প্যারেড চলবে ২৪-২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। যার নাম দেওয়া হয়েছে 'ট্রামযাত্রা' এটিও পর্যটকদের আকর্ষণ বাড়াতে পারে। কলকাতায় ট্রামের ইতিহাস শুধু পরিবহন ব্যবস্থার ইতিহাস নয়। এর সঙ্গে জুড়ে রয়েছে সংস্কৃতি, সাহিত্য এবং রাজনৈতিক উত্থানপতনের একাধিক ঘটনা। কলকাতায় ট্রাম চালুর এক বছরের মাথায় বম্বেতেও (অধুনা মুম্বই) ট্রাম চলেছিল। তবে সে পাট বম্বে (মুম্বই) চুকিয়েও দিয়েছে প্রায় ষাট বছর হতে চলল। ভারতের প্রধান বাণিজ্য শহরের গতিময় জীবনে নাকি বড় প্রতিবন্ধক ছিল ট্রাম। তা বন্ধ করে দিয়ে শহরের সড়কপথের গতি কেমন বেড়েছে তা ব্যস্ত সময়ে গেলেই টের পাওয়া যাবে। তবে উৎসাহীর সন্ধানী চোখে খুঁজে দেখলে বম্বের বৈদ্যুতিক ট্রামের ইতিহাসের ঝলক দেখা যাবে অধুনা মুম্বই শহরে ' (বম্বে ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই অ্যান্ড ট্রামওয়েজ কোম্পানি লিমিটেড) বাসগুলির নাম। তা দেখে অনেকেই হয়তো আপ্লুত হতে পারেন। তবে ইতিহাস নিয়ে বর্তমানজীবি আর কবেই বা ভেবেছে।১৮৬৭ সালে তদানীন্তন কলকাতা শহরের পুর-প্রশাসনিক ব্যবস্থা ছিল জাস্টিসেস অফ পিস নামে একদল ভারতীয় গণ্যমান্য ব্যক্তির হাতে। উপনিবেশিক সরকার একটি আইন জারি করে কলকাতার 'জাস্টিসেস অফ পিস'কে পরিবহণ পরিকাঠামোর সংস্কার করবার কথাও জানান। জাস্টিসেস অফ পিস কাজ শুরু করলেন বটে কিন্তু 'আধুনিক পরিবহণ' ব্যবস্থা সম্পর্কে সম্যক ধারণা না থাকার ফলে বিশেষ কিছু করে উঠতে পারলেন না। এইবার দায়িত্ব সরাসরি অর্পিত হল বাংলার তদানীন্তন লেফটেন্যান্ট গভর্নর স্যার জর্জ ক্যাম্পবেল ও তার মন্ত্রী পরিষদের উপর। এই ট্রামের পরিকল্পিত উদ্দেশ্য ছিল রেলের মাধ্যমে শিয়ালদহ রেল স্টেশনে আসা মালপত্র স্টেশন থেকে কলকাতার মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় সরবরাহ করা। ১৮৭০ সালের অগস্ট মাসে (২৪ গস্ট) বাংলা সরকার নিযুক্ত কমিটি এর স্বপক্ষে মতামত দিলেন। ক্যাম্পবেল সাহেব কাজে বিশ্বাসী মানুষ। দেরি তার সহ্য হয় না। কাজেই ১৮৭১ সালেই সরকার পরিকল্পনা মঞ্জুর করলেন। তবে কাজ রূপায়িত হতে গড়িয়ে গেল আরও দুই বছর। সরকারের কাছ থেকে ট্রামলাইন পাতবার জন্য প্রথমে বরাদ্দ হয়েছিল প্রায় দেড় লক্ষ টাকা। পরিকল্পনা ছিল এই যে ট্রামলাইন প্রথম পাতা হবে শিয়ালদহ স্টেশন থেকে আর্মেনিয়ান ঘাট পর্যন্ত। তার কারণ আর্মেনিয়ান ঘাটে ছিল তদানীন্তন কলকাতা স্টেশনের টিকিটঘর। অর্থা শিয়ালদহ থেকে হাওড়া পর্যন্ত রেলের মালপত্র পরিবহনের উদ্দেশ্যেই কলকাতা শহরে প্রথম ট্রামের পরিকল্পনা। যদিও প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ উদ্ধৃত করে রাধারমণ মিত্র জানিয়েছেন, যে 'কোথায় মালপত্র নিয়ে যাওয়া? প্রথম দিন থেকেই এ লাইন যাত্রী বহন করেছে।' তার কারণও অবশ্য ছিল। শিয়ালদহ স্টেশন থেকে শুরু হয়ে এই লাইন বৈঠকখানা রোড হয়ে বৌবাজার স্ট্রিট, ডালহৌসি হয়ে স্ট্র্যাণ্ড রোড ধরে এসে আর্মেনিয়ান ঘাটে শেষ হয়েছিল। ভালো করে খেয়াল করলেই দেখব যে এই কিছু দিন আগে পর্যন্ত কলকাতার মূল জীবিকাক্ষেত্র হিসাবে এই অঞ্চলগুলিই পরিচিত ছিল। সরকারও কলকাতার মূল বাণিজ্যকেন্দ্রে মালপত্রের পরিবহণ সহজ করতে ট্রামের ব্যবহারে উসাহী ছিলেন। মেসার্স পারিস অ্যাণ্ড সাউদার কোম্পানিকে তার সত্ত্ব বিক্রি করে দেওয়ার পাঁচ বছর বাদে ১৮৭৮ সালে কলকাতায় আবার ট্রাম চালানোর প্রস্তাব আসে। অনেকগুলি প্রস্তাব এলেও ভাগ্য শিকে ছেঁড়ে সেই মেসার্স পারিস অ্যাণ্ড সাউদার কোম্পানির। অনুমতি পেয়ে তাকে কাজে পরিণত করবার জন্য ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ কোম্পানি নামে একটি সিন্ডিকেট গঠন করা হয়। ১৮৭৯ সালে এই ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ কোম্পানিই আবার মেসার্স পারিস অ্যাণ্ড সাউদার কোম্পানির কাছ থেকে মাইল পিছু হাজার পাউন্ড দামে ১৮৭৩ এ বিক্রি হওয়া ট্রামলাইন ও গাড়ি কিনে নেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার বছরকয়েক পরে ১৯৫১ সালে ট্রাম কোম্পানি জাতীয়করণ হয়। তার আগে পর্যন্ত এই ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ কোম্পানিই কলকাতায় ট্রাম চালানোর প্রশ্নে একচেটিয়া অধিকার ভোগ করে গেছেন। ন্যায়পরায়ণ ব্রিটিশ সরকারের এতে বিশেষ কোন আপত্তির কথা তেমন শোনা যায়নি।২০ অক্টোবর ১৮৭৯ সালে কলকাতা কর্পোরেশনের সঙ্গে ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ কোম্পানির চুক্তি হল। প্রথম পর্যায়ে ট্রাম কোম্পানি কলকাতার আটটি অঞ্চলে ট্রামলাইন পাতবার অনুমতি পেলেন। এই অঞ্চলগুলি হল শিয়ালদহ স্টেশন থেকে বৌবাজার হয়ে ডালহৌসি স্কোয়ার, চৌরঙ্গি রোড (অধুনা জওহরলাল নেহেরু রোড), চিৎপুর রোড (অধুনা রবীন্দ্র সরণী), ধর্মতলা স্ট্রিট (অধুনা লেনিন সরণী), স্ট্রাণ্ড রোড, শ্যামবাজার, খিদিরপুর এবং ওয়েলেসলি স্ট্রিট (অধুনা রফি আহমেদ কিদওয়াই রোড)। চুক্তিতে এও স্থির হল যে কোম্পানি নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে ট্রামের ভাড়া নির্ধারণ করতে পারবে। কর্পোরেশন কিন্তু নিজের লভ্যাংশ ভোলেননি। ঠিক হল যে সিঙ্গল লাইনের জন্য বছরে দু হাজার ও ডবল লাইনের জন্য বছরে তিন হাজার টাকা কর্পোরেশনকে ভাড়া বাবদ দিতে হবে। কুড়ি বছর অন্তর এই ভা।।র হার অন্তত হাজার টাকা করে বা।।তে হবে। ভাড়া না দিতে পারলে কর্পোরেশন লাইন ও ট্রাম কিনে নিতে বা নিলামে চড়াতে পারবেন। একসময় গ্যাসের ট্রাম চালাবার অনুমতি না পাওয়ায় এবং বাষ্পীয় ইঞ্জিনের ইঞ্জিনের গতির সঙ্গে সঙ্গে তাল রাখতে না পেরে এগারো মাসের মধ্যে ছয়টি দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ায় ট্রামের ঘো।।দের চাকরি বজায় রইল বিশ শতকের গোড়া পর্যন্ত। যদিও ১৮৯৬ সালে কিলবার্ণ অ্যান্ড কোম্পানি বিদ্যুৎ ব্যবহার করে ট্রাম চালানোর প্রস্তাব দিয়েছিলেন। ট্রাম কোম্পানির সঙ্গে একটা বোঝাপড়ার চেষ্টাও হয়েছিল। কিন্তু লাভের অংশ নিয়ে বিবাদ দেখা দেওয়ায় শেষ পর্যন্ত কিলবার্ণ কোম্পানি ও কর্পোরেশনের সম্মতি সত্ত্বেও ট্রাম কোম্পানি এই বোঝাপড়াতে রাজি হলেন না। কিলবার্ণ কোম্পানিকে প্রস্তাবের খসড়ায় বেশ কিছুটা বদল করে ট্রাম কোম্পানির কাছে আবার নিয়ে আসতে হয় ১৮৯৯ সালে। ট্রাম কোম্পানির কর্তারা অবশেষে সম্মত হলেন। লাইনে বদল আনা, ট্রাম চালাবার জন্য বিদ্যুতের খুঁটি বসানো ইত্যাদি ঝামেলা মিটিয়ে প্রথম বিদ্যুৎ চালিত ট্রাম চলল ১৯০২ সালের ২৭ মার্চ। ট্রাম কোম্পানির খিদিরপুর রুটে চলল এই ট্রাম। কোম্পানির বাকি রুটগুলিতে তখনও ঘোড়াদের চাকরি যায়নি। সেটা যেতে যেতে আরও আট মাস গড়িয়ে গেল। ১৯০২ সালের ১৯ শে নভেম্বর থেকে পাকাপাকিভাবে কলকাতা শহরের রাস্তায় বৈদ্যুতিক ট্রাম তার মৌরসীপাট্টা জমিয়ে বসল।

যতটা সম্ভব ইউক্রেনকে আমরা সাহায্য করবো ঃ নেটো

নেটোর নেতা স্টোলেনবার্গ বলেছেন, যতটা সম্ভব ইউক্রেনকে আমরা সাহায্য করবো। কিন্তু নেটো সরাসরি ইউক্রেন যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করবে না। নেটোর দায়িত্ব হল ইউক্রেনের যুদ্ধ যেন গোটা ইউরোপে ছড়িয়ে না পড়ে তার দিকে লক্ষ্য রাখা। এদিকে নেটো জোট থেকে বলা হয়েছে রাশিয়ার হাত থেকে স্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরি, বুলগেরিয়া ও রোমানিয়াকে রক্ষা করতে তারা একটি নেটোর মতো সেনা বাহিনী তৈরি করবে। তাদের কাজ হবে রাশিয়ার হাত থেকে তাদের দেশকে রক্ষা করা। প্রয়োজন হলে নেটোর সহযোগিতা নেওয়া হবে। নেটোর অধীনে থাকবে এই জোট সেনারা। স্টোলেনবার্গ বলেছেন, বর্তমানে যত নেটো সেনা রয়েছে তার দ্বিগুণ সেনা মোতায়েন করা হবে। ইউক্রেনের আশপাশে দেশগুলির নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আরও পোক্ত করে তোলার চেষ্টা করছে নেটো বাহিনী। স্টোলেনবার্গ এদিন পরিস্কার করে বলে দিয়েছেন রাশিয়া যদি পরমানু হানা দিতে শুরু করে তাহলে কিন্তু তখন নেটো চুপ করে বসে থাকবে না। তখন নেটো ভাববে কীভাবে পরমানু হামলাকে রুখে দেওয়া যেতে পারে। নেটোকে একেবারে শক্তিহীন বলা যাবে না। রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ করার ইচ্ছা নেটো বাহিনীর নেই। এবং যুদ্ধটা সারা ইউরোপে যাতে ছড়িয়ে না পড়ে তার দিকে লক্ষ্য রেখেই নেটো ইউক্রেন যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেনি। তবে আমেরিকা ইউক্রেনের রাসায়নিক গবেষণাগার রক্ষা করার চেষ্টা নিশ্চয় করবে। তার সেখানে তাদের বিনিয়োগ রয়েছে। এদিকে ক্রেমলিন থেকে বলা হয়েছে যে রাশিয়া যদি তাদের অস্তিত্ব রক্ষা নজর দেয় তাহলে নিশ্চয় পরমানু হামলা করতে পারে। যুদ্ধটা মহাকাশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়তে পারে। রাশিয়া খ ুবই পরিকল্পনা গ্রহণ করেই যুদ্ধের আয়োজন করেছে। রাশিয়া এতদিন ধরে চুপ করে ঘাপটি মেরে বসেছিল। এখন তারা বুঝতে পেরে দিয়েছে ইউক্রেন দখল না করতে পারলে রুশ স্বার্থ ব্যাহত হতে পারে। এদিকে মারিয়ুপোল দখল করতে রাশিয়া শক্তিশালী বোমা ফেলতে শুরু করে দিয়েছে। বহু লোক তাতে হত হচ্ছে। নেটো নেতারা বৈঠক করেছেন। এদিকে চের্নোবিলের পরমানু কেন্দ্রটি একেবারে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। রাশিয়া এখন ইউক্রেন ধ্বংসস্তুপে পরিণত করতে চায়। সেখানে কোনও রকম শহর যাতে গড়ে না উঠতে পারে তার জন্য ধ্বংসলীলা করতে শুরু করে দিয়েছে। ইউক্রেনকে সেনাদের জন্য করিডর তৈরি করতে চাইছে রাশিয়া। এদিকে নেটো বাহিনীর নেতারা বৈঠক করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে রাশিয়া যদি ইউক্রেনকে ধ্বংস করে সেনা নিবাস করতে চায় তাহলে তারা বাধা দেবে। রাশিয়া ইউক্রেনের শক্তিকে বিনাশ করে দিতে চাইছে। এদিকে পোল্যাণ্ড তাদের সেনা শক্তির সংখ্যা বৃদ্ধি করতে শুরু করে দিয়েছে। প্রতিদিন সেখানকার তরুণদের সেনা বিভাগে নিয়োগ করা হচ্ছে। এবং দ্রুত প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। কিয়েনস্কির অসংখ্য লোকেরা পোল্যাণ্ড সেনা বাহিনীতে যোগদান করতে শুরু করে দিয়েছে। ইউক্রেন দখল করে নেওয়ার পর রাশিয়া বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী দেশে পরিণত হবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। নেটোর নেতারা সেই দিকটার কথা ভাবতে শুরু করে দিয়েছে। চিন এবং রাশিয়া যদি ঐক্যবদ্ধ থাকে তাহলে সেখানে আমেরিকার মতো শক্তিধর রাষ্ট্র একেবারে ধূলোর মতো উড়ে যাবে। আমেরিকা তখন শক্তিহীন দেশে পরিণত হবে। নেটোর শক্তি খর্ব হতে থাকবে। এদিকে গোটা ইউরোপ পরিস্কার করে বলে দিয়েছে রাশিয়াকে ইউক্রেনের স্থলভাগ ত্যাগ করতে হবে। ইউক্রেনের স্বাধীনতাকে একেবারে খর্ব করা চলবে না। যুদ্ধ হিংসা বন্ধের আর্জি ভারত থেকে করা হয়েছে। ভৌগলিক অখণ্ডতা, সার্বভৌমত্ব এবং শান্তি বজায় রাখার পক্ষে রয়েছে ভারত। ইউক্রেন পরিস্থিতির কারণে ভারত আমেরিকার সম্পর্ক নষ্ট হবে না। কূটনৈতিক মহল থেকে জানতে পারা গিয়েছে যে আমেরিকা সরাসরি রুশ বিরোধিতা করার জন্য ভারতের ওপরে চাপ সৃষ্টি করতে শুরু করেছে। রাষ্ট্রপুঞ্জে রাশিয়ার আনা প্রস্তাবে ভারত নিরব ছিল। নিরাপত্তা পরিষদের মোট বারোটি দেশ ইউক্রেনবাসীর সঙ্কট নিয়ে আনা মস্কোর প্রস্তাবে ভোটদানে সামিল হয়নি। রশিয়ার সঙ্গে থেকেছে বেলারুশ, সিরিয়া এবং উত্তর কোরিয়া। রাশিয়ার প্রস্তাবে বলা হয়েছে ইউক্রেন বসবাসকারী মানুষেরা যাতে নিরাপদে দেশের বাইরে যেতে পারে। মানবিক সাহায্য যেন তারা পায় তার দিকে লক্ষ্য রাখা।

মানসী কবিতায় রবীন্দ্রনাথ লিখছেন

'অর্ধেক মানবী তুমি অর্ধেক কল্পনা'

ঋষিঃ অমৃতের সন্ধানে।

মৈত্রেয়ীঃএ সব সম্পদ দিয়ে কি লাভ করা যাবে সেই পরম শ্রেয়কে ?

ঋষিঃ সম্ভব নয়।

মৈত্রেয়ীঃ যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাম্ ? (যা আমায় অমৃতত্বে সহায়তা করবেই না, তা আমার কী প্রয়োজন ?) প্রাচীন ভারতীয় নারী জানতেন জীবনের পরম লক্ষ্য কী !

স্মৃতির যুগে কেন নারীর অবনতি হল তার সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ জরুরী, বামৈস্লামিক ইতিহাস বিদগন সেই ইতিহাস সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করেন নি। বিদেশী শক্তির কাছে ভারতীয় সম্পদ কী শুধুই ধন-দৌলত আর মসলা- পাতি ছিল ? অবশ্যই ছিল ভারতীয় নারীর সুললিত দেহটাও। মুসলমানি আগ্রাসনে নারী লুণ্ঠনের ভয়ঙ্কর প্রবণতার জন্য যদি হিন্দু-সমাজপতিরা বাধ্য হয়ে থাকেন নারীকে পর্দানশীন করে রাখতে, তারজন্য হিন্দুধর্মকে এত গালমন্দ করার প্রয়োজন থাকে না। এই পরিবেশের মধ্যে থেকেও হিন্দু-সমাজ যখনই সুযোগ পেয়েছে নারীর যথার্থ রূপ ফুটিয়ে তুলেছে তাই দেখি বাঙ্গালার মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব পদাবলী, মৈমনসিংহ গীতিকায় নারী চরিত্রের অলোক-বন্দন। মুসলমানি অন্ধকার যুগেও যখন সুযোগ ঘটেছে কোথাও কোথাও ঐশী সাধিকার আবির্ভাব সম্ভব হয়েছে ' -কে কেন্দ্র করে। মীরাবাঈ, অহল্যাবাঈ, মুক্তাবাঈ, আক্কা মহাদেবী, রানি ভবানী, খনা, লীলাবতীর মত বিদূষী নারীরা জন্মেছেন ভারতবর্ষে। বর্তমান সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে যেটা অবশ্য দরকার হলো মেয়ে মানুষ থেকে মানুষ হওয়া, দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক নয়, সামনের সারিতে উঠে আসা। মনে করানোর এই সংকল্প নারীকে খাঁচাবন্দী করে রাখার বিরুদ্ধে এই প্রস্তাব। পরিবারে নারীর উন্নতি না হলে পরিবারের উন্নতি হবে না পরিবারের উন্নতি ব্যতিরেকে

সমাজের উন্নতি কিছুতেই সম্ভব নয় সমাজের উন্নতি বিনা জাতির উন্নতি অসম্ভব। যারা ভূমির চাইতে নারীর হাট বেশি বিস্তৃত করতে চান, তারা সাবধান ! বর্তমান কামাতুর -পুরুষ তান্ত্রিক- পৌষাচিক সামাজিক অবস্থান থেকে ভারতীয় নারীকে বাঁচতে সহায়তা করুন তাদের শারীরিক প্রশিক্ষণ দিতে বাবা-মা সহায়তা করুন সর্বত্র ভারতীয় কন্যার মানসিক শক্তি বা।।তে জাতীয়তাবাদীরা এগিয়ে আসুন। -- মানসী কবিতা। শুধু বিধাতার সৃষ্টি নহ তুমি নারী--

পুরুষ গ।ছে তোরে সৌন্দর্য সঞ্চারি
আপন অন্তর হতে। বসি কবিগণ
সোনার উপমাসূত্রে বুনিছে বসন।
সঁপিয়া তোমার 'পরে নূতন মহিমা,
অমর করিছে শিল্পী তোমার প্রতিমা।
কত বর্ণ কত গন্ধ ভূষণ কত-না,
সিন্ধু হতে মুক্তা আসে খনি হতে সোনা, (শেষ)
বসন্তের বন হতে আসে পুষ্পভার,
চরণ রাঙাতে কীট দেয় প্রাণ তার।
লজ্জা দিয়ে, সজ্জা দিয়ে, দিয়ে আবরণ, তোমারে দুর্লভ করি করেছে গোপন।
পড়েছে তোমার 'পরে প্রদীপ্ত বাসনা -- অর্ধেক মানবী তুমি অর্ধেক কল্পনা।

সত্যজিৎ রায় কি জেমস বন্ড দেখতেন ?

১৯৬১ তে টেরেন্স ইয়ং তাঁকে বন্ড বানানোর কথা ভাবলেন সত্যাজিৎ রায়। সব ঠিক ছিল, কিন্তু অসুবিধে একটাই। ভদ্রলোক ঠিক সেক্সি নন। দুইবার অডিশন নেওয়া হল। ফেল করলেন। শেষে প্রডিউসার কাবি ব্রকোলি ভুলটা বুঝতে পারলেন। অডিশন টিমে একজনও মহিলা নেই যে। ডেকে আনা হল তাঁর স্ত্রী ডানাকে। ডানা একবার দেখেই বললেন, এই লোককে যদি সেক্সি না বল, তো সেক্সি শব্দের মানেই বদলে দিতে হবে। কি ভাগ্য !! ডানার কথা মেনে নিলেন সবাই। শুরু হল ড. নো-সিনেমার কাজ। কোনারির ঘড়ি কেনার টাকা নেই। কবি ব্রকোলি নিজের হাতের রোলেক্স খুলে তাঁকে পরিয়ে দিলেন। বাকিটা ইতিহাস। জেমস বন্ড আর রোলেক্স ঘড়ি একে অপরের অল্টার ইগো হয়ে গেল। গল্প এখ ানেই শেষ না। অনেকদিন পরে ১৯৯১ সালে People ম্যাগাজিনে ভোটের নিরিখে Sexiest Man of the Century হলেন এই ভদ্রলোক। ডানা কি তখন মুচকি হেসেছিলেন ? কে জানে ? অনেক পরে যখন বেশ বুড়ো হয়ে গেছেন তখনও দ্য রক ছবিতে তিনি সেই অপরাধী, একমাত্র যে জানে দ্বীপের মত সেই কারাগারে ঢোকার গোপন পথ। নেম অফ রোজ ছবিতে তিনিই গোয়েন্দা উইলিয়াম অফ বাস্কারভিল। লিগ অফ এক্সট্রা অরডিনারি জেনটেলমেন-এ অ্যালেন কোয়াটারমেন, আনটাচেবলস এর সেই পুলিশ অফিসার মালোন, আর এন্ট্র্যাপমেন্টে বিখ্যাত চোর রবার্ট ম্যাকডুগাল, মার্নিতে তিনিই আবার দুরন্ত প্রেমিক। তবে আমার সবচেয়ে প্রিয় ইন্ডিয়ানা জোনসের বাবার ভূমিকায় তার অভিনয়। একেবারে ভোলাভালা ছাতাহাতে মানুষটাকে দেখে চেনাই যায় না যেন, যতক্ষণ না... যতক্ষণ না শত্রুর প্লেন সাগর তীরে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে আসে তাদের দিকে ধেয়ে। ইন্ডিয়ানা নিজেও বুঝতে পারেন না কি করবেন। ঠিক এইখানে কোনারি শুধু ছাতার সাহায্য যেভাবে বিমানদের ধ্বংস করেন তা জেমস বন্ড ছাড়া কারও পক্ষে সম্ভব না। (শেষ)

নদীয়ায় সকল ব্লকে বিজেপির অবস্থান বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন কর্মসূচী

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ৪ সেপ্টেম্বর ঃ কলকাতার আরজিকর-এর নৃশংস ঘটনায় সারা রাজ্যের পাশাপাশি বুধবার নদীয়া জেলা জুড়ে সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক দপ্তরে অবস্থান-বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন কর্মসূচি পালন করে বিজেপি। এদিন নবদ্বীপ মহেশগঞ্জ, কৃষ্ণনগর, শান্তিপুর ফুলিয়া, সহ জেলার বিভিন্ন সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক দপ্তরে অবস্থান-বিক্ষভ ও ডেপিটেশন কর্মসূচি পালন করে বিজেপির তরফে। অবস্থান বিক্ষোভের মধ্য দিয়ে বিজেপি কর্মী সমর্থকদের দাবি, আরজি করে নারকীয় ঘটনায় শুধু একজন নয় একাধিক ব্যক্তি জড়িত রয়েছে। প্রথম থেকেই তদন্তের নথি লোপাট করছে রাজ্য পুলিশ, সেই কারণে সিবিআই এর তদন্ত করতে অনেকটাই অসুবিধার মুখে পড়তে হচ্ছে। রাজ্য পুলিশ যদি সহযোগিতা করত তাহলে এতদিনে এই ঘটনার মূল দোষীরা ধরা পড়তো এবং তারা শাস্তিও পেতো। আর নতুন করে যে আইন পাস করার চেষ্টা করছে তৃণমূল সেই আইন আগেই ছিল। তৃণমূলের নেতা নেতৃত্বের আড়াল করার জন্যই এই আইন পাস করার চেষ্টা করছে রাজ্য সরকার। নদীয়ার শান্তিপুর ফুলিয়ায় বিজেপির এই বিক্ষোভ কর্মসূচী চলে প্রায় ঘন্টাখানেক সময় ধরে, পরে তারা বিডিও কে একটি ডেপুটেশন জমা দেয়। একই ছবি দেখা যায় নদীয়ার কৃষ্ণনগরের রোড স্টেশন এলাকার বিডিও অফিসেও। কয়েক ধাপ এগিয়ে নবদ্বীপে বিজেপির তরফে বেলা আনুমানিক একটায় শুরু করে নবদ্বীপ ব্লকের মহেশগঞ্জ বিডিও অফিসের সামনে বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন কর্মসূচি যা চলে টানা বিকেল প্রায় চারটে পর্যন্ত। আর একইভাবে নবদ্বীপের বিডিওর কাছে বিজেপির তরফে একটি ডেপুটেশন দেওয়া হয়, বিজেপির তরফে, বিজেপির নদীয়া দক্ষিনের সাধারণ সম্পাদিকা অর্পণা নন্দী জানান, রাজ্য জুড়ে দলের নির্দেশে এই কর্মসূচি পালিত হলো, আমরা বিডিও সাহেবকে আমাদের দাবী জানিয়েছি তিনিও আশ্বাস দিয়েছেন আমাদের দাবীর কথা ও ডেপুটেশন এর কপি তার উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠাবেন, তিনি আরও জানান আজ আমরা যেমন তিলোত্তমার বিচার সহ আমাদের যে দাবী, দফা এক দাবী এক মূখ্য মন্ত্রীর পদত্যাগ এর দাবী রেখেছি এছাড়াও আরও বহু বিষয়ে তার কাছে অভিযোগ জানিয়েছি, এদিন মোট ১২ দফা দাবী নিয়েই আমরা ডেপুটেশন দিয়েছি, যেখানে আবাস যোজনা থেকে শুরু করে সকল সরকারি প্রকল্পে শাসক দল যে ভাবে স্বজনপোষণ করছে, তারও বিরুদ্ধে আমরা ডেপুটেশন দিয়েছি, পাশাপাশি তিনি আরও বলেন আমাদের দাবী পুরন না হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের পথে আমরা হাঁটবো। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির জেলা, রাজ্য সহ নবদ্বীপ বিধান সভা এলাকার একাধিক নেতৃত্ব ও অসংখ্য কর্মীসমর্থক।

'গ্রেট কালচারে'র অভিযোগ উঠল উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৪ সেপ্টেম্বর ঃ এবার 'গ্রেট কালচারে'র অভিযোগ উঠল উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালেও। পড়ুয়াদের একাংশের অভিযোগ, এই কলেজেরই পড়ুয়াদের কেউ কেউ দেখে নেওয়ার হুমকি, এমনকি প্রাণে মারার হুমকিও দিচ্ছেন। এই ঘটনার প্রতিবাদে বুধবার কলেজ অধ্যক্ষ ও রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান গৌতম দেবকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখিয়ে স্মারকলিপি দিল রেসিডেন্ট ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন। অভিযোগ উঠেছে, কলেজের এক অধ্যাপক চিকিৎসকও এই থ্রেট কালচার গ্রুপে যুক্ত রয়েছেন। অবিলম্বে কলেজ কাউন্সিলের বৈঠক ডেকে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপের দাবি তোলা হয়েছে। পাশাপাশি, আরজি কর কাণ্ডে চর্চায় আসা চিকিৎসক অভীক দে'কে এই কলেজে ঢোকা নিষিদ্ধ করার দাবিও তোলা হয়েছে। মেডিকেল কলেজের একজন সিনিয়ার ডাক্তার এবং এক জুনিয়ার ডাক্তারেরও নাম রয়েছে।

অবরোধ টোটো চালকদের

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৪ সেপ্টেম্বর ঃ টোটো অভিযোগ চালকদের। জলপাইগুড়ি শহরের পোস্ট অফিস মোড় অবরোধ টোটো চালকদের। জলপাইগুড়ি শহরে টোটো নিয়ন্ত্রণে ময়দানে পুরসভা এবং পুলিশ। গ্রামের টোটো শহরে ঢুকতে মানা। চরম হয়রানি টোটো অভিযোগ চালকদের। জলপাইগুড়ি শহরের পোস্ট অফিস মোড় অবরোধ টোটো চালকদের। ঘটনার স্থানে পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চ্যাটার্জি। গ্রামের টোটো শহরে ঢুকতে মানা। ইতিমধ্যেই জলপাইগুড়ি পুরসভার পক্ষ থেকে উপনিষ্ঠ করার পাশাপাশি টিন নাম্বার দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। টোটো চালকদের অভিযোগ কুপন পাচ্ছেন না তারা পাচ্ছেন না টিন নাম্বার। ফলে শহরে প্রবেশে বাধা পুরো কর্তৃপক্ষ এবং পুলিশের। চরম হয়রানির অভিযোগে পথ অবরোধ টোটো চালকদের। অপরদিকে জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের গরাল বাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার টোটো চালকরা শহরের মানুষজনকে গ্রামে ঢুকতে বাধা। গড়ালবাড়ি হাই স্কুল সংলগ্ন এলাকায় তীব্র যানজট। চরম হয়রানির শিকার সাধারণ মানুষ থেকে নিত্যযাত্রীরা।

পঃ বঃ সরকারের ভূমিদপ্তরের 1000-15/22/2024 নং 27.02.2024 তারিখের আদেশমূলে আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এই মর্মে বিজ্ঞাপিত হইতেছে যে, শ্রীমতি যমুনা দেবী স্বামী ভগবানবিন্দ ঠিকানা পুরানো স্টেশন, কোয়ার্টার নং 286/1 থানা - আসানসোল (দক্ষিণ) জেলা - পশ্চিম বর্ধমান গত ইংরাজী 12/03/2024 তারিখে 2028 দলিলমূলে (ADSR রেজিস্ট্রিঅফিস) শ্রী সঞ্জিত মল্লিক পিতা স্বর্গীয় বিভূতি মল্লিক, ঠিকানা নরসিং বাঁধ, বার্ণপুর, থানা হিরাপুর, জেলা পশ্চিম বর্ধমান কর্তৃক সম্পাদিত 4238 নং আমমোক্তারনামা 2022 A.D.S.R রেজিস্ট্রি অফিস মারফত পশ্চিম বর্ধমান জেলার নিম্ন তপশীল বর্ণিত জমি ক্রয় করিয়াছে এবং M/N/2024/2305/10622 নং মিউটেশন কেসে নামপত্তনের জন্য আবেদন করিয়াছে। এই নিম্ন তপশীলভুক্ত সম্পত্তির নামপত্তনে এই মর্মে সংশ্লিষ্ট কারোর আপত্তি থাকলে আগামী একমাসের মধ্যে এস.ডি.এল এন্ড এল.আর.ও (ই.পি-১) অফিসে সংশ্লিষ্ট রাজস্ব আধিকারিকের নিকট উপযুক্ত তথ্য সহ আপত্তি জমা দিতে অনুরোধ করা হইতেছে, অন্যথায় উপরোক্ত মিউটেশন কেসটির আইন মোতাবেক নিস্পত্তি হইবে।

তপশীল
ব্লক - উপ-বিভাগীয় ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক করণ
মৌজা- কোটালডিহি
জে.এল নং 38
দাগ নং -144
রায়তের নাম - দিগবিজয় মল্লিক এবং বিভূতি মল্লিক
খতিয়ান - 965 এবং 966

OFFICE OF THE SAHAPUR GRAM PANCHAYAT
P.O:BELKULAI, PS.-PANCHLA, Dist: HOWRAH
NOTICE INVITING e-TENDER No-1) 149/SGP/2024-25, 2) 150/SGP/2024-25
For and on behalf of the Pradhan, Sahapur Gram Panchayat invites sealed tender for 13 (Thirteen) Nos. different works. Last date of Submission of Tender **12.09.2024 at 15.30 Hrs.** Time & Date for opening of Technical Bids on **14.09.2024 at 16.00 Hrs.** For details visit GP office of any working days or visit website: **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Sahapur Gram Panchayat

E-Tender Notice
e-Tenders are invited for repairing works under 15th FC & 5th SFC fund in **N.I.e.T. No-10/EO/HPS/2024-25**. Documents and other details is available in the website **tenders.gov.in**. The last date of submission for all the tenders are up to **14.00 hours** on dated **13/09/2024** respectively. Further, contact with the office of the undersigned for any quarries in the office hours.
Sd/- Executive Officer
Hariharpara Panchayat Samiti
Hariharpara, Murshidabad

রাস্তার উপর টায়ার জ্বালিয়ে ব্লকের মূল গেটের সামনে বিক্ষোভ বিজেপির

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ৪ সেপ্টেম্বর ঃ রাস্তার উপর টায়ার জ্বালিয়ে ব্লকের মূল গেটের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে বিজেপির কর্মী সমর্থকরা রাজ্যের মহিলাদের উপর ক্রমাগত অত্যাচার এবং আরজিকর হাসপাতালে নির্যাতিতার বিচারের দাবিতে পূর্ব মেদিনীপুরের পাঁশকুড়া এক নম্বর ব্লকে ধর্ণা অবস্থান করল বিজেপি। পাঁশকুড়া পিডব্লিউডি মাঠ থেকে বিজেপি কর্মী সমর্থকরা মিছিল করে এসে ব্লক অফিস ঘেরাও করে এবং সেখানে অবস্থান ও ধর্না দেয় তারা। তবে পাঁশকুড়ার বিশাল পুলিশ বাহিনী ব্যারিকেড করে আগলে রাখে ব্লক অফিসের মূল গেট। তবে বাঁশের ব্যারিকেট ভাঙ্গার চেষ্টা করে উত্তপ্ত বিজেপির কর্মী সমর্থকরা। পাশাপাশি ব্লকের মূল গেটের সামনে রাজ্য সড়কের ওপর টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখায় তাঁরা। তারপর মূল গেটের সামনেই বিক্ষোভ দেখাতে থাকে বিজেপির কর্মী সমর্থকরা। পাশাপাশি গিটার, ঢোল নিয়ে গানের সুরে প্রতিবাদ জানায় প্রতিবাদী শিল্পীরা।

সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের করণ
নামখানা ব্লক
ঠিকানা - সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক্করণ, পোস্ট - নামখানা, গ্রাম - নামখানা , পিন - ৭৪৩৩৫৭
স্মারক সংখ্যা - ১৬৬০ তারিখ - ০৪।০৯।২৪
আশা কর্মী নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি
রাজ্য মিশন অধিকর্তা, জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশনের ২৭০৬২০১২ তারিখের পত্র নং HFW/NRHM/-20/2006/(Part II)/ 1631 এর আদেশনামা, প্রধান সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতির পত্র নং HFW-27011/216/2018-NHM SEC-Dept. Of H& FW/Pt.(1)/679, তারিখ ২০.০২.২০২৩ এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মাননীয় জেলাশাসক মহাশয়ের করণের (স্বাস্থ্য বিভাগ) ১৬.০৮.২০২৪ তারিখের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী (পত্র নং- 79(5)/H/S-24 Pgs/2024 তারিখ 16/08/2024), দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কাকদ্বীপ মহকুমার নামখানা ব্লকের ৬ টি শূন্য পদে আশা কর্মী নিয়োগ করার উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট পরিষেবা প্রদান এলাকার বসবাসকারী যোগ্য মহিলা প্রার্থীদের কাছ থেকে আবেদনপত্র আহ্বান করা হচ্ছে। বিশদে জানতে নামখানা ব্লকের অধীনস্থ বুধাখালি, নারায়ণপুর, শিবরামপুর এবং মৌসুনি গ্রাম পঞ্চয়েত কার্যালয়ে ও নামখানা বি.ডি.ও অফিসে যোগাযোগ করুন। প্রয়োজনে জেলা (website:https://s24pgs.gov.in/) দেখুন। আবেদনপত্র জমা দেওয়ার স্থানঃ নামখানা বি.ডি.ও অফিস। আবেদনপত্র জমা দেওয়ার তারিখঃ ০৫.০৯.২০২৪ থেকে ০৪.১০.২০২৪ পর্যন্ত। সময় ঃ সকাল ১১.০০ থেকে বিকাল ০৪.০০ পর্যন্ত (ছুটির দিন ব্যতীত)।
সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক
নামখানা ব্লক

পূর্ব রেলওয়ে
সংক্ষিপ্ত টেন্ডার নোটিস নং. এইচডব্লুএইচ-IV-০২-২৪-২৫ (ওপেন), তারিখ ০২.০৯.২০২৪। ডেপুটি চিফ ইঞ্জিনিয়ার/কন/IV/পূর্ব রেলওয়ে/ হাওড়া, ৩৭১, তেলকলঘাট রোড (২য় তল), রেল মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের ই-টেন্ডারিং-এর জন্য সিল করা টেন্ডার নোটিস আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **কাজের নাম ঃ** পূর্ব রেলওয়েতে (i) খানা-সাঁইথিয়া ৪র্থ লাইন (৮৪.১০ কিমি), (ii) মশাগ্রাম ফ্লাইওভার (৫ কিমি), (iii) কাটোয়া বাইপাস যা বর্ধমান - কাটোয়া সিঙ্গল লাইনকে কাটোয়া - আজিমগঞ্জ লাইন (১০ কিমি)-এর সঙ্গে যুক্ত করবে এবং (iv) খানা জংশন বর্ধমান মেন লাইন-এর তালিত স্টেশনের সঙ্গে বর্ধমান-কাটোয়া সিঙ্গল লাইনের সংযোগকারী বর্ধমান বাইপাস (১০ কিমি) প্রভৃতি ৪র্থ লাইন/ ফ্লাইওভার লাইন / বাইপাস লাইন নির্মাণের জন্য রেলওয়ে বোর্ডের নির্দেশিকা অনুসারে ডিপিআর প্রস্তুতি সমেত চূড়ান্ত স্থান সমীক্ষার কাজ, যেটি করতে আধুনিক সমীক্ষা প্রযুক্তিসমূহ যথা রেলওয়ের লিনিয়ার প্রোজেক্টের জন্য বায়ুবাহিত বা ভূমিগামী এলআইডিএআর এবং / বা ড্রোন ফোটগ্রামেট্রির ব্যবহার, জিওটেকনিক্যাল অনুসন্ধান, সিগন্যালিং-এর কাজ, বৈদ্যুতিক কাজ এবং পরিচালনার কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,৮৪,৭৩,৪৬৬.৬০ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ২,৪২,৪০০.০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** প্রযোজ্য নয়। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ০৯ (নয়) মাস। **বন্ধের তারিখ ঃ** ২০.০৯.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২ টা। টেন্ডার নথি ও অন্যান্য বিশদ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে টেন্ডার দরপ্রস্তাব দাখিল করতে হবে। এই টেন্ডারের পরিপ্রেক্ষিতে হাতেহাতে দরপ্রস্তাব দাখিল অনুমোদিত নয় এবং এই রূপ হাতেহাতে দাখিল করা প্রস্তাব গৃহীত হলেও, গ্রাহ্য হবে না এবং সরাসরি বাতিল বলে গণ্য করা হবে।
HWH-264/2024-25
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

পঃ বঃ সরকারের ভূমিদপ্তরের 1000-15/22/2024 নং 27.02.2024 তারিখের আদেশমূলে আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এই মর্মে বিজ্ঞাপিত হইতেছে যে, শ্রীমতি সানু পাল স্বামী রামঅওতার পাল ঠিকানা 1নং মহিশীলা কলোনী থানা - আসানসোল জেলা - পশ্চিম বর্ধমান গত ইংরাজী 01/04/2024 তারিখে 2507 দলিলমূলে (ADSR রেজিস্ট্রিঅফিস) শ্রী উজ্জ্বল মন্ডল পিতা জিতেন্দ্র নাথ মন্ডল, ঠিকানা মহিশীলা গ্রাম থানা-আসানসোল (দক্ষিণ), জেলা পশ্চিম বর্ধমান কর্তৃক সম্পাদিত 6829 নং আমমোক্তারনামা 2021 A.D.S.R রেজিস্ট্রী অফিস মারফত পশ্চিম বর্ধমান জেলার নিম্ন তপশীল বর্ণিত জমি ক্রয় করিয়াছে এবং M/N/2024/2305/10621 নং মিউটেশন কেসে নামপত্তনের জন্য আবেদন করিয়াছে। এই নিম্ন তপশীলভুক্ত সম্পত্তির নামপত্তনে এই মর্মে সংশ্লিষ্ট কারোর আপত্তি থাকলে আগামী একমাসের মধ্যে এস.ডি.এল এন্ড এল.আর.ও (ই.পি-১) অফিসে সংশ্লিষ্ট রাজস্ব আধিকারিকের নিকট উপযুক্ত তথ্য সহ আপত্তি জমা দিতে অনুরোধ করা হইতেছে, অন্যথায় উপরোক্ত মিউটেশন কেসটির আইন মোতাবেক নিস্পত্তি হইবে।

তপশীল
ব্লক - উপ-বিভাগীয় ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক করণ
মৌজা- মহিশীলা
জে.এল নং 37
দাগ নং -2772
রায়তের নাম - ভগীরথ রানা
খতিয়ান - 3825

পূর্ব রেলওয়ে
ওপেন টেন্ডার নোটিস নং. ঃ এমসি-৬০-এএমসি-ইওটি-ইপিএম- এইচডব্লুএইচ-২৪, তারিখ ঃ ০২.০৯.২০২৪। সিনিয়র ডিভিসনাল মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার (সিএইচজি. অ্যান্ড টি/এস) পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **কাজের নাম ঃ** ৩ বছরের মেয়াদের জন্য হাওড়া ডিভিসনের মেকানিকাল (সি অ্যান্ড ডব্লু) বিভাগের অধীনে ইওটি ক্রেনসমূহ এবং বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম রক্ষণাবেক্ষণের কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,৭৫,০৪,২১১.৩৭ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ২,৩৭,৫০০.০০ টাকা। **চুক্তির মেয়াদ ঃ** কাজ শুরুর তারিখ থেকে ৩৬ মাস। **দরপ্রস্তাব প্রদান বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৪.০৯.২০২৪ তারিখ দুপুর ২টো পর্যন্ত। **অনলাইনে টেন্ডার দাখিলের জন্য ওয়েবসাইটের বিবরণ ঃ www.ireps.gov.in**
HWH-263/2024-25
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

জামালপুরে সমবায় নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী তৃণমূল

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ৪ সেপ্টেম্বর ঃ আরজিকর ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য সরকার তথা তৃণমূল কংগ্রেসকে চাপে রাখতে চাইছে বিরোধী দলগুলি। তারা একাধিক কর্মসূচী নিচ্ছে। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে যে সমস্ত সমবায় গুলিতে ভোট হচ্ছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে বেশিরভাগ জায়গায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করছে তৃণমূল কংগ্রেস। পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরের বেড়ুগ্রাম পঞ্চায়েতের মাঠনসিপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির নির্বাচনে বুধবার বিকাল ৩ টা পর্যন্ত ছিল মনোনয়ন জমা দেবার তারিখ ও সময়। কিন্তু দেখা যায় ওই সময়ের মধ্যেই শুধুমাত্র তৃণমূল কংগ্রেসের ১০ জন সদস্য নমিনেশন জমা দেন। অন্য কোনো রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে কোনো নমিনেশন জমা পড়ে নি। তাই এই সমবায় সমিতি নির্বাচনে ওয়াকওভার পায় তৃণমূল কংগ্রেস। মনোনয়ন জমা দেবার সময় উপস্থিত ছিলেন ব্লকের সভাপতি মেহেমুদ খান, কার্যকরী সভাপতি ভূতনাথ মালিক, অঞ্চল সভাপতি সাহাবুদ্দিন শেখ সহ অন্যান্যরা। ৩ টের পর মনোনয়ন দেওয়া সকল সদস্যদের ফুলের মালা পরিয়ে বরণ করে নেন ব্লক সভাপতি সহ অন্যান্যরা। মেহেমুদ খান বলেন, এই সমবায়ের সদস্যরা সর্বদাই কৃষি ও কৃষকের স্বার্থে কাজ করবে। তিনি আরো বলেন, বিরোধীদের এখানে কোনো অস্তিত্বই নেই। যতই তারা রাজনীতি করা ও সরকারের বদনাম করার চেষ্টা করুক লাভের লাভ কিছুই হবে না।

চোর ধরতে পেয়ারা বাগানে, বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে মৃত্যু একই পরিবারের তিনজনের

দুরন্ত বার্তা, মগরাহাট, ৪ সেপ্টেম্বর ঃ চোর ধরতে অভিনব উপায়। এবার চোর ধরতে পেয়ারা বাগানে তামার তারে বৈদ্যুতিক সংযোগ করে রেখেছিলেন। আর সেটাই কাল হল! নিজেদের লাগানো তারে নিজেদের মৃত্যু ঘটলো। নিজেদের লাগানো তারে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে একই পরিবারের ৩ জনের। মঙ্গলবার বিকালে ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার মগরাহাট থানার ধামুয়া উত্তর গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধববাটীর দুর্লভপুরে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, মৃতরা হলেন এক দম্পতি ও তাঁদের ২৭ বছরের পুত্র। নাম জগদীশ বিশ্বাস (৫৪), স্ত্রী শান্তি বিশ্বাস (৫০) এবং ২৭ বছরের মানবেশ বিশ্বাস। এ দিন সকাল থেকেই খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না বিশ্বাস পরিবারের কারোরই। শুরু হয় খোঁজাখুঁজি। সারাদিন খোঁজার পরে এদিন বিকালে বাড়ির পাশের পেয়ারা বাগানে তিন জনের নিথর দেহ পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে চলে আসে মগরাহাট থানার পুলিশ। ঘটনার তদন্তে তৎক্ষণা ওই এলাকায় যান ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (জোনাল) মিতুন কুমার দে। এদিন ঘটনাস্থল পরিদর্শনের সময় তাঁর নজরে আসে তামার ওই বিদ্যুতের তার। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান বিদ্যুৎবাহী ওই তামার তারে প্রথমে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন এক জন। তাঁকে বাঁচাতে গিয়েই বাকি দুজনের মৃত্যু হয়। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে মগরাহাট থানার পুলিশ। তিনটি দেহ বুধবার ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে তদন্ত শুরু করেছে মগরাহাট থানার পুলিশ।

মাদারিহাটে হাতির আক্রমণে যুবকের মৃত্যু

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ৪ সেপ্টেম্বর ঃ আলিপুরদুয়ারের জেলার মাদারিহাটে বন্য হাতির আক্রমণে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। নিহত যুবকের নাম কিশোর ওরাওঁ। তিনি মাদারিহাটের ধুমসিপাড়া চা বাগানের বাসিন্দা ছিলেন। সূত্রের খবর, কাজের জন্য মুজনাই চা বাগানের ভিতরে গিয়েছিল ওই কিশোর। সেখান থেকে ফেরার সময় হাতিটি তাঁদের ওপর হামলা চালায়। এতে ঘটনাস্থলেই ওই কিশোরের মৃত্যু হয়। ঘটনার খবর পেয়ে মাদারিহাট থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য আলিপুরদুয়ার হাসপাতালে পাঠায়।

কোতুলপুরে পাচারের আগে উদ্ধার কাঠ ভর্তি লরি

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ৪ সেপ্টেম্বর ঃ অবৈধভাবে কাঠ পাচার করতে গিয়ে পুলিশের জালে ধরা পড়লো কাঠ ভর্তি তিনটি লরি। বিশেষ সূত্রে খবর পেয়ে কোতুলপুর থানার জলিঠা মোড় সংলগ্ন এলাকায় হানা দিয়ে কাঠ বোঝাই বেশ কয়েকটি লরি আটক করল বন দফতর। এই ঘটনায় আটক করা হয়েছে বিপুল পরিমাণ কাঠ। কোথা থেকে এই অবৈধ কাঠ কোথায় পাচার করা হচ্ছিল তা খতিয়ে দেখছে বন দফতর। উল্লেখ্য, বন বিভাগের নিয়ম অনুযায়ী প্রতি বছর ১৫ জুলাই থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর কোনরকম গাছ কাটার অনুমতি নেই। কিন্তু এসময় গাছ কেটে অন্যত্র পাচার করা হচ্ছিল বেশ কয়েক লরি কাঠ। মঙ্গলবার বিশেষ সূত্রে সে খবর পেয়ে বন বিভাগের আধিকারিকরা জয়পুর ও কোতুলপুর থানার পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে হানা দেন জলিঠা মোশ সংলগ্ন এলাকায়। সেখানে আটক করা হয় কাঠবোঝাই ২ টি ১৪ চাকার ও ১ টি ১২ চাকার লরি। কাঠ পাচারের কাজে ব্যবহৃত একটি ট্রাক্টরও ঘটনাস্থল থেকে আটক করে বন দফতর। বন দফতরের ধারণা নিষেধ থাকা সত্ত্বেও ছোট ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে বিনা অনুমতিতে কাটা গাছ কম দামে কিনে অন্যত্র পাচার করা হচ্ছিল। বিষয়টি খতিয়ে দেখছে বন দফতর।

কাউন্সিলরদের অফিস ধুলিয়ান পৌরসভা
ধুলিয়ান মেইন রোড, পো-ধুলিয়ান, থানা-সামশেরগঞ্জ, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪৪২০৯ (প.ব.)
ই-মেইলঃ Dhuliyanmunicipality@gmail.com। চেয়ারম্যান- +৯১ ৯৭৩৩০৫৪৩৩৩
স্মারক সংখ্যা- ২৩১০ / ডি.ম তারিখ-৩০.০৮.২০২৪
বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা সকল ধুলিয়ান পৌরবাসীকে জানানো যাচ্ছে যে মাথায় মল বহনের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করেন এই ধরনের ব্যক্তিদের নিয়ে আগামী **২ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ থেকে ১০ সেপ্টেম্বর**, ২০২৪ পর্যন্ত একটি সমীক্ষা করা হবে। উক্ত সমীক্ষাটি ধুলিয়ান পৌরসভার সমস্ত ওয়ার্ডে পৌরসভার প্রতিনিধি দল বাড়ি বাড়ি গিয়ে পর্যবেক্ষনের মাধ্যমে সম্পন্ন করবেন। এই সমীক্ষাটি মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের ২০.১০.২০২৩ তারিখের আদেশ এবং এম.এস অ্যাক্ট, ২০১৩ আদেশানুসারে সম্পন্ন করা হবে।
এই উক্ত সমীক্ষাটি সুষ্ঠভাবে সুসম্পন্ন করবার জন্য আপনাদের সহযোগীতা একান্তভাবে কাম্য।
আদেশানুসারে,
পৌরকর্তৃপক্ষ,
ধুলিয়ান পৌরসভা

NAITY GRAM PANCHAYAT
Chanditala Block-II, Dist.-Hooghly
Notice inviting Tender no: NIT NO: 366/NGP/2024, dated: 03/09/2024 & NIT NO: 367/NGP/2024, dated: 04/09/2024 for Execution work is being invited by the PRODHAN, Naity Gram Panchayat. Date of application: FROM **04/09/2024**. Last date of submission of Tender: **11/09/2024.** Date of Opening of Tender: **13/09/2024**. Details will be available at the office of the Naity Gram Panchayat.
Sd/- Pradhan
Naity Gram Panchayat

SWASTIK PLYWOOD LIMITED
CIN : L20291WB1985PLC038657
Registered Office: Shyam Tower, Plot No. DH6/11, Premises No. 03-319, Action Area-ID, New Town, Kolkata Parganas North WB 700156
Tel: + 91 33 4007 4007 ; Email ID: compliance@swastikplywood.net
NOTICE
Notice is hereby given that
1. The **Thirty-Ninth Annual General Meeting ('AGM')** of the members of Swastik Plywood Limited ('the Company') will be held on Thursday, 26th September, 2024 at 12:30 p.m. (IST) at Shyam Tower, 03-319, DH 6/11, Street No. 319, Action Area-ID, New Town, Kolkata, 700156 to transact the Ordinary and Special Business, as set, out in the Notice of the Thirty-Ninth AGM ('Notice') dated 26th September, 2024.
2. The Notice of the AGM and the Annual Report of the Company for the financial year 2023-24 ('Annual Report') have been sent by electronic mode to those Members whose e-mail IDs are registered with the Company/Registrar & Transfer Agent/Depositories and by Post to the remaining members. The Notice of the AGM and the Annual Report are also available on the website of the Company at www.swastikplywood.net, website of the Stock Exchange i.e. CSE limited at www.cse-india.com and on the website of CDSL at www.evotingindia.com. The Members desirous of obtaining the hard copy of the Annual Report may send request from (their registered e-mail address mentioning their name,DP ID and Client ID / folio number and PAN at compliance@swastikplywood.net.
3. The dispatch of the Notice along with the Annual Report has been completed on Wednesday, 4th September, 2024, through electronic and postal mode.
4. Pursuant to Regulations of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Listing Regulations and Section 108 of the Companies Act, 2013 ('The Act') read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, the Company is pleased to provide its Members the facility to exercise their right to vote on the items of business to be transacted at the AGM by electronic means through the e-voting system provided by CDSL.Members holding shares as on the cut-off date i.e. Thursday, 19th September, 2024 can avail the facility to cast their vote on the resolutions proposed to be passed at the AGM, either through:
 - Remote e-voting (i.e. the facility of casting vote by a Member using an electronic voting system from a place other than venue of AGM);
 - Electronic voting during the AGM.
5. The remote e-voting period commences on Monday, 23rd September, 2024 at 9:00 a.m. (IST) and ends on Wednesday, 25th September, 2024 at 5:00 p.m. (IST).
6. In case a person has become the Member of the Company after the dispatch of the Notice but on or before the cut-off date i.e.Thursday, 19th September, 2024, he/she may call on 1800225533 or send an e-mail request to CDSL on the e-mail id: helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL) Central Depository Services (India) Limited, at A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, NM Joshi Marg, Lower Parel, Mumbai 400013 requesting for the User ID and Password. Members may also send an e-mail request to the Company at compliance@swastikplywood.net. However,if a Member is already registered with CDSL for remote e-voting, then he/she can use his/her existing User ID and Password for casting the votes.
7. Members are requested to note that:
 - The remote e-voting module shall be disabled for e-voting after 5:00 p.m. (IST) on Wednesday, 25th September, 2024;
 - Once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently;
 - Facility for electronic voting will be made available to the Members during the AGM as well;
 - The Members who have cast their vote(s) through remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to vote again during the AGM; and
 - A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date i.e. Thursday, 19th September, 2024 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting during the AGM.
8. The procedure for remote e-voting is available in the Notice, In case of any query/grievance relating to e-voting, please refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of helpdesk.evoting@cdslindia.com or write to CDSL at the e-mail ID/ address mentioned in point 6 above or call on 1800 21 09911. Alternatively, Members may also write to the Company at the e-mail id: compliance@swastikplywood.net.

For **Swastik Plywood Limited**
Sd/-
Suraj Kumar Sinha
Company Secretary
ACS-64409
Place: Kolkata
Date: 04 September, 2024

আর.কে.ওয়্যার প্রোডাক্টস্ লিমিটেড
রেজি. অফিসঃ ইউনিট নং. ১৫০৭, ১৫ তলা, টাওয়ার ১, থানা-শ্রীজন, কর্পোরেট পার্ক, ব্লক ইপি এবং জিপি, সেক্টর-৫, সল্ট লেক, কলকাতা-৭০০০৯১
ইমেল আইডিঃ info@rkwire.com
সিআইএন নং.ঃ এল১৭২৩৩ডব্লু১৯৮৩পিএলসে০৩৬৯৪৮
৪১তম বার্ষিক সাধারণ সভা, ই ভোটিং এবং বই বন্ধের বিজ্ঞপ্তি
আর.কে. ওয়্যার প্রোডাক্টস্ লিমিটেড (''কোম্পানি'') এর সদস্যদের এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে কোম্পানির ৪১তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) কোম্পানির নিবন্ধিত অফিস নং ইউনিট নং. ১৫০৭, ১৫ তলা, টাওয়ার ১, থানা-শ্রীজন, কর্পোরেট পার্ক, ব্লক ইপি এবং জিপি, সেক্টর-৫, সল্ট লেক, কলকাতা-৭০০০৯১-এ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা শনিবার, ২৮শে সেপ্টেম্বর, ২০২৪ সকাল ১১.০০টায়, এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত ব্যবসায় লেনদেনের জন্য। প্রক্সি ফর্ম, অ্যাটেনডেন্স স্লিপ, ডিরেক্টরের রিপোর্ট, অডিটর রিপোর্ট এবং অডিটেড ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট সহ বার্ষিক রিপোর্ট সহ উল্লিখিত নোটিশটি অনুমোদিত মোডে সদস্যদের কাছে পাঠানো হয়েছে এবং এটি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.rkwire.com-এও পাওয়া যাচ্ছে। সভায় উপস্থিত থাকা এবং ভোট দেওয়ার অধিকারী একজন সদস্য নিজেকে / নিজের পরিবর্তে উপস্থিত এবং ভোট দেওয়ার জন্য একজন প্রক্সি নিয়োগ করার অধিকারী এবং প্রক্সির কোম্পানির সদস্য হওয়ার প্রয়োজন নেই। কার্যকর হওয়ার জন্য প্রক্সিগুলিকে কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে জমা দিতে হবে, যথাযথভাবে সম্পূর্ণ এবং স্বাক্ষরিত, এজিএম শুরু হওয়ার ৪৮ ঘণ্টার কম নয়।
কোম্পানি আইন, ২০১৩ (অ্যাক্ট) এর ধারা ৯১-এর বিধান অনুসারে, প্রাসঙ্গিক প্রযোজ্য বিধিগুলির সাথে পঠিত, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর সংশোধিত এবং রেগুলেশন ৪২-এও বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে যে কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার বই ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪ থেকে ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত (উভয় দিনই অন্তর্ভুক্ত) এজিএমের উদ্দেশ্যে বন্ধ থাকবে।
কোম্পানি আইন, ২০১৩ ('অ্যাক্ট') এর ধারা ১০৮ এর বিধান অনুসারে কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা ২০১৪-এর নিয়ম ২০ এর সাথে পঠিত, সময়ে সময়ে সংশোধিত, এবং ভারতের সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ডের প্রবিধান ৪৪ (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ঃ
ক) কোম্পানি ইলেকট্রনিক উপায়ে ('রিমোট ই-ভোটিং') ৪১তম বার্ষিক সাধারণ সভায় (এজিএম) পাস করার প্রস্তাবিত রেজোলিউশনগুলিতে সদস্যদের তাদের ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগ করার সুবিধা প্রদান করতে পেরে সন্তুষ্ট।
খ) দূরবর্তী ই-ভোটিং সময়কাল ২৫ই সেপ্টেম্বর, ২০২৪ এ শুরু হয় এবং ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ এ শেষ হয়।
গ) সংস্থাটি দূরবর্তী ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (এর পরে 'সিডিএসএল' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) এর পরিষেবাগুলিকে নিযুক্ত করেছে।
ঘ) যে কোনো ব্যক্তি যিনি কোম্পানির শেয়ার অর্জন করেন এবং এজিএম-এর নোটিশ পাঠানোর পরে সদস্য হন কিন্তু 'কাট-অফ ডেট'-এর আগে কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্টের কাছ থেকে ই-ভোটিংয়ের জন্য ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন, মেসার্স নিশ টেকনোলজিস প্রা. লিমিটেড, nichetechpl@nichetechpl.com-এ একটি অনুরোধ পাঠিয়ে। তবে, সদস্য যদি ইতিমধ্যেই দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের জন্য সিডিএসএল-এর সাথে নিবন্ধিত হয়ে থাকেন তবে তিনি ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার জন্য তার প্রস্থানকারী ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারেন।
ঙ) দূরবর্তী ই-ভোটিং সংক্রান্ত বিশদ নির্দেশাবলীর জন্য, সদস্যরা ৪০তম এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে 'নোটস' বিভাগে উল্লেখ করতে পারেন।
সদস্যদের উল্লেখ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে যেঃ
১. দূরবর্তী ই-ভোটিং মডিউলটি সিডিএসএল দ্বারা বিকাল ৫টার পরে ভোট দেওয়ার জন্য নিষ্ক্রিয় করা হবে। সোমবার, ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪-এ।
২. ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধাটি এজিএমের স্থানে উপলব্ধ করা হবে।
৩. যে সদস্যরা সভায় উপস্থিত থাকবেন এবং যারা সভার আগে দূরবর্তী ই-ভোটিং দ্বারা তাদের ভোট দেননি তারা এজিএম-এ তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন।
৪. কাট-অফ তারিখে, অর্থাৎ ২১শে সেপ্টেম্বর, ২০২৪-এ ফিজিক্যাল বা ডিমেটেরিয়ালাইজড আকারে শেয়ার ধারণ করা সদস্যরা কেবলমাত্র এজিএম-এ রিমোট ই-ভোটিং বা ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন।
দূরবর্তী ই-ভোটিং সম্পর্কিত যেকোন প্রশ্ন বা অভিযোগের জন্য সদস্যরা প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী ('এফএকিউ'এস) এবং ই-ভোটিং ম্যানুয়াল এখানে উপলব্ধ করতে পারেনঃ www.evotingindia.com এবং / অথবা helpdesk.evoting@cdslindia.com-এ একটি ইমেল লিখুন। ই-ভোটিং / ভোটিংয়ের ফলাফল ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে বা তার আগে ঘোষণা করা হবে। ঘোষিত ফলাফল, স্ক্রুটিনাইজারদের রিপোর্ট সহ, কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে প্রদর্শিত হবে এবং স্থাপন করা হবে। কোম্পানির ওয়েবসাইটে www.rkwire.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জে যোগাযোগ করা হবে।
আর.কে. ওয়্যার প্রোডাক্টস্ লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
শিবা আগরওয়াল
কোম্পানি সেক্রেটারি
স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ০৫.০৯.২০২৪

নৈতিকতাই স্বাধীনতার ভিত্তি প্রচারাভিযান জমায়েতে ইসলামী হিন্দের মহিলা শাখা

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ৪ সেপ্টেম্বর ঃ আরজিকর হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসককে গণ ধর্ষণের পর খুনের ঘটনায় প্রতিবাদ দেশ জুড়ে। কিন্তু দেশ জুড়ে যৌন সহিংসতা বৃদ্ধির কারণ হিসেবে মানুষের নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়কে মূল সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে নৈতিকতাই স্বাধীনতার ভিত্তি শিরোনামে প্রচারাভিযান শুরু করলো জামায়াতে ইসলামী হিন্দের মহিলা শাখা। পয়লা সেপ্টেম্বর থেকে তিরিশে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে প্রচারাভিযান। জামায়াতে ইসলামী হিন্দের রামপুরহাট কার্যালয়ে বেলা বারোটা নাগাদ এই অনুষ্ঠান শুরু হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জমায়েতে ইসলামী হিন্দের পশ্চিম বঙ্গ প্রাদেশিক সেক্রেটারি মঞ্জুরা খাতুন এবং প্রাক্তন পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য সভাপতি আইটা সভাপতি জুলফিকার আলী মোল্লা। তাঁরা জানান, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তাঁরা নৈতিক জাগরণের লক্ষ্যে কাজ করে যাবেন। পশ্চিমা প্রভাবে ভারতবর্ষ আজ নিজস্ব সংস্কৃতি ভুলতে বসেছে। মাদক দ্রব্যের ব্যবহার, আর্থিক দুর্নীতি, সীমাহীন লোভ, ক্ষমতালিপ্সা, নীতিহীনতা, স্বেচ্ছাচারিতা, কদাচার, শালীনতাবোধের অভাব দেশে যৌন সহিংসতা বৃদ্ধি ঘটিয়েছে। সারা দেশে নারীদের উপর অত্যাচার, ধর্ষণ, খুন উত্তোরত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই আমাদের প্রচার অনেক আগেই শুরু হয়েছে। আরজিকর ঘটনার পর সেই প্রচার আরও তীব্র করা হয়েছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। আজ ভেবে দেখুন, বিদ্যাসাগরের সুবোধ বালকের নীতি কাহিনি ছোটদের পুস্তকে পাবেন না। তাই ভালো ছাত্র তৈরী হলেও, মূল্যবোধহীন, বিবেকহীন নিষ্ঠুর মানুষ তৈরী হচ্ছে।

এক মাসের মধ্যে বিভিন্ন সময় নিখোঁজ ৫৯ জন শিশু উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৪ সেপ্টেম্বর ঃ গত এক মাসের মধ্যে বিভিন্ন সময় নিখোঁজ ৫৯ জন শিশুকে উদ্ধার করেছে কোচবিহার পুলিশ। এদিন কোচবিহার পুলিশ সুপার দপ্তরে সাংবাদিক সম্মেলন করে এই সার্থক প্রকাশ করেন কোচবিহারের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কৃষ্ণ গোপাল মিনা। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি জানান, অপারেশন আনন্দ এর ফিফ্থ ইনস্টলমেন্ট গত আগস্ট মাসে হয়েছে। গত আগস্ট মাসে কোচবিহার পুলিশ বড়সড় সাফল্য পেয়েছে। কোচবিহারের বিভিন্ন থানায় বিগত দিনে নিখোঁজ ৫৯ জন শিশুকে পুলিশ উদ্ধার করেছে। এবং গত আগস্ট মাসেই মোট ১৯৪ জন নিখোঁজ উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।

হাইকোর্টের নির্দেশ কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে যাচ্ছে রাজ্য

কলকাতা, ৪ সেপ্টেম্বর ঃ বৃহত্তর কলকাতায় ১৫ বছরের বেশি বয়সী গাড়ি বাতিলের বিষয়ে হাইকোর্টের নির্দেশ কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে যাচ্ছে রাজ্য সরকার। হাইকোর্টের বেঁধে দেওয়া ১৫ বছরের সময়সীমা বাড়িয়ে কুড়ি বছর করার জন্য সর্বোচ্চ আদালতে আবেদন জানানো হবে বলে রাজ্য পরিবহন দফতর সূত্রে জানা গেছে। গাড়ির রক্ষণাবেক্ষণ সঠিক থাকলে শুধুমাত্র বয়সের কারণে গাড়ি বাতিল করে দেওয়ার বিরোধিতা করা হবে। এধরণের গাড়ি গুলির স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে দূষণ ছড়ানোর মাত্রা নিয়ন্ত্রণে থাকলে যাতে সেগুলিকে ছাড় দেওয়া হয় সে আবেদনও জানানো হবে। প্রবীণ আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি রাজ্যের হয়ে এই মামলা লড়বেন। হাইকোর্টের নির্দেশ কার্যকর করতে হলে ২০২৫ সালের মধ্যে কেএমডিএ এলাকাতে প্রায় দেড় হাজার গাড়ি বাতিল হয়ে যেতে পারে। গণ পরিবহনের ওপরেও এর বিরূপ প্রভাব পড়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। সেই কারণেই হাইকোর্টের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে রাজ্যের তরফে।

খাওয়া- দাওয়া

সিনেমার নায়ক যখন থালাপতি বিজয়

সিনেমার নায়ক যখন থালাপতি বিজয়, তখন সেই ছবির সঙ্গে রেকর্ড জড়িয়ে থাকবে, এটা আশ্চর্যের কিছু নয়। তবে এবার মুক্তির আগেই ১৬ কোটি টাকা আয় করল বিজয়ের নতুন ছবি 'গ্রেটেস্ট অব অল টাইম'। ভেঙ্কট প্রভু পরিচালিত সিনেমাটি মুক্তি পাবে ৫ সেপ্টেম্বর। এর অনেক আগে থেকেই শুরু হয়েছে ছবিটির অগ্রিম টিকিট বিক্রি। অগ্রিম টিকিট বিক্রির অঙ্কের মধ্যেই ১৬ কোটি টাকা ছাড়িয়েছে। বিজয়ের এই সিনেমা নিয়ে ভক্তদের আগ্রহ আরও বেশি। কারণ, মনে করা হচ্ছে পুরোপুরি রাজনীতিতে জড়ানোর আগে এটিই হতে যাচ্ছে অভিনেতার শেষ সিনেমা। 'দ্য গ্রেটেস্ট অব অল টাইম' সায়েন্স ফিকশন অ্যাকশন ঘরানার সিনেমা। ছবিতে বিজয়কে দেখা যাবে দ্বৈত

চরিত্রে। তিনি ছাড়াও সিনেমাটিতে আছেন প্রশান্ত, প্রভু দেবা, আজমল আমির প্রমুখ। গত বছরের মে মাসে বিজয় অভিনীত এই ৬৮তম সিনেমার ঘোষণা আসে। সেই বছরের অক্টোবরে শুরু হয় শুটিং। ভারতের চেন্নাই, হায়দরাবাদ, পদুচেরি, থিরুবানন্তপুরাম ছাড়াও ছবিটির শুটিং হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, শ্রীলঙ্কা ও থাইল্যান্ডে। ছবিটির বাজেট প্রায় ৪০০ কোটি টাকা। বিশ্লেষকদের ধারণা, মুক্তির ১০ দিনের মধ্যেই এই টাকা বক্স অফিস থেকে উঠে আসবে।

সিনেমা ছাড়তে চেয়েছিলেন উত্তম কুমার

প্রথম দিন শুটিং ফ্লোরে প্রবেশ করেই আনন্দে আত্মহারা হয়েছিলেন উত্তমকুমার। 'মায়াডোর' সিনেমা শুটিংয়ের জন্য তৈরি করা ঝকঝকে বিয়েবাড়ির সেট, ইউনিটের কর্মচঞ্চলতায় অভিভূত হয়েছিলেন এই নায়ক। সেদিন প্রথম দেখায় পরিচালক বলেছিলেন, 'ওকে দিয়ে চলবে বলেই মনে হয়। ওকে নিয়ে যাও মেকআপ রুমে।' সিনেমার জন্য বর চরিত্রে সাজিয়ে দেওয়া হয় নবাগত উত্তমকুমারকে। দৈনিক ৫ সিকি পারিশ্রমিক দিয়ে শুরু হয় অভিনয়। চাকরির পাশাপাশি এটা মন্দ ছিল না। শুরুতে এসেই জয় করার মতো মনে হলেও পরবর্তী সময়ে তাঁকে ক্যারিয়ার ধরে রাখতে কাঁদতে পর্যন্ত হয়েছিল। ব্যর্থতা তাঁর জীবনকে তছনছ করে দেয়। চেয়েছিলেন সিনেমা ছাড়তে। বেশ কয়েক দিন ধরে সেই সিনেমাটির শুটিং। একসময় শুটিং অনেকটাই নেশার মতো হয়ে গেল। কিন্তু বড় পর্দায় নিজেকে দেখা হলো না। সিনেমাটি মুক্তি না পাওয়ায় তাঁকে হতাশ হতে হলো। মনোযোগী হলেন পোর্ট অফিসের চাকরিতে। টুকটাক অভিনয়ের খোঁজ করতে লাগলেন। ভারত মুক্তির আন্দোলন তখন আকাশে-বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে। হরতাল, হরতাল দাঙ্গায় অস্থির কলকাতা। সিনেমা নাটকপাড়া সবকিছু বন্ধ।পরে দেশ ভাগ হলো। দীর্ঘদিন আর সিনেমার কথা মুখে আনতে পারলেন না। একের পর এক বাধায় কিছু দমে গেলেন। ২৭ টাকা পারিশ্রমিকে 'দৃষ্টিদান' সিনেমায় এবার কাজ করলেন। যদিও হাতে পেয়েছিলেন মাত্র সাড়ে তেরো টাকা। বাধা পেরিয়ে তবুও নায়ক হবেন, পর্দায় তাঁকে দেখা যাবে এটাই ছিল বড় আনন্দের কথা। কিন্তু তখনো যে বড় বাঁধা আসেনি, সেটা আঁচ করতেও পারেননি এই নায়ক। ক্যারিয়ার শুরুর পরে 'কামনা', 'ওরে যাত্রী', 'মর্যাদা'সহ বেশ কিছু সিনেমায় সুযোগ পেয়ে গেলেন। মুক্তিও পেতে থাকে সিনেমাগুলো। কিন্তু কোনো সিনেমাই তাঁকে সাফল্য দিতে পারল না। তবুও হাল ছেড়ে দেননি। শুটিংয়ে ব্যর্থতা নিয়ে নানা কথা শুনেই চুপ থাকতেন। মুখের ওপরেই কেউ বলতে থাকেন, 'তাঁকে দিয়ে হবে না।' কিন্তু দমে যাননি উত্তম। সবার সঙ্গে মিষ্টি ব্যবহার করতেন। অনেককে সিগারেট, পারিশ্রমিক থেকে কমিশন দিয়ে কবজায় রাখতেন। কিন্তু কঠিন সময় এল ১৯৫১ সালে। সেদিন যেন জীবনের কঠিন দোলাচলে ছিলেন। সেই সময় কাঁদতে পর্যন্ত হয়েছিল। কেমন ছিল সেই বছর, আসুন উত্তমকুমারের মুখে আভাস শুনি, 'অশান্তির বিষাক্ত পোকাগুলো যেন আমার ভেতরে কিলবিল করছিল। এভাবে একটার পরে একটা ছবি যদি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়, তাহলে যে আমারও ব্যর্থতা। অথচ এই ব্যর্থতা থেকে নিজেকে সরিয়ে আনার ক্ষমতা কোথায়?' এই নায়ক কথাগুলো লিখেছেন তাঁর আত্মজীবনী 'আমার আমি'তে। সেই সময়ে 'মর্যাদা' সিনেমাও ফ্লপ হলো। নিজের কোথাও মুখ দেখানোর অবস্থা ছিল না। ভীষণ লজ্জা তাঁকে ঘিরে ধরত। অনেক বন্ধুই তাঁকে অপমানে আঘাত করা শুরু করলেন। বলতে ছাড়লেন না, 'তুই ফ্লপ মাস্টার জেনারেল।' উত্তম লিখেছেন 'এমন অহেতুক অপমানে আমার ভেতরের মানুষটা ক্ষতবিক্ষত হতে থাকল। আমাদের পতনের একটা ছবি যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। ''মর্যাদা ছবির পরে ধরে নিয়েছিলাম ফিল্মে আর কেউ আমাকে সুযোগ দেবে না। ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আমি বেঁচে রইলাম।'দীর্ঘ একটা দোটানায় ভাগ্য সহায় হয়ে এল 'সহযাত্রী' সিনেমা। এই সিনেমায় তাঁর অরুণকুমার নামটি ঘুচে গেল। 'কামনা' সিনেমায় থাকা উত্তম চ্যাটার্জি সেই নামও ঘুচে গেল। এবার তাঁকে পরিচালক বিমল ঘোষ উত্তমকুমার নামে ভূষিত করলেন। 'সহযাত্রী' ১৯৫১ সালেই মুক্তি পেল। সিনেমায় উত্তমের সঙ্গে ভারতী দেবী থাকার পরেও আশা জাগাতে পারল না। ব্যর্থতার আঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেলেন এই মহানায়ক। তখন সামনে ও পেছনে শুধুই হতাশা। উত্তমকুমার আত্মজীবনীতে লিখেছেন, 'তখন আমি চোখে রীতিমতো অন্ধকার দেখছিলাম। কী বলব, 'ওরে যাত্রী' সিনেমাও এই বছরেই মুক্তি পেল। ১৯৫১ সালটা যেন আমার জীবনটাকে তছনছ করল। আমি নিজেই নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার শেষ সোপানে এসে দাঁড়ালাম।' ১৯৫১ সালটা যেন কোনোভাবেই শেষ হচ্ছিল না। দুঃসহ এক যন্ত্রণা মহানায়ককে তাড়া করছিল। সেই বছরেই 'নষ্ট নীড়' সিনেমাটি মুক্তি থাকবে। সময়টা তাঁকে কাঁদিয়েছিল, সেটা তাঁর কথায়ই উঠে আসে। 'আমি একটু একটু করে শুকিয়ে গেলাম। আমার সত্তাকে আমি হারিয়ে ফেললাম। আমার ভেতর থেকে হেরে যাওয়ার জন্য যেন কান্না বেড়িয়ে আসতে চাইল। কেন এই ব্যর্থতা?-আত্মজীবনীতে লিখেছিলেন মহানায়ক। পরাজিত নয়, নানা অপমান, উপেক্ষা সত্ত্বেও বিজয়ীর হতে চেয়েছিলেন।

পায়। তখন নিজের ওপর আর ভরসা ছিল না এই নায়কের। সিনেমার নায়িকা ছিলেন জনপ্রিয় সুনন্দা দেবী। সিনেমাটি নিয়ে তিনি আশাবাদী ছিলেন। প্রচারেও তাঁর নাম ছিল না।

মুক্তির পরে সেই একই ফলাফল। সিনেমা ব্যর্থ হলো। পরপর তিনটি সিনেমার এমন ব্যর্থতায় এবার অভিনেতা হওয়ার স্বপ্ন চুরমার হয়ে গেল। এই নায়কের মতে, 'একের পর, এক ব্যর্থতা শিল্পচেতনার মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে হাজির হলো আমার সামনে। আমার এত দিনকার সব স্বপ্ন যেন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল মুহূর্তে।' এবার আর সিনেমা নয়, শুধুই চাকরিই করবেন। সিনেমা ছাড়বেন এমন সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন কালজয়ী এই নায়ক। কিন্তু এটাও ছিল তাঁর জন্য কঠিন কারণ, হেরে তিনি বিদায় নিচ্ছেন। পরাজিত সৈনিক হয়ে তাঁর নাম সিনেমা ইতিহাসে লেখা মায়ায় আটকে তাই সিনেমা ছাড়তে পারেননি। ফিরেও এবার চূড়ান্ত অপমানের মুখোমুখি হলেন। পরের বছরেও শুরুতে ভাগ্যের চাকা ঘোরেনি। 'সঞ্জীবনী', 'কার পাপে' সিনেমাগুলো পর্বতের চূড়া থেকে গভীর অতলে নিক্ষেপ করল এই নায়ককে। পতনের একদম যেন কানায়। আর ফেরার কোনো পথ নেই। এমন সময়ে তাঁকে চরম খ্যাতি দিল 'বসু পরিবার' সিনেমাটি। ব্যর্থতার কারণে সিনেমার বিজ্ঞাপন একসময় তাঁর নাম থাকত না। পত্রিকায় তাঁকে নিয়ে উপহাস হতো। তাঁকে নিয়ে দু-এক লাইনের বেশি লেখা হতো না। সেই পত্রিকাগুলো তাঁকে এবার মাথায় তুলে রাখল। এরপরে আর ক্যারিয়ারে টানা ব্যর্থতার গ্লানি লাগেনি। বরং তিনি এখনো হয়ে রয়েছেন ভক্তদের কাছে মহানায়ক। আজ এই ক্ষণজন্মা নায়কের ৯৯তম জন্মদিন। তিনি ১৯২৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন।

ভবঘুরে আবাসন থেকে উদ্ধার হল এক বৃদ্ধের মৃতদেহ

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৪ সেপ্টেম্বরঃ হাওড়ার ভবঘুরে আবাসন থেকে উদ্ধার হল এক বৃদ্ধের মৃতদেহ। বি গার্ডেন থানার আন্দুলে বুধবার সকালে সেই আবাসনের ঘরের ভিতর তাঁর দেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম দুলারা কালুয়া (৭২)। তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ এখানেই থাকতেন। এদিন সকালে অচৈতন্য অবস্থায় তাঁকে ঘরের ভেতরে পড়ে থাকতে দেখেন সেই আবাসন কর্তৃপক্ষ। চিকিৎসার জন্য সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে পাঠানো হয় হাসপাতালে। সেখানে তাকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। এই ধরনের ঘটনায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে ওই আবাসনে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বি গার্ডেন থানার পুলিশ। পুলিশের অনুমান হার্ট অ্যাটাকের কারনেই তাঁর মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে। পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা শুরু করেছে। কি কারণে তাঁর মৃত্যু হলো তার তদন্ত করছে পুলিশ।

২০২৪-এর আগস্ট মাসে ১০২৪টি পণ্যবাহী রেক আনলোড করেছে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

মালিগাঁও, ০৪ সেপ্টেম্বরঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে তার অধিক্ষেত্রের অধীনে প্রত্যেকটি রাজ্যের প্রত্যেকটি কোণায় সামগ্রী সরবরাহের যে প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে তারই অংশ হিসেবে ২০২৪-এর আগস্ট মাসে ১০২৪টি পণ্যবাহী রেক আনলোড করেছে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে এফসিআই চাল, চিনি, লবণ, খাদ্য উপযোগী তেল, খাদ্য শস্য, সার, সিমেন্ট, কয়লা, শাকসবজি, অটো, ট্যাংকের মতো পণ্যসামগ্রী ও অন্যান্য সামগ্রী সংশ্লিষ্ট মাসে পরিবহণ করেছে এবং নিজস্ব অধিক্ষেত্রের অধীনে বিভিন্ন গুডস শেডে সেগুলি আনলোড করেছে। ২০২৪-এর আগস্ট মাসে অসমে পণ্যবাহী ট্রেনের ৫৮৯টি রেক আনলোড করা হয়েছে, যার মধ্যে ২৯১টি রেকে অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী লোড ছিল।

সংশ্লিষ্ট মাসে ত্রিপুরায় ৬১টি রেক, নাগাল্যান্ডে ১৭টি রেক, অরুণাচল প্রদেশে ১০টি রেক, মণিপুরে ০১টি রেক এবং মিজোরামে ০৩টি রেক আনলোড করা হয়। এছাড়াও, ২০২৪-এর আগস্ট মাসে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধিক্ষেত্রের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ২০৪ পণ্যবাহী রেক ও বিহারে ১৩৯টি পণ্যবাহী রেক আনলোড করা হয়। গুরুত্বপূর্ণ সেকশনগুলিতে দ্বৈতকরণ কাজের দ্রুত সম্পাদন করা, আধুনিক টার্মিনাল হ্যান্ডলিং সুবিধার ফলে অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী পণ্য পরিবহণের চলাচল বৃদ্ধি ঘটেছে। সমস্ত পর্যায়ে ক্রমাগত পর্যবেক্ষণের ফলে টার্নঅ্যারাউন্ডের সময় হ্রাস হয়েছে এবং আনলোডিঙের দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসককে হুমকি দিয়ে গ্রেপ্তার জয়নগরের এক তৃনমূল কর্মী

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ৪ সেপ্টেম্বরঃ চিকিৎসককে হুমকি দিয়ে এবার গ্রেপ্তার জয়নগরের এক তৃনমূল কংগ্রেসের কর্মী। 'চাকরি খেয়ে নেব রে, আমি তৃণমূল নেত্রী'! ডাক্তারকে হুমকি, বারুইপুরে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার এক তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী। স্থানীয় সূত্রের খবর, অভিযুক্ত মুনমুন জয়নগর ২ নং ব্লকের গড়দেওয়ানি গ্রাম পঞ্চায়েতের বামুনের চক এলাকার বাসিন্দা।ওই এলাকায় তৃণমূলের কর্মী বলেই তিনি পরিচিত। মঙ্গলবার বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে ঢোকেন ওই তৃনমূল কংগ্রেসের কর্মী। হাসপাতালের লাইনে দাঁড়াতে তিনি নারাজ। লাইন ভেঙে চিকিৎসকের কাছে গিয়ে দাবি করেন,তখনই তাঁর রোগীদের দেখতে হবে। তখনই ফিটনেস সার্টিফিকেট দিয়ে দিতে হবে। চিকিৎসক তাতে রাজি-না হওয়ায় তাঁর উপর চড়াও হওয়ার অভিযোগ ওঠে ওই মহিলা তৃনমূল কংগ্রেসের কর্মীর বিরুদ্ধে। নিজেকে তৃণমূলের নেত্রী বলে দাবি করে তিনি তুইতোকারি করেন ওখান কার কর্তব্যরত চিকিৎসককে। হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, ''তোর চাকরি খেয়ে নেব।'' রুখে দাঁড়ান ওই ডাক্তার। তাঁর সমর্থনে এগিয়ে আসেন অন্যান্য রোগীরা। শেষ মেশ পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হন ওই স্বঘোষিত তৃণমূল নেত্রী মুনমুন মোল্লা। অভিযুক্ত মুনমুন জয়নগর ২ নং ব্লকের গড়দেওয়ানি গ্রাম পঞ্চায়েতের বামুনের চক এলাকার বাসিন্দা।তবে এলাকায় তৃণমূলের কর্মী বলেই তিনি পরিচিত। বেশ কয়েক জন যুবককে সঙ্গে নিয়ে মঙ্গলবার বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে ঢোকেন তিনি। ওই যুবকদের চাকরির পরীক্ষার জন্য প্রয়োজন ছিল চিকিৎসকের শংসাপত্রের। অভিযোগ, হাসপাতালে ঢুকেই মুনমুন দাবি করেন, তিনি যাঁদের নিয়ে এসেছেন, তাঁদের সবাইকে আগে 'ফিট সার্টিফিকেট' দিতে হবে। তখন অভিজিৎ নস্কর নামে এক চিকিৎসক রোগী দেখ ছিলেন। তিনি লাইনে দাঁড়িয়ে ওই মহিলাকে অপেক্ষা করতে বলেন। তার পরেই শুরু হয় চমক-ধমক। ওই চিকিৎসকের বলেন, ''অন্যান্য দিন ওপিডিতে যেমন ভিড় থাকে,আজ ও ছিল।রোগী দেখছিলাম। তখনই ওই মহিলা এসে 'ফিটনেস সার্টিফিকেট' দিতে বলেন। আমি অপেক্ষা করতে বলায় উনি জানান, আমার চাকরি খেয়ে নেবেন। আমি বললাম, আপনি যা পারেন করুন।ডাকুন,আপনার কোন নেতাকে ডাকবেন। চাকরি গেলে যাবে।'' ওই সময় উপস্থিত রোগীরা মহিলার এই ব্যবহারের প্রতিবাদ জানান। তাঁদেরই কেউ থানায় খবর দিয়েছিলেন। পরে বারুইপুর থানার পুলিশ এসে অভিযুক্তা কে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যান। ওই চিকিৎসক জানান, তাঁরা একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন বারুইপুর থানায়। এ ব্যাপারে বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালের সুপার ধীরাজ রায় বলেন, বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালের পক্ষ থেকেও থানায় আলাদা করে একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। আসলে মানুষের মধ্যে সচেতনতার অভাবে এই রকমের ঘটনা ঘটছে।তবে যে সমস্ত রোগী চিকিৎসার জন্য এসেছিলেন,তাঁদের অনেকেই রুখে দাঁড়ান। বারুইপুরের এসডিপিও অতীশ বিশ্বাস বলেন, পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে। তবে অভিযুক্ত মুনমুন মোল্লাকে বুধবার বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। এ ব্যাপারে জয়নগর ২ নং ব্লকের গড়দেওয়ানি অঞ্চল তৃনমূল কংগ্রেসের সভাপতি শিক্ষক সাহাবুদ্দিন শেখ বুধবার বলেন, মুনমুন তৃনমূল কংগ্রেসের একজন সাধারণ কর্মী। তবে ওর এই আচরণ কখনোই সমর্থন যোগ্য নয়। আইন আইনের কাজ করবে। আইনের ঊর্ধ্বে কেউ নয়।

হাসপাতালে শিক্ষানবিশ নার্সদের প্রতি কটুক্তি ও অভব্যতার অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা,লিলুয়া, ৪ সেপ্টেম্বরঃ ফের শিরোনামে সরকারি হাসপাতাল। লিলুয়ার জয়সোয়াল হাসপাতালে শিক্ষানবিশ নার্সদের প্রতি কটুক্তি ও অভব্যতার অভিযোগ। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করলো পুলিশ। এবার লিলুয়ার জয়সোয়াল হাসপাতালে শিক্ষানবিশ নার্সদের প্রতি কটুক্তি ও অভব্যতার অভিযোগ উঠলো। বুধবার লিলুয়ার টিএল জয়সোয়াল হাসপাতালে ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায়। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফে লিখিত অভিযোগ পেয়েই পুলিশ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে। জানা গেছে, ধৃতের নাম চন্দ্রশেখর মন্ডল (৪২)। লিলুয়ার ভট্টনগর এলাকায় তাঁর বাড়ি। চন্দ্রশেখরের এক আত্মীয় জয়সোয়াল হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। এদিন তাঁকে দেখতে হাসপাতালে এসেছিলেন চন্দ্রশেখর। সেখানেই শিক্ষানবিশ নার্সদের লক্ষ্য করে তিনি কটুক্তি ও অশ্লীল অঙ্গভঙ্গী ও অভব্যতা করেন বলে অভিযোগ। শ্লীলতাহানির চেষ্টারও অভিযোগ ওঠে। শিক্ষানবিশ নার্সরা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানান। ক্ষোভে ফেটে পড়েন হাসপাতালের চিকিৎসক, নার্স ও অন্যান্য রোগীর বাড়ির লোকেরা। তাঁরা অভিযুক্তের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ও কতর্ব্যরত নার্স এবং চিকিৎসকদের যথাযথ নিরাত্তার দাবিতে হাসপাতালের সুপারের কাছে ডেপুটেশনও দেন। হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান তথা হওড়া জেলা সদর তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি কৈলাশ মিশ্র জানান, বিষয়টি জানতে পেরেই পুলিশের কাছে দ্রুত লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। পুলিশ চন্দ্রশেখরকে গ্রেপ্তার করে। এই ঘটনার বিষয়ে হাওড়া সিটি পুলিশের যুগ্ম কমিশনার কে শবরী রাজকুমার জানান, ঘটনার তদন্ত চলছে। অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে।।

দ্বিচারিতার জন্য ভণ্ডামি প্রকাশ, মুখ্যসচিব নিয়োগ নিয়ে কটাক্ষ শুভেন্দুর

কলকাতা, ৪ সেপ্টেম্বর ঃ সম্প্রতি মনোজ পন্থকে রাজ্যের মুখ্যসচিব করেছে রাজ্য সরকার। দুই সিনিয়র আইএএস আধিকারিক-সহ ৭ জনকে বঞ্চনার অভিযোগ উঠেছে। বুধবার বিষয়টি নিয়ে কটাক্ষ করেছেন শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর কথায়, এরকম কাজে দ্বিচারিতার জন্য ভণ্ডামি প্রকাশ পেয়েছে। শুভেন্দুবাবু লিখেছেন, ''গত ৩১ অগাস্ট নবান্নে নতুন মুখ্য সচিব নিয়োগের বিষয়ে পুরো আমলাতন্ত্রের সাথে একটি উদ্ভট নাটক খেলা হয়েছিলো। তৎকালীন অর্থ সচিব মনোজ পন্থকে ৩০ তারিখ সন্ধ্যায় নবান্ন থেকে বদলি করে দেওয়া হয়েছিলো। একটি রহস্যজনক হস্তক্ষেপে মুখ্য সচিব নিযুক্ত হলেন। তিনি ২টি ব্যাচের ৭ জন উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে ডিঙিয়ে এই দায়িত্ব পেলেন। এঁদের একজন ১৯৮৯ ব্যাচের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব মর্যাদার অত্রি ভট্টাচার্য এবং ১৯৯০ ব্যাচের সুব্রত গুপ্ত। এঁরাও অন্যদের সঙ্গে বাদ পড়েছিলেন। বহু বছর পর আইএএস-এর জাতীয় শীর্ষস্থানীয় সুব্রত গুপ্ত পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনের শীর্ষে আসতে পারতেন। তাই যে মুখ্যমন্ত্রী, বাঙালিদের সব কিছুর জন্য একজন নকল 'পরিত্রাতা'র ভূমিকায় অবতীর্ণ হন, যিনি প্রায়শই অবাঙালিদের লাঞ্ছিত করার নাটক করেন, তিনি স্বেচ্ছায় মুখ্য সচিব পদে নিয়োগের জন্য ২জন যোগ্য সিনিয়র বাঙালি আইএএস অফিসারকে বঞ্চিত করেছেন।

আগামী বছর নতুন কাজ নিয়ে ফিরবেন সোনম

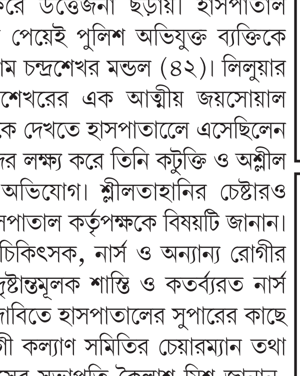

ছেলে বায়ুর জন্মের পর থেকে আর অভিনয় জগতে দেখা যায়নি সোনম কাপুরকে। ছেলেকে ঘিরেই নিজের জগৎ তৈরি করেছিলেন অভিনেত্রী। যদিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সক্রিয় অভিনেত্রী, নিজের দৈনন্দিন জীবনের নানা মুহূর্ত থেকে শুরু করে বিশেষ দিনের ছবি অনুরাগীদের সঙ্গে ভাগ করে নেন সোনম। অভিনয় থেকে দূরে থাকলেও কিছু বিজ্ঞাপনচিত্রের শুটিং সেরেছেন তিনি। কিন্তু এবার এল সুখবর। সম্প্রতি মুম্বাইতে সাংবাদিকদের সোনম কাপুর জানিয়েছেন, আগামী বছর নতুন কাজ নিয়ে ফিরবেন তিনি। সোনমের বলেন, 'বরাবরই নতুনভাবে পর্দায় নিজেকে দেখার জন্য আমি মুখিয়ে থাকি। বায়ুর জন্মের পর এই প্রথমবার ক্যামেরার সামনে আসব ভেবেই খুব ভালো লাগছে।'সোনম আরও বলেন, 'আগামী বছরের শুরুতেই শুটিং ফ্লোরে ফিরব। কিন্তু এখন নির্মাতাদের সঙ্গে ছবি নিয়ে অনেক আলোচনা বাকি, তাই এখনই এই বিষয়ে বেশি কিছু বলতে পারব না। তবে এবার দর্শক আমাকে একেবারে অন্য রকমভাবে পেতে চলেছেন, এটুকুই বলতে পারি।'সঞ্জয় লীলা বানসালির 'সাওয়ারিয়া' ছবির মাধ্যমে বলিউডে অভিষেক হয় সোনম কাপুরের। ২০২৩-এর ক্রাইম থ্রিলার 'ব্লাইন্ড'-এ শেষ দেখা গিয়েছিল সোনমকে। এর আগে সোম মাখিজা পরিচালিত ও সুজয় ঘোষ প্রযোজিত ছবি 'দ্য জোয়া ফ্যাক্টর'-এ দেখা গিয়েছিল অভিনেত্রীকে। সোনমের হাতে রয়েছে অনুজা চৌহানের উপন্যাস অবলম্বনে তৈরি 'ব্যাটল ফর বিট্টোরা' ছবিটি। এর মধ্যেই নতুন কাজের সুখবর দিলেন সোনম।

Name Change

I,CHINTAMANI CHOWDHURI,W/O HIRALAL CHOWDHURY, RESIDING AT 18/2 SHIBPUR BYE LANE , SWADHIN COLONY, BANSBERIA, P.O.BANSBERIA ,DIST. HOOGHLY , PIN . 712502 , WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS CHINTA CHOWDHURY,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 04/09/2024. THAT CHINTAMANI CHOWDHURI AND CHINTA CHOWDHURY BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I MALAY CH. BISWAS & MALAY CHANDRA BISWAS & MOLAY BISWAS,S/O LATE NIRMAL CHANDRA BISWAS,D.O.B-08/03/1947,R/O 111/A, KHAGENDRA NATH SEN ROAD, PO KASBA, PS KASBA, DIST KOLKATA, PIN-700042, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MALAY BISWAS, VDIE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT KOLKATA ON 04/09/2024, THAT MALAY CH BISWAS & MALAY CHANDRA BISWAS & MOLAY BISWAS AND MALAY BISWAS ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Debasish Roy Chawdhury S/o. Late Narayan Roy Chawdhury R/o. Vill. - Rabindra Nagar, P.O + P.S.- Chakdah, Dist.- Nadia, Pin- 741222 shall henceforth be known as Debasish Roy Chowdhury S/o. Late Narayan Roy Chowdhury. I declare that Debasish Roy Chowdhury S/o. Late Narayan Roy Chowdhury and Debasish Roy Chawdhury S/o. Late Narayan Roy Chawdhury is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 04-09-2024.

Name Change

I, Alikaddar Shahaji alias Alikaddar Shaji S/o. Fakir Ahammad Shahaji R/o. Vill. & P.O.- Petrapole, P.S.- Petrapole, Dist.- 24 Pgs. (N), Pin- 743405 shall henceforth be known as Alikadar Shahaji. I declare that Alikadar Shahaji, Alikaddar Shahaji and Alikaddar Shaji is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 04-09-2024.

Name Change

I, Kabita Naskar alias Kabita Mondal (Old Name) D/o. Gopal Naskar & W/o Sajal Kumar Mondal Residing at Vill.- Krishnarampur, P.O.- Ashuti, P.S.- Mahestala, 24 Pgs. (S), Pin- 700141 shall henceforth be known as Kabita Mondal Naskar (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no. 35/2024 Dated 04-09-2024. Kabita Naskar, Kabita Mondal (Old Name) and Kabita Mondal Naskar (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Kuldeep Kumar Dhandh (Old Name) S/o Bimal Kumar Sharma Residing at Roop Narayan. Apartment BF- 7/10, Desh Bandhu Nagar, 24 Pgs. (N), Pin- 700059, W.B., India, shall henceforth be known as Kuldeep Kumar Sharma (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 04-09-2024. Kuldeep Kumar Dhandh (Old Name) and Kuldeep Kumar Sharma (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Abul Rasid Molla alias Abdur Rasid Molla (Old Name) C/o Jamat Ali Molla Residing at Lauhati, Dakshin Para, Rajarhat, Bishnupur (ct) North 24 Parganas, West Bengal- 700135, P.S.- Rajarhat, P.O.- Lauhati shall henceforth be known as Abdur Rashid Molla (New Name) as declared before the First Class Judicial Magistrate at Alipore Kolkata vide affidavit no 7846 Dated 17-08-2024. Abul Rasid Molla and Abdur Rasid Molla (Old Name) and Abdur Rashid Molla (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Soma Bhattacharya, w/o Seshadri Majumdar, residing at D12, FF3, Freedom Fighter Enclave, Neb Sarai, Delhi - 110068, do hereby declare and confirm that I have changed my name from Soma Bhattacharjee to Soma Bhattacharya and henceforth I shall be known as Soma Bhattacharya for all intents and purposes and have sworn an affidavit before the First Class Judicial Magistrate at Calcutta, vide Affidavit No. 31440 dated 9th November 2023. Soma Bhattacharya and Soma Bhattacharjee are the same and identical person.

Name Change

I, Koushik Ray (old name) son of Late Krishna Pada Roy residing at Vill & PO- Akrampur, PS- Habra, Dist: North 24 Parganas, Pin: 743263, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Koushik Roy (new name) as declared before the 1st Class Judicial Magistrate Barasat vide 6481 dated 26/07/2024. Koushik Ray (old name) and Koushik Roy (new name) both are same and one identical person.

Name Change

I, PRAJNA SARKAR, D/O NITISH SARKAR AND PUSPITA SARKAR ROY, R/O D/12, TAHERPUR, NADIA-741159 DECLARE THAT IN MY BIRTH CERTIFICATE AND IN MY CLASS 10 CERTIFICATE MY MOTHER NAME RECORDED AS, PUSPITA SARKAR, IN MY SENIOR SECONDARY CERTIFICATE MY MOTHER NAME IS PUSPITA SARKAR ROY, AS PER AFFIDAVIT IN FIRST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE COURT AT RANAGHAT NADIA, ON 31.08.2024. BOTH PUSPITA SARKAR AND PUSPITA SARKAR ROY MOTHER OF PRAJNA SARKAR ARE SAME PERSON.

Name Change

I NAZIA, W/O SAMSHER ALAM, R/O 14/3, SHAMSUL HUDA ROAD, CIRCUS AVENUE, KOLKATA -700017, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS NAZIA ALAM, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 04/09/2024, THAT NAZIA AND NAZIA ALAM ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Reshma Ashraf (old name) W/O Salim Ashraf, residing at 3, Mohammadan Barial Ground Lane, Kolkata- 700023, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Reshma Khan (new name) as declared before the Notary public at Kolkata, dated 04/09/2024. Reshma Khan (new name) and Reshma Ashraf (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Mohammed Ashfaque (old name) S/O Mohammed Janu, residing at 41/H/8, Dr Sudhir Basu Road, Kolkata- 700023, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Mohammad Ashfaque (new name) as declared before the Notary public at Kolkata dated 04/09/2024. Mohammad Ashfaque (new name) and Mohammed Ashfaque (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Shefali Bhattacharya (old name) W/O Late Samir Kumar Bhattacharya, residing at 10, Sreepur Road, P.O.- Haltu, P.S.- Garfa, Kolkata- 700078, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Sefali Bhattacharya (new name) as declared before the Notary public at Alipore, South 24 Pgs, vide affidavit no A/14 dated 25/06/2024. Sefali Bhattacharya (new name) and Shefali Bhattacharya (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Mohammed Tajuddin (old name) S/O Late Zahiruddin, residing at 12B, Sir Syed Ahmed Road, P.O. & P.S.- Entally, Kolkata- 700014, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Md Tajuddin (new name) as declared before the Notary public at Kolkata, dated 04/09/2024. Md Tajuddin (new name) and Mohammed Tajuddin (old name) both are same and identical person.

Name Change

I MST. SAHIDA KHATUN, D/O ABDUL MANNAN SARDAR, W/O MD SAFIK, R/O B7-18/C, NEW MEMANPUR CHANDAN NAGAR, SUKANTA PALLY, PS MAHESHTALA, PIN-700141, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHAHIDA BEGAM, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 04/09/2024, THAT MST. SAHIDA KHATUN AND SHAHIDA BEGAM ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I MOHAMMAD MASIYAR MONDAL, S/O MD JAMAT ALI MONDAL, R/O GOPINATHPUR, GHONZA, PS GOPAL NAGAR, NORTH 24 PARGANAS,PIN-743249, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD MASIAR MONDAL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 03/09/2024, THAT MOHAMMAD MASIYAR MONDAL AND MD MASIAR MONDAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I,SHABBIR HUSSAIN(OLD NAME),SON OF LATE ALI MOHAMMED AND ALI MOHAMMEDJI, RESIDING AT 58,RABINDRA SARANI,OPP GOLKOTHI,PS-BOWBAZAR,KOLKATA -700073,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHABBIR HUSAIN(NEW NAME), VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 26/08/2024.THAT SHABBIR HUSSAIN AND SHABBIR HUSAIN BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Mir Monowar Ali (old name) S/O Mir Sahadat Ali, residing at Vill. & P.O.- Haroa, P.S.- Haroa, Dist- North 24 Pgs, Pin- 743425, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Mir Manuyar Ali (new name) as declared before the Notary public at Kolkata dated 04/09/2024. Mir Manuyar Ali (new name) and Mir Monowar Ali (old name) both are same and identical person.

Name Change

I,Subhajit Mukherjee (old name),son of Sujit Kumar Mukherjee,residing at 28/B/6, Natabar Paul Road. Rathtala. Ps- Bantra, Po- Kadamtala. Howrah- 711101, West Bengal, INDIA, have changed his name and shall henceforth be known as Agnibesh Mukherjee (new name) as declared before the Notary public at Kolkata, dated 04/09/2024. Agnibesh Mukherjee (new name) and Subhajit Mukherjee (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Sarmistha Ganguly (old name) W/O Agnibesh Mukherjee, D/O Suraj Prasad Ganguly, residing at 28/B/6, Natabar Paul Road. Rathtala. Ps- Bantra, Po- Kadamtala. Howrah- 711101, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Sharmistha Mukherjee (new name) as declared before the Notary public at Kolkata, dated 04/09/2024.Sharmistha Mukherjee (new name) and Sarmistha Ganguly (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Suraj Ganguly & Suraj Kumar Ganguly (old name) S/O Late Byomkesh Ganguli, residing at Ranitala, South, Kulti M. BARDDHAMAN. PIN- 713343, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Suraj Prasad Ganguli (new name) as declared before the Notary public at Kolkata, dated 04/09/2024. Suraj Prasad Ganguli (new name) and Suraj Ganguly & Suraj Kumar Ganguly (old name) all are same and identical person.

উত্তরের লোক শিল্পীদের নিয়ে তিন দিন ব্যাপী কর্মশালা শুরু হলো জলপাইগুড়ি

দুরন্ত বার্তা, ৪ সেপ্টেম্বর ঃ জলপাইগুড়ি বুধবার রাজ্যে সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের উদ্যোগে জলপাইগুড়ি আর্ট কমপ্লেক্সে এই কর্মশালা শুরু হয় চলবে শুক্রবার পর্যন্ত, জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ৫০ জন লোকো শিল্পী এই কর্মশালায় অংশ নিচ্ছেন বলে জানান, জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক। ওপর দিকে ভিন জেলা থেকে আসা প্রশিক্ষকদের মধ্যে অন্যতম সংঘমিত্রা সাহা সরকার বলেন, এই ধরনের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হলে লোকো শিল্পী দের মান আরো উন্নত হবে। বাংলার অন্যতম উত্তরবঙ্গের প্রাচীন লোকসঙ্গীত ভাওয়াইয়া গান। ভারতীয় লোকসংস্কৃতির তীর্থস্থান এই উত্তরবঙ্গের ভাওয়াইয়া লোকসঙ্গীত জগতের উঠতি প্রবাদপ্রতিম গায়ক ও কবি পীযূষ রায়। শিল্পের প্রতি কতটা ভালবাসা এবং দৃঢ়তা থাকলে এই লোকসঙ্গীতের সঙ্গে জীবনের নাড়া বাঁধা যায়। তিনি উত্তরবঙ্গের ভাওয়াইয়া ঘরানার শিল্পী হয়ে সে নিজে যথেষ্ট গর্বিত। কিন্তু সব থেকে প্রাচীন এই ঘরানাটাই আজ সবচেয়ে অবহেলিত। তবে যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে উত্তরের ঘরানা নিজেকে প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত করে চলেছে। বাংলার সাহিত্যিকগণ তাকে সাহিত্য জগতে এক নতুন নামে ভালোবেসে উপাধি দিয়েছেন 'গন্ধরাজ'। পীযূষ উত্তরবঙ্গের পাহাড় ঘেরা শিলিগুড়ি শহরের চম্পা শাড়ি দক্ষিণ পলাশ নতুন বাজার এলাকার বাসিন্দা। পিতা তুলেন রায় ও মা, সুচিত্রা দেবী। তিন ভাই বোনের মধ্যে বাড়ির ছোট ছেলে। বয়স মাত্র ২৪ বছর। পীযূষ বলেন ভারতের এরকম ঐতিহ্যপূর্ণ একটা লোকসঙ্গীতকে পরিচিত করে তুলতে চাই বিশ্বের মানুষের কাছে। তাছাড়া অনেক ছোটদের তালিম দিচ্ছি এই ধারায়। তাদের মধ্যেও বেঁচে থাকবে এই ঘরানার লোকসঙ্গীত। শিলিগুড়ি প্রসার ভারতী আকাশবাণী অধিভুক্ত শিল্পী হিসেবে সংগীত পরিবেশন করেন। স্থানীয় সূর্যসেন মহাবিদ্যালয় থেকে স্নাতক পাস করে উত্তরবঙ্গের ভাওয়াইয়া লোকসঙ্গীত নিয়ে গবেষণা ও নিজের লেখা গান কবিতা তুলে ধরেছেন বিভিন্ন সমাজ মাধ্যমে। লোকসঙ্গীত এর রক্ত তার শরীরে। তাই প্রতিনিয়ত বিভিন্নভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। জনপ্রিয় ভাওয়াইয়া গান উত্তরবঙ্গের মাটির গান উত্তরের মানুষের প্রাণের গান এই গানকে আঁকড়ে ধরে শিল্পী পীযূষ আসাম রাজ্য এবং পার্শ্ববর্তী দেশ বাংলাদেশ চলতি বছরে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনুষ্ঠান করেন। খুব ছোটবেলা থেকেই পরিবারের দারিদ্রতার কারণে পড়াশোনায় নানা বাধা-বিপত্তি ঘটে। একসময় গানের টিউশন করে পরিবারকে কোনমতে চালিয়ে গেছেন। সঙ্গীত জগতে তার মায়ের যেমন অনুপ্রেরণা রয়েছে তেমনি তার স্কুল শিক্ষক কমল কৃষ্ণ রায়ের অবদান রয়েছে। এমন শিল্পী আছেন যাদের গোটা জীবনটাই প্রায় নিবেদিত রয়েছে এই চর্চায়। ইতিমধ্যেই অল্প বয়সে অনেক পুরস্কার পেয়েছেন। এরমধ্যে ভাওয়াইয়া সঙ্গীত রত্ন সম্মানে পুরস্কৃত হন। এসব তার কাছে অমূল্য। তার লেখা রাজবংশী কামতাপুরী ভাষা সাহিত্য বই প্রকাশ পেয়েছে। তার কবিতার বই কবিওয়ালা কলকাতা ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে স্থান পেয়েছে। আঞ্চলিকভাবে যারা সংস্কৃতি চর্চা নিজেদের উজাড় করে তুলেছেন নিঃস্বার্থভাবে তার প্রতীক এক অনন্য দৃষ্টান্ত।

পূর্ব বর্ধমান জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার সূচনা

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ৪ সেপ্টেম্বর ঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের শিশু কিশোর আকাদেমি আয়োজনে ও পূর্ব বর্ধমান জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহযোগিতায় বুধবার বর্ধমান কৃষি খামারে এক প্রাকৃতিক মনোরম পরিবেশে শুরু হয়েছে বর্ধমান বিভাগীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা। দুদিন ব্যাপী এই প্রতিযোগিতাটি প্রজ্জ্বলনের মধ্যে দিয়ে উদ্বোধন করা হল বুধবার। পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, হুগলি ও বীরভূম এই চারটি জেলা থেকে মোট ১৯৩ জন প্রতিযোগী ক বিভাগে অংশ গ্রহণ করেছেন।

৫ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার খ বিভাগে ২৩৭ জন অংশ গ্রহণ করবেন বলে জানান জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের আধিকারিক রামশঙ্কর মন্ডল। এদিন রবীন্দ্রসঙ্গীত, নজরুলগীতি, আবৃত্তি, লোকসঙ্গীত, রাগপ্রধান গান, শাস্ত্রীয় নৃত্য ও তাৎক্ষণিক বক্তৃতা বিভাগে প্রতিযোগিতা হয়। তাৎক্ষণিক বক্তৃতা শুধুমাত্র খ বিভাগের জন্য। প্রতিটি বিভাগের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীর শংসাপত্র ও পুরস্কার দেওয়া হয় পাশাপাশি এই প্রতিযোগিতায় যারা প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় হবে তারা রাজ্যস্তরে অংশগ্রহণ করবে বলে জানা গেছে। এছাড়া প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীদের শংসাপত্র দেওয়া হবে। এইরকম আয়োজন বেশি হলে শিশুদের প্রতিভার মান উন্নয়নের সুবিধা হবে এবং এক সাংস্কৃতিক পরিবেশ গড়ে উঠবে বলে বলে জানিয়েছেন প্রতিযোগীদের মা- বাবারা। সারা বছর ধরে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজনে স্বভাবতই খুশি জেলার বুদ্ধিজীবী ও সংস্কৃতিভাবাপন্ন মানুষজন। বুধবার এই সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ছিলেন, জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক রামশঙ্কর মন্ডল, পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ শান্তনু কোনার সহ বিভিন্ন গুনীজনরা। পূর্ব বর্ধমান জেলা তথ্য ও সাংস্কৃতিক আধিকারিক রামশঙ্কর মন্ডল বলেন শিশুদের এই সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করতে সমস্ত ব্যাবস্থা নেওয়া হয়েছে। চারটি জেলা থেকেই বাচ্চারা এসেছেন । এর পরেই ৯ সেপ্টেম্বর থেকে কৃষি খামারে পাঁচ দিনের নাট্য কর্মশালা শুরু হবে।

রাজমিস্ত্রির কাজ করে সংসার চলে গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধানের

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৪ সেপ্টেম্বর ঃ পঞ্চায়েত প্রধান মানেই আমাদের সামনে ভেসে ওঠে এক কাল্পনিক ছবি। পেল্লাই বাড়ি হবে, বিলাসবহুল জীবনযাপন হবে, তা কিন্তু নয়। রাজমিস্ত্রির কাজ করে সংসার চালান গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান। শুনতে অবাক লাগলেও এটাই সত্যি। হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লকের মহেন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের জোটের উপপ্রধান জুল মহম্মদ। তাঁর নেই কোনো আড়ম্বর, প্রাচুর্য্য। রোদে পুড়ে, জলে ভিজে রাজমিস্ত্রির কাজ করে দিনশেষে ৫০০ টাকা মজুরি পাই তা দিয়ে জুটে রুজিরুটি। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, উপপ্রধান জুল মহম্মদের বাড়ি হরিশ্চন্দ্রপুরের মহেন্দ্রপুর গ্রামে। তার দুই ছেলে ও এক মেয়ে রয়েছে। কাঁচা বাড়িতে বসবাস করেন তিনি। উপপ্রধান হওয়ার আগে পাঁচ বছর তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য ছিল। গত পঞ্চায়েত ভোটে তৃণমূল থেকে টিকিট না পেয়ে নির্দল থেকে দাঁড়িয়ে বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে জোটের উপপ্রধান হন তিনি। তবে উপপ্রধান হওয়ার পরেও তাঁর জীবনযাত্রা পাল্টায়নি। প্রতিদিন সকালে সাইকেল নিয়ে এলাকায় ঘুরে ঘুরে মানুষের সমস্যার কথা শোনেন। এরপর রাজ মিস্ত্রির কাজে যান। সরকারি সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে বাঁকা পথে উপার্জনের লেশমাত্র নেই তাঁর জীবনে। তিনি সাধারণ জীবনযাপন করতে ভালোবাসেন। উপপ্রধান বলেন, কোন দিন কারও কাছে হাত পাতিনি। পরিশ্রম করে সংসার চালানোর মধ্যে আলাদা আনন্দ রয়েছে। মিস্ত্রির কাজ করলেও কেউ আমাকে 'চোর' বলতে পারে না।

ধর্ষণের অভিযোগ, বালুরঘাট বিডিও অফিসের সামনে বিক্ষোভ বিজেপির

দুরন্ত বার্তা, বালুরঘাট, ৪ সেপ্টেম্বর ঃ আরজিকরের ঘটনা ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় একাধিক আদিবাসী মহিলাকে ধর্ষণ করার অভিযোগের প্রতিবাদে বালুরঘাট বিডিও অফিসের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ প্রদর্শন করল বিজেপি। বুধবার বালুরঘাট বিডিও অফিসের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন বিজেপি নেতৃত্ব। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির জেলা সাধারণ সম্পাদক বাপি সরকার, যুব সভাপতি শুভ চক্রবর্তী সহ অন্যান্যরা। এদিন বালুরঘাট সহ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার আটটি ব্লক অফিসের সামনে বিজেপির তরফে বিক্ষোভ দেখানো হয়। এই কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে বিশাল পুলিশবাহিনী মোতায়েন ছিল বালুরঘাট বিডিও অফিস চত্বরে। এদিনের অবস্থান বিক্ষোভ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবি তোলা হয়। বিজেপির দাবি, শুধু আরজিকর নয় দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় একের পর এক আদিবাসী মহিলা ও নাবালিকার ধর্ষণের ঘটনা সামনে আসছে। কিন্তু পুলিশ প্রশাসন দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করছে না। এর প্রতিবাদও জানান বিজেপি নেতৃত্ব।

BIDHANNAGAR MUNICIPAL CORPORATION
POURA BHABAN, BIDHANNAGAR

(i) NIT No. 302/PWD/ROAD/BMC, Dated : 04/09/2024
(ii) NIT No. 303/PWD/ROAD/BMC, Dated : 04/09/2024

e-Tender has been invited for Repairing and maintenance of bituminous road construction and concrete road with masonry box drain at different locations within ward no. 10,17, 21,33, Sector-II under BMC. For details, please follow Tender Id
(i) 2024_MAD_744819_1 and 2
(ii) 2024_MAD_744771_1 and 5 in www.wbtenders.gov.in
Office Notice Board
Last date of Bid submission-
(i) 18/09/2024 up to 3.00 p.m.
(ii) 12/09/2024 up to 3.00 p.m.

Sd/-
Executive Engineer
Bidhannagar Municipal Corporation

E-TENDER INVITING NOTICE

Tender Reference no.:- i) WB/HOW/DPS/DGP/195/NIT5/24-25 Electronic Tenders are hereby invited by the Pradhan,Domjur Gram Panchayat, Domjur Block Dev. for implementation of Five (05) no. work within Domjur Gram Panchayat, Howrah.
Details are available in https://wbtenders.gov.in & https://etender.wb.nic.in) and Office Notice Board.

Sd/-
Pradhan
Domjur Gram Panchayat

E tender notice

Online bids are invited the year 2024-25 from bonafied contractors for listed work from 5th SFC untied fund (2024-25) of following scheme in respect of tender Id: 2024-ZPHD-743672 (1-5). Bid proposal submission on last date 29/09/2024 at 3:30 pm.Tender opening date: 23/09/24 at 12:30 pm. For details information contact to the undersigned.

S/d- Prodhan
Kusumgram Gram Panchayet

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ই-ডিআরএম-ইঞ্জি-এডিআরএ-১২০-১২৪-২৪, তারিখ ০৩.০৯.২০২৪। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ইঞ্জি)/আদ্রা, দঃপূঃরেলওয়ে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ক্রঃ নং; টেন্ডার নং ও তারিখ; কাজের বিবরণ; টেন্ডার মূল্যমান ঃ (১) ই-ডিআরএম-ইঞ্জি-এডিআরএ-১২০-২৪, তারিখ ০২.০৯.২০২৪;** আদ্রা ডিভিশনে আদ্রা-গোমো শাখার মধ্যে ১৯টি লেভেল ক্রসিং গেটের এবং পুরুলিয়া-কোটশিলা-রাজাবেরা, আনারা-রুকনি-মাহুদা-চন্দ্রপুরা এবং টিটি লাইন শাখার মধ্যে ১৬টি লেভেল ক্রসিং গেটের শিফ্‌ট গেট ব্যারিয়ার দ্বারা লেভেল ক্রসিং-এর মান উন্নয়ন, রাস্তার উপরিতল ও গেট লজ্-এর মান উন্নয়ন।; ৩,৩৭,৮৮,১৬৮.৫২ টাকা। **(২) ই-ডিআরএম-ইঞ্জি-এডিআরএ-১২১-২৪, তারিখ ০২.০৯.২০২৪;** (ক) রুকনি-ভোজুডিহ শাখায় সাঁওতালডিহ স্টেশনের ৭ নং লাইনের সিটিআর(এস) ১.১৯ টিআর.কিমি (খ) ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার (নর্থ)/আদ্রার অধীনে ১৬.১২১ টিকিমি-এর টিআরআর(এস) (গ) কোটশিলা-বোকারো স্টীল সিটির কিমি ৩৮৪.৯৯৯-৩৮৫.৩৪৭ (ডাউন)-এর জন্য এবং ভোজুডিহ-ভাগা-তে কিমি ৩১৩.৬৩৫-৩১৪.১৮৯ (ডাউন), মোট ০.৯০২ টিআর.কিমির জন্য ম্যানুয়ালি টিআরআর (পি) (ঘ) ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার (নর্থ)/আদ্রার অধীনে ৯.৪০৮ টি কিমির জন্য ম্যানুয়ালি পিবিআর (ঙ) সাঁওতালডিহ, মোহুদা, সুদামডিহ ইয়ার্ডে টি-২৮ মেশিন দ্বারা ক্রশওভারের লেআউট কারেকশান (চ) বোকারো স্টীল সিটি-রাজাবেরা, ভোজুডিহ-ভাগা, আদ্রা-গোমো এবং রুকনি-ভোজুডিহ শাখায় ৬৯৩৪টি ক্যাজুয়াল স্লিপার পুনর্নবীকরণ; ৩,৪৭,০৭,৬৩২.০০ টাকা। **(৩) ই-ডিআরএম-ইঞ্জি-এডিআরএ-১২২-২৪, তারিখ ০৩.০৯.২০২৪;** আদ্রা ডিভিশনের নতুন/এসএইচ/ইউএস পি-ওয়ে সামগ্রীর পরিবহণ; ২,৪২,৫১,৮১১.১৬ টাকা। **(৪) ই-ডিআরএম-ইঞ্জি-এডিআরএ-১২৩-২৪, তারিখ ০৩.০৯.২০২৪;** আদ্রা ডিভিশনে আরওএইচ/ বোকারো স্টীল সিটিতে আয়রনাইট ফ্লোরিং, স্ক্র্যাপ ইয়ার্ড, সেন্টার অফ এক্সিলেন্স ও অন্যান্য সংস্কার কাজের ব্যবস্থাকরণ; ৩,৭৪,২২,৮৭০.৭৩ টাকা। **(৫) ই-ডিআরএম-ইঞ্জি-এডিআরএ-১২৪-২৪, তারিখ ০৩.০৯.২০২৪;** ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/ সেন্ট্রাল/ আদ্রার অধীনে লিমিটেড হাইট সাবওয়ে/ রোড আন্ডার ব্রিজ/রোড ওভার ব্রিজ/ব্রিজের জন্য বোরিং, সয়েল টেস্টিং, রিপোর্ট জমা ইত্যাদি সমেত আরসিসি পাইপ ব্রিজ/আরসিসি বক্স ব্রিজ/রোড আন্ডার ব্রিজ এবং জিওটেকনিক্যাল ইনভেস্টিগেশন- এর বিশদ ড্রইং ও নকশা; ৪১,০৮,৯৯৭.৬৬ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৫.০৯. ২০২৪-এ দুপুর ৩টা, ক্রমিক সংখ্যা ১ ও ২-এর জন্য এবং ৩০.০৯.২০২৪-এ দুপুর ৩টা, ক্রমিক সংখ্যা ৩ থেকে ৫-এর জন্য। উপরোক্ত ই-টেন্ডারগুলির বিশদের জন্য অনুগ্রহ করে ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখুন। **(PR-559)**

DAINHAT MUNICIPALITY
P.O.-Dainhat,
Dist.: Purba Burdwan

For Details of floated e-tender against the Development work under **E-NIT 08D.M/ENGG/ 2024-25 (3rd call) Date: 04/09/2024, E-NIT 09D.M/ ENGG/2024-25 (3rd call) Date: 04/09/2024.** For Details Visit: **http://dainhatmunicipality.org & wbtenders.gov.in** Office ph no.: 7478003845.

Sd/-
Chairman,
Dainhat Municipality

ABRIDGED TENDER NOTICE

The Ex-officio Manager, GPW/WBFDCL & DCF, URF invites Tender Notice for various works:-

NIT No.	Name of Projects	Bid submission Start Date	Last Date of Bid Submission
54 to 61 /GPW/WBFDC/ 2024-25	**Yearwise maintenance of different type of plantation at ECL land.**	**05.09.2024**	**14.09.2024**

Further details can be seen at https://wbtenders.gov.in

KUMIRMORAH GRAM PANCHAYAT

Under Chanditala –I Block
KUMIRMORAH, HOOGHLY.
Email:kumirmorahgp@gmail.com
e-NIT No. 98 & 99/KGP/2024-25, Date:-04.09.2024

The Prodhan, Kumirmorah Gram Panchayat invites e-Tender on behalf of Kumirmorah Gram Panchayat for the work of GREY WATER MANAGEMENT at Two different places. Date of Start of downloading the documents from **04.09.2024 at 18.00** IST up to **11.09.2024 at 18.00** IST. Date of closing of submission of Technical Bid & Financial Bid up to **11.09.2024 at 18.00** IST. Date of Opening of Technical & Financial Bid: **12.09.2024 at 3.00 P.M**. More details visit: **https://etender.wb.nic.in**

Sd/- Pradhan
Kumirmorah Gram Panchayat

অ্যালায়েন্স উদ্যোগ লিমিটেড

রেজি অফিসঃ ১৮, নেতাজি সুভাষ রোড কলকাতা-৭০০০০১
টেলিফোনঃ ০৩৩-২২৩০-৯০৯৫, ইমেলঃ allianceudyog@gmail.com
ওয়েবসাইটঃ allianceudyog.co.in
CIN: L70100WB1895PLC001021

১২৮তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি, দূরবর্তী ই-ভোটিং তথ্য এবং বই বন্ধ

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে অ্যালায়েন্স উদ্যোগ লিমিটেডের ১২৮ তম বার্ষিক সাধারণ সভা (AGM) **সোমবার, ৩০.০৯.২০২৪ দুপুর ১.০০ টায়** ১৮, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা ৭০০০০১-এ তার নিবন্ধিত অফিসে ব্যবসা লেনদেনের জন্য অনুষ্ঠিত হবে। **১৬.০৮.২০২৪** তারিখের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে এবং উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তিটি কোম্পানির ওয়েবসাইটে **http://allianceeudyog.co.in**-এ উপলব্ধ। ১২৮ তম এজিএম এবং ২০২৩-২৪-এর বার্ষিক প্রতিবেদনের নোটিশের ইলেকট্রনিক কপিগুলি সেই সমস্ত সদস্যদের কাছে পাঠানো হয়েছে যাদের ইমেল আইডিগুলি কোম্পানি / ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে নিবন্ধিত, সাধারণ সার্কুলার নং-এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। SEBI / HO / CFD / CFD-PoD-2 / P / CIR12023 / 167 তারিখ **০৭.১০.২০২৩,** সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (SEBI) দ্বারা জারি করা, SEBI এর রেগুলেশন ৩৬(১)(বি) এর সাথে পঠিত তালিকার বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ ('LODR প্রবিধান')। ২৩.০৯.২০২৪ কাট-অফ তারিখে শারীরিক আকারে বা ডিমাট্রিয়ালাইজড আকারে শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা ৪৫ তম এজিএমের নোটিশে উল্লেখ করা ব্যবসার আইটেমগুলিতে ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দিতে পারেন যা ব্যতীত অন্য কোনও জায়গা থেকে দূরবর্তী ই-ভোটিং এর মাধ্যমে। কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১০৮-এর পরিপ্রেক্ষিতে AGM-এর ভেন্যু এবং AGM-এ পোলিং পেপারের মাধ্যমে ভোট দেওয়া কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) বিধিমালা, ২০১৪-এর বিধি ২০-এর সাথে সংশোধিত। কোম্পানি এই উদ্দেশ্যে ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (NSDL) এর পরিষেবা নিযুক্ত করেছে। সকল সদস্যদের অবহিত করা হচ্ছে যেঃ (ক) ৪৫তম এজিএমের নোটিশ পাঠানোর সমাপ্তির তারিখ **০৫.০৯.২০২৪** (খ) দূরবর্তী ই-ভোটিং **২৭.০৯.২০২৪ তারিখে সকাল ০৯.০০ এ** শুরু হবে (গ) ই-ভোটিং **২৯.০৯.২০২৪ তারিখে বিকাল ৫.০০ টায়** শেষ হবে (ঞ) ইলেকট্রনিক উপায়ে বা এজিএম-এ ভোট দেওয়ার যোগ্যতা নির্ধারণের কাট-অফ তারিখ হল **২৩.০৯.২০২৪** (ঙ) যে কোনো ব্যক্তি, যিনি কোম্পানির শেয়ার অর্জন করেন এবং AGM-এর নোটিশ পাঠানোর পর এবং কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ **২৩.০৯.২০২৪** তারিখে শেয়ার ধারণ করার পরে কোম্পানির সদস্য হন, তিনি পাঠাতে লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন evoting@nsdl.coin এ একটি অনুরোধ। যাইহোক, যদি একজন ব্যক্তি ইতিমধ্যেই দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের জন্য NSDL-এর সাথে নিবন্ধিত হন তাহলে ভোট দেওয়ার জন্য বিদ্যমান ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করা যেতে পারে (চ) সদস্যরা এটিও নোট করতে পারেন যে - ।) দূরবর্তী ই-ভোটিং মডিউলটি বিকাল ৫.০০ এর পরে NSDL দ্বারা নিষ্ক্রিয় করা হবে। **২৯.০৯.২০২৪** তারিখে এবং একবার সদস্য দ্বারা একটি প্রস্তাবের উপর ভোট দেওয়া হলে, সদস্যকে পরবর্তীতে এটি পরিবর্তন করার অনুমতি দেওয়া হবে না ।।) যে সদস্যরা এজিএমের আগে দূরবর্তী ই-ভোটিং দ্বারা তাদের ভোট দিয়েছেন তারাও এজিএম-এ উপস্থিত থাকতে পারেন কিন্তু পুনরায় তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না এবং ।।।) একজন ব্যক্তি যার নাম সদস্যদের রেজিস্টারে বা ডিপোজিটরিদের দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা সুবিধাজনক মালিকদের রেজিস্টারে কাট-অফ তারিখে নথিভুক্ত করা হয়েছে কেবলমাত্র দূরবর্তী ই-ভোটিং বা পোলিং পেপারের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন এজিএম (ছ) সদস্যরা ২০২৩-২৪ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনের সম্পূর্ণ সেট এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে http://www.omniholdings.in-এ AGM-এর বিজ্ঞপ্তি দেখতে পারেন এবং (জ) পরিচালনা পর্ষদ জনাব মনোজ প্রসাদ শ-কে নিয়োগ করেছেন , প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি মেসার্স, মনোজ শ অ্যান্ড কোং. এজিএমে পোল পেপারের মাধ্যমে ই-ভোটিং এবং ভোটিং প্রক্রিয়া সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে। (।) ই-ভোটিং প্রক্রিয়া ও পদ্ধতির জন্য সদস্যরা এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত নির্দেশাবলীর মধ্য দিয়ে যেতে পারেন বা NSDL-এর ওয়েবসাইট https: //www.allianceudyog.com এবং প্রশ্নগুলির ক্ষেত্রে, সদস্যরা উল্লিখিত ওয়েবসাইটে ডাউনলোড বিভাগে শেয়ারহোল্ডারদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন (FAQs) এবং ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল দেখতে পারেন। ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন বা সমস্যার ক্ষেত্রে সদস্যরা NSDL, ৪ তলা, 'এ'-তে উইং, ট্রেড ওয়ার্ল্ড, কমলা মিলস কম্পাউন্ড, সেনাপতি বাপট মার্গ, লোয়ার পারে! মুম্বাই - ৪০০ ০১৩ যোগাযোগ করতে পারেন । ইমেলঃ evotingnsdl.coin, টেলিফোনঃ ০২২-২৪৯৯ ৪৭৩৮।

কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ৯১ এবং এর অধীনে প্রযোজ্য বিধি এবং SEBI (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ এর প্রবিধান ৪৪ এর বিধান মেনে, সদস্যদের নিবন্ধন এবং ইক্যুইটি শেয়ারের জন্য শেয়ার স্থানান্তর বই কোম্পানি **মঙ্গলবার, ২৪.০৯.২০২৪ থেকে সোমবার, ৩০.০৯.২০২৪** (উভয়দিন সহ) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

তারিখ- ০৫ ।০৯ ।২০২৪
স্থান- কলকাতা

ওমনি হোল্ডিংস লিমিটেডে-এর জন্য
স্বা /- অরুণ কুমার লোহিয়া
পরিচালক
DIN: 00613114

ওমনি হোল্ডিংস লিমিটেড

রেজি অফিসঃ ১৮, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা- ৭০০০০১
টেলিফোনঃ ০৩৩-২২৩০-৯০৯৫, ইমেলঃ **omnikol1979@gmail.com**
CIN: L51100WB1979PLCO32376

৪৫তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি, দূরবর্তী ই-ভোটিং তথ্য এবং বই বন্ধ

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে ওমনি হোল্ডিংস লিমিটেডের ৪৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা (AGM) **সোমবার, ৩০.০৯.২০২৪ সকাল ১১.০০টায়** ১৮, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা ৭০০০০১-এ তার নিবন্ধিত অফিসে ব্যবসা লেনদেনের জন্য অনুষ্ঠিত হবে। **১৬.০৮.২০২৪** তারিখের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে এবং উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তিটি কোম্পানির ওয়েবসাইটে **http://www.omniholdings.in**-এ উপলব্ধ। ৪৫ তম এজিএম এবং ২০২৩-২৪-এর বার্ষিক প্রতিবেদনের নোটিশের ইলেকট্রনিক কপিগুলি সেই সমস্ত সদস্যদের কাছে পাঠানো হয়েছে যাদের ইমেল আইডিগুলি কোম্পানি / ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে নিবন্ধিত, সাধারণ সার্কুলার নং-এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। SEBI / HO / CFD / CFD-PoD-2 / P / CIR / 2023 / 167 তারিখ ০৭.১০.২০২৩, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (SEBI) দ্বারা জারি করা, SEBI এর রেগুলেশন ৩৬(১)(বি) এর সাথে পঠিত তালিকার বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ ('LODR প্রবিধান')। ২৩.০৯.২০২৪ কাট-অফ তারিখে শারীরিক আকারে বা ডিমাট্রিয়ালাইজড আকারে শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা ৪৫ তম এজিএমের নোটিশে উল্লেখ করা ব্যবসার আইটেমগুলিতে ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দিতে পারেন যা ব্যতীত অন্য কোনও জায়গা থেকে দূরবর্তী ই-ভোটিং এর মাধ্যমে। কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১০৮-এর পরিপ্রেক্ষিতে AGM-এর ভেন্যু এবং AGM-এ পোলিং পেপারের মাধ্যমে ভোট দেওয়া কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) বিধিমালা, ২০১৪-এর বিধি ২০-এর সাথে সংশোধিত। কোম্পানি এই উদ্দেশ্যে ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (NSDL) এর পরিষেবা নিযুক্ত করেছে। সকল সদস্যদের অবহিত করা হচ্ছে যেঃ (ক) ৪৫তম এজিএমের নোটিশ পাঠানোর সমাপ্তির তারিখ **০৫.০৯.২০২৪** (খ) দূরবর্তী ই-ভোটিং **২৭.০৯.২০২৪ তারিখে সকাল ০৯.০০ এ** শুরু হবে (গ) ই-ভোটিং **২৯.০৯.২০২৪ তারিখে বিকাল ৫.০০ টায়** শেষ হবে (ঞ) ইলেকট্রনিক উপায়ে বা এজিএম-এ ভোট দেওয়ার যোগ্যতা নির্ধারণের কাট-অফ তারিখ হল **২৩.০৯.২০২৪** (ঙ) যে কোনো ব্যক্তি, যিনি কোম্পানির শেয়ার অর্জন করেন এবং AGM-এর নোটিশ পাঠানোর পর এবং কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ **২৩.০৯.২০২৪** তারিখে শেয়ার ধারণ করার পরে কোম্পানির সদস্য হন, তিনি পাঠাতে লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন evoting@nsdl.coin এ একটি অনুরোধ। যাইহোক, যদি একজন ব্যক্তি ইতিমধ্যেই দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের জন্য NSDL-এর সাথে নিবন্ধিত হন তাহলে ভোট দেওয়ার জন্য বিদ্যমান ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করা যেতে পারে (চ) সদস্যরা এটিও নোট করতে পারেন যে - ।) দূরবর্তী ই-ভোটিং মডিউলটি বিকাল ৫.০০ এর পরে NSDL দ্বারা নিষ্ক্রিয় করা হবে। **২৯.০৯.২০২৪** তারিখে এবং একবার সদস্য দ্বারা একটি প্রস্তাবের উপর ভোট দেওয়া হলে, সদস্যকে পরবর্তীতে এটি পরিবর্তন করার অনুমতি দেওয়া হবে না ।।) যে সদস্যরা এজিএমের আগে দূরবর্তী ই-ভোটিং দ্বারা তাদের ভোট দিয়েছেন তারাও এজিএম-এ উপস্থিত থাকতে পারেন কিন্তু পুনরায় তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না এবং ।।।) একজন ব্যক্তি যার নাম সদস্যদের রেজিস্টারে বা ডিপোজিটরিদের দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা সুবিধাজনক মালিকদের রেজিস্টারে কাট-অফ তারিখে নথিভুক্ত করা হয়েছে কেবলমাত্র দূরবর্তী ই-ভোটিং বা পোলিং পেপারের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন এজিএম (ছ) সদস্যরা ২০২৩-২৪ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনের সম্পূর্ণ সেট এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে http://www.omniholdings.in-এ AGM-এর বিজ্ঞপ্তি দেখতে পারেন এবং (জ) পরিচালনা পর্ষদ জনাব মনোজ প্রসাদ শ-কে নিয়োগ করেছেন , প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি মেসার্স, মনোজ শ অ্যান্ড কোং. এজিএমে পোল পেপারের মাধ্যমে ই-ভোটিং এবং ভোটিং প্রক্রিয়া সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে। (।) ই-ভোটিং প্রক্রিয়া ও পদ্ধতির জন্য সদস্যরা এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত নির্দেশাবলীর মধ্য দিয়ে যেতে পারেন বা NSDL-এর ওয়েবসাইট https: //www.evoting.nsdl.com এবং প্রশ্নগুলির ক্ষেত্রে, সদস্যরা উল্লিখিত ওয়েবসাইটে ডাউনলোড বিভাগে শেয়ারহোল্ডারদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন (FAQs) এবং ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল দেখতে পারেন। ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন বা সমস্যার ক্ষেত্রে সদস্যরা NSDL, ৪ তলা, 'এ'-তে উইং, ট্রেড ওয়ার্ল্ড, কমলা মিলস কম্পাউন্ড, সেনাপতি বাপট মার্গ, লোয়ার পারে! মুম্বাই - ৪০০ ০১৩ যোগাযোগ করতে পারেন । ইমেলঃ evotingnsdl.coin, টেলিফোনঃ ০২২-২৪৯৯ ৪৭৩৮।

কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ৯১ এবং এর অধীনে প্রযোজ্য বিধি এবং SEBI (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ এর প্রবিধান ৪৪ এর বিধান মেনে, সদস্যদের নিবন্ধন এবং ইক্যুইটি শেয়ারের জন্য শেয়ার স্থানান্তর বই কোম্পানি **মঙ্গলবার, ২৪.০৯.২০২৪ থেকে সোমবার, ৩০.০৯.২০২৪** (উভয়দিন সহ) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

তারিখ- ০৫ ।০৯ ।২০২৪
স্থান- কলকাতা

ওমনি হোল্ডিংস লিমিটেডে-এর জন্য
স্বা /- অরুণ কুমার লোহিয়া
পরিচালক
DIN: 00613114

OFFICE OF THE
DHULAURI GRAM PANCHAYAT
Domkal, Murshidabad

NOTICE INVITING e-TENDER NO-03/15TH CFC/2024-25
NOTICE INVITING e-TENDER NO-04/15TH CFC/2024-25
NOTICE INVITING e-TENDER NO-05/15TH CFC/2024-25

For and on behalf of the Prodhan, Dhulauri Gram Panchayat, invites sealed percentage rate tenders for total 12 (Twelve) Nos. similar works. Source of Fund: 15 th CFC. Intending bidders may download tender documents from e-procurement portal of our website **http://wbtenders.gov.in** from **31.08.2024 at 12.00 Hours to 10.09.2024. up to 12.00 Hours. The pre-qualification documents alone will be opened on 12.09.2024 at 12.00 hours.**

Sd/- Prodhan
Dhulauri Gram Panchayat

OFFICE OF THE
LOCHANPUR GRAM PANCHAYAT
Lochanpur , Islampur, Murshidabad
NOTICE INVITING e-TENDER
NIeT. No- 05/5th SFC(Tied)/ Lochanpur gp/2024-25

E-tender are hereby invited by the Prodhan,Lochanpur Gram Panchayat, Raninagar-1 Block, Islampur , Msd For the Bonafied and Resourceful Contractors. Last date of Tender Submission **11/09/2024** For Other details Please seen the website **http://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Prodhan , Lochanpur GP
Lochanpur , Islampur, Murshidabad.

OFFICE OF THE
DHULAURI GRAM PANCHAYAT
Domkal, Murshidabad

NOTICE INVITING e-TENDER NO-06/15TH CFC/2024-25
NOTICE INVITING e-TENDER NO-07/15TH CFC/2024-25

For and on behalf of the Prodhan, Dhulauri Gram Panchayat, invites sealed percentage rate tenders for total 4(Four)Nos. similar works. Source of Fund: 15 th CFC. Intending bidders may download tender documents from e-procurement portal of our website **http://wbtenders.gov.in** from **04.09.2024 at 12.00 Hours to 12.09.2024. up to 12.00 Hours**. The pre-qualification documents alone will be opened on **17.09.2024 at 12.00 hours.**

Sd/- Prodhan
Dhulauri Gram Panchayat

E-TENDER INVITING NOTICE

e-tenders are invited by Prodhan, Ukta Gram Panchayat under Ausgram-1 Dev. Block Dist. – Purba Bardhaman, from resourceful/ bonafide contractors with experience and requisite credential from 15th CFC fund vide TENDER ID - 2024_ZPHD_743252_1 to 2 and 2024_ZPHD_743292_1 to 4. Date of closing of Submission of Technical bid & Financial Bid on 11/09/2024 up to 06.55 PM. For details visit the website: http://wbtenders.gov.in

E- tender notice
NIT No. BGP / 448/ 2024 & BGP / 449 / 2024

Online bids are invited from bonafide contractors for listed works under 5 TH SFC (tied) & 15 th FC(Untied) Last date of online bid submission-**11/09/2024** For details information contact

Sd/-
Prodhan,
Budbud Gram Panchayat
Budbud, Galsi-I,
PurbaBardhaman

কাটিহার ডিভিশনের অধীনে সিগনালিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ এন-২০২৪-কে-১০, তারিখঃ ৩০-০৮-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **ক্র. নং. ১; টেন্ডার নং.ঃ** এন-২০২৪-কে-১০, **কাজের নামঃ** কাটিহার ডিভিশনে বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং মেশিন কাজের সময় সিগনালিং কাজ। টেন্ডার মূল্যঃ ১,২৪,১৯,১২৪.৮২ টাকা; বায়নার ধনঃ ২,১২,১০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার** ২৩-০৯-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় **বন্ধ হবে।** উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২৩-০৯-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (এসঅ্যান্ডটি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

NOTICE INVITING TENDER

Sealed Tender is hereby invited by the undersigned, vide this Office **Tender No- 01/15th.FC (2024-25) 2nd call, Memo no- 604/EN/IGP, Dated- 03.09.2024, Tender No-09 (2023-24)2nd call, Memo no-605/ EN/IGP, Dated- 03.09.2024, Tender No-06/15th.FC(2024-25), Memo no-606/EN/IGP, Dated- 03.09.2024**, Date of submission of bid for all above NIT are from **04.09.2024, 18.00 hours to 11.09.2024, 18.00 hours.** Date and time of opening of Technical bid- **13.09.2024, 12.00 hours.** For details please visit wbtender.gov.in on and from **04.09.2024, 18.00 hours.**

Sd/-Pradhan
Indrani Gram Panchayat

OFFICE OF THE
DUILA GRAM PANCHAYET
P.O. - Duila . P.S. - Sankrail , Dist - Howrah
Tender
Nit No:-12/DGP/5 th SFC 24-25 dated 04/09/2024

Prodhan Duila Gram Panchayet invites Online tender related to devolopment work at Duila Gram Panchayat area. Last date & time limit of application to participate in tender **05/09/2024 upto 10:00 a.m** Last date & time limit for receipt of tender upto **12/09/2024 10:00 a.m.** For details visit office notice board and also **www.wbtender.gov.in**

SD/-
SRABANI BAG
Pradhan Duila Gram Panchayat

QVC EXPORTS LIMITED

Registered Office- 770 Anandapur South City Business Park, 6th Floor, Room No-611, E.M. Byepass, E.K.T, Kolkata, Kolkata, West Bengal, India, 700107
Corporate Office-2nd-Fr, 6 Southern Avenue, Kalighat, Kolkata, West Bengal, India,700026
Website-www.qvcgroup.com E-mail-cs@qvcgroup.com
CIN- U27109WB2005PLC104672

NOTICE TO MEMBERS

Notice is hereby given that the 19th Annual General Meeting (AGM) of the Company is scheduled to be held on Monday, 30th September, 2024 at 1.00 p.m. through Video Conferencing (VC)/Other Audio-Visual Means (OAVM) without physical presence of the members at a common venue in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013, SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and SEBI Circulars issued in this regard.
Electronic copies of the Notice of 19th AGM and Annual Report for Financial Year 2023-24 will be sent to the Members whose email addresses are registered with the Company/Depository Participants.
Members who have not registered their email addresses or desires to change their email addresses may update the same by sending email to the Company at cs@qvcgroup.com or to Registrar and Transfer Agent at https://wisdom. cameoindia.com/ or may contact the concerned Depository Participants.
The said AGM Notice and Annual Report for the Financial Year 2023-24 will also be available on the Company's website i.e., www.qvcgroup.com and on the website of National Stock Exchange of India Limited i.e., www.nseindia.com.

Place: Kolkata
Date: 04.09.2024

For QVC Exports Limited
Sd/-
Khushboo Singh
Company Secretary
& Compliance Officer

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (C) / Br.-VII, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :

(1) NIT No. : KMC/EEC/VII/56/17/24-25/B
Name of work : **Repairing of bustee passages at 15 Bibi Bagan Lane and its surroundings disturbed by Water Supply Department in Ward No. 56;** Estimated Cost : ₹ **4,97,522.79 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **10,000.00**; Period of Completion : **60 Days**.

(2) NIT No. : KMC/EEC/VII/58/25/24-25/B
Name of work : **Improvement of bustee sewer line at Tarini Manna Bagan and its surrounding area in Ward No. 58;** Estimated Cost : ₹ **1,27,193.18 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **2,600.00**; Period of Completion : **30 Days**.

(3) NIT No. : KMC/EEC/VII/58/27/24-25/B
Name of work : **Removal of chokage in bustee sewer at 25/2 Tangra Rd., 69 DC Dey Rd., 47 Christopher Rd. and its surrounding area (Bustee) in Ward No. 58;** Estimated Cost : ₹ **2,52,739.32 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **5,100.00**; Period of Completion : **60 Days.**

(4) NIT No. : KMC/EEC/VII/58/30/24-25/R
Name of work : **Repairing of road at 2, Hatgachia Rd. near Hatgachia Primary School disturbed by laying of sewer line and other surrounding area in Ward No. 58;** Estimated Cost : ₹ **1,99,761.04 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**; Period of Completion : **60 Days**.

(5) NIT No. : KMC/EEC/VII/58/29/24-25/R
Name of work : **Improvement of sewer line at 2, Hatgachia Rd. near Hatgachia Primary School in Ward No. 58;** Estimated Cost : ₹ **4,98,918.82 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **10,000.00**; Period of Completion : **60 Days**.

(6) NIT No. : KMC/EEC/VII/64/8/24-25/B
Name of work : **Repairing of bustee toilets at 20, 161 etc. Karaya Road, 100H/6, 98 Dilkusha Str. and surrounding bustee areas in Ward No. 64;** Estimated Cost : ₹ **3,49,062.97 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **7,000.00**; Period of Completion : **90 Days**.

(7) NIT No. : KMC/EEC/VII/64/11/24-25
Name of work : **Maintenance of K.M.C.P. School at 19, Darga Road, Kolkata-17 in Ward No. 064;** Estimated Cost : ₹ **1,14,046.74 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **2,300.00**; Period of Completion : **30 Days**; Last date and time of submission of bid : **14.09.2024 upto 12 Noon (For Sl. No. 1 to 7)**; Tender will be opened on : **17.09.2024 at 12 Noon (For Sl. No. 1 to 7)**; The bid forms and other details are available on and from **03.09.2024 at (6.55 pm) (For Sl. No. 1 to 7).** The website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 7).**

The **Executive Engineer (Civil) / Br.-XIV, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :

(1) NIT No. : KMC/XIV/132/015/24-25/BUSTEE (1st Call)
Name of work : **Improvement of concrete passage at 51 No. bustee slum area (B.L.T. Road bye lane) near Pr. No. 51/A/15, 51/B/17 etc. in Ward No. 132;** Estimated Cost : ₹ **2,98,948.66 (Incl. GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**; Period of Completion : **30 Days**.

(2) NIT No. : KMC/XIV/132/013/24-25/BUSTEE (1st Call)
Name of work : **Maintenance of U/G sewer including Raising, Replacement of Pit-Covers etc. at the slum area of 10 No. Bustee at D.H. Road, 51 No. Bustee at B.L.T. Road, Cocola Bustee at Sagar Manna Road etc. in Ward No. 132;** Estimated Cost : ₹ **2,97,535.33 (Incl. GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**; Period of Completion : **30 Days**.

(3) NIT No. : KMC/XIV/131/16/24-25/R (1st Call)
Name of work : **Improvement of concrete passage at M.I.D. Road near Pr. Nos. 56/3, 56/4, 56/6, 400D, 162/1, 122 etc. in Ward No. 131;** Estimated Cost : ₹ **4,95,237.34 (Incl. GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **10,000.00**; Period of Completion : **30 Days**.

(4) NIT No. : KMC/XIV/121/014/24-25/BS (1st Call)
Name of work : **Improvement of bustee concrete passage in the Maitypara slum area near Pr. No. 25/413, 35/406 & 28 etc. R.R.M. Roy Road in Ward No. 121;** Estimated Cost : ₹ **2,73,707.79 (Incl. GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **5,500.00**; Period of Completion : **21 Days**.

(5) NIT No. : KMC/XIV/132/010/24-25/R (1st Call)
Name of work : **Erection of temporary fencing of the vacant plots after rehabilitation dwellers at different places of B.B.D. Bag Colony (Slum Area) at U.B. Road bye lane in Ward No. 132;** Estimated Cost : ₹ **2,12,262.81 (Incl. GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **4,300.00**; Period of Completion : **30 Days**; Last date of submission of bid : **14.09.2024 (upto 5 pm) (For Sl. No. 1 to 5)**; Tender will be opened on : **17.09.2024 (5 pm) (For Sl. No. 1 to 5)**; The bid forms and other details are available on and from **06.09.2024 (From 5 pm) (For Sl. No. 1 to 5)**. The website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 5).**

The **Executive Engineer (Civil) / Br.-XV, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :

(1) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/137/022/2024-2025/R
Name of work : **Supplying & spreading of silver sand at different places in view of Holy Festival Puja in Ward No. 137, Br.-XV;** Estimated Cost : ₹ **1,51,366.81 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **3,100.00**; Period of Completion : **90 Days**.

(2) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/136/025/2024-2025/R
Name of work : **Repairing & raising manhole cover catchpit & repair roads kerb & channal stone at Dewan Bagan Lane, Fathepur 1st Lane, Mudialy Road etc. in Ward No. 136, Br.-XV;** Estimated Cost : ₹ **2,95,575.62 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**; Period of Completion : **120 Days**.

(3) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/136/030/2024-2025/R
Name of work : **Repairing of bituminus road at Umesh Neogy Road, Mudialy Road, S.P. Road, Fathepur 1st Lane etc. in Ward No. 136, Br.-XV;** Estimated Cost : ₹ **2,94,650.20 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**; Period of Completion : **120 Days**; Last date and time of submission of bid : **17.09.2024 - 11 am (For Sl. No. 1), 21.09.2024 - 11 am (For Sl. no. 2 & 3)**; Date of opening of tender : **19.09.2024 - 11 am (For Sl. No. 1), 23.09.2024 - 11 am (For Sl. 2 & 3)**; The bid forms and other details are available on and from **06.09.2024 (5 pm) (For Sl. No. 1), 10.09.2024 (5 pm) (For Sl. No. 2 & 3).** The website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 3).**

The **Executive Engineer (Civil) / Br.-X, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work :

NIT No. : X/095/019/2024-2025/D
Name of work : **Maintenance of asphaltum road by laying of hot asphaltum mix near 2/77 Azadgarh, 6/80/25 Bijoygarh etc. in Ward No. 95, Br.-X;** Estimated Value : ₹ **1,52,377.21 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **3,050.00**; Time of Completion : **120 Days**; Last date and time of submission of bid : **14.09.2024 - 12 Noon**; Date and time of opening of bid : **18.09.2024 - 12 Noon**; The bid forms and other details are available on and from **06.09.2024 (From 5 pm)** from the website **https://etender.nic.in**

The **Executive Engineer (Civil) / Br.-III, KMC** invites online percentage rate tenders under two bid system for the following works :

(1) NIT No. : KMC/EE-III/29/05/24-25 (2nd Call)
Name of work : **Repairing of road surface by laying hot mix at 49, 64, Narkeldanga North Road, 1/C, 5 Kasai Bustee Cross Lane, 32 Sastitala Road, 44/1, 43/4 Canal East in Ward No. 29, Disturbed by CESC and Water Supply Department;** Estimated Cost : ₹ **3,25,305.00**; Earnest Money : ₹ **6,850.00**; Period of Completion : **60 Days**.

(2) NIT No. : KMC/EE-III/13/10/24-25 (1st Call)
Name of work : **Repair of road surface and passage 18, 17/46 Bidhannagar Road in Ward No. 13 to be disturbed by Water Supply Department;** Estimated Cost : ₹ **2,99,353.00 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**; Period of Completion : **45 Days**; Last date and time of submission of bid : **14.09.2024 upto 12 Noon (For Sl. No. 1), 17.09.2024 upto 12 Noon (For Sl. No. 2)**; Date and time of opening of tender : **17.09.2024 on or after 12 Noon (For Sl. No. 1), 19.09.2024 after 12 Noon (For Sl. No. 2)**; The bid forms and other details are available on and from **06.09.2024 (5 pm) (For Sl. No. 1), 07.09.2024 (5 pm) (For Sl. No. 2)**; The website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2).**

523/24-25

সচিনের রুপো, টোকিওর সাফল্য প্যারিসে ছাপিয়ে গেল ভারত

প্যারিস, ৫ সেপ্টেম্বরঃ প্যারিস প্যারালিম্পিকে ভারতীয় প্যারা অ্যাথলিটরা পদকের যেন বন্যা বইয়ে দিচ্ছেন। সপ্তম দিন দেশকে পুরুষদের শট পাটে রুপো এনে দিলেন সচিন খিলারি। এটি প্যারিস প্যারা গেমসে ভারতের ২১তম পদক। প্যারালিম্পিকের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি পদক এ বারই আসছে ভারতে। টোকিও প্যারালিম্পিকে ভারতীয় প্যারা অ্যাথলিটরা ১৯টি পদক পেয়েছিলেন। আর প্যারিসে ষষ্ঠ দিনই সেই পদক সংখ্যা ছাপিয়ে যায় ভারতের প্যরা অ্যাথলিটরা। সপ্তম দিনই একাধিক পদকের সম্ভবনা রয়েছে। আজ, বুধবার পদক খাতা খুলেছেন মহারাষ্ট্রের সচিন খিলারি। পুরুষদের শট পাট এফ৪৬ ইভেন্টে ১৬.৩২ মিটার থ্রো করে রুপো পেয়েছেন সচিন খিলারি। একইসঙ্গে এটি এশিয়ান রেকর্ড থ্রো-ও। ন্যাশানাল প্যারা অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে ৫ বারের সোনাজয়ী সচিন। এশিয়ান প্যারা গেমসে সোনাও জিতেছেন। এ

বার প্যারিস থেকে প্যারালিম্পিক পদকও পেয়ে গেলেন তিনি। সেই সঙ্গে পদক তালিকায় ৩টি সোনা ৮টি রুপো ও ১০টি ব্রোঞ্জ নিয়ে ১৯ নম্বরে রয়েছে ভারত। প্যারিস প্যারালিম্পিকের ষষ্ঠ দিন পুরুষদের জ্যাভলিন থ্রোয়ের এফ৪৬ বিভাগে জোড়া পদক এসেছিল। ৬৫.৬২ মিটার থ্রো করে রুপো পেয়েছিলেন অজিত সিং। এবং ওই একই ইভেন্টে ৬৪.৯৬ মিটার (ব্যক্তিগত সেরা) থ্রো করে ব্রোঞ্জ সুন্দর সিং গুর্জরের। পুরুষদের জ্যাভলিন থ্রোয়ের এফ৪৬ বিভাগের মতোই পুরুষদের হাই জাম্প টি৬৩ ফাইনালে জোড়া পদক পেয়েছেন ভারতীয় অ্যাথলিটরা। ১.৮৮ মিটার লাফিয়ে রুপো পেয়েছেন শরদ কুমার। তিনি টোকিওতে ব্রোঞ্জ পেয়েছিলেন এই ইভেন্টে। এ বার পদকের রং বদলে ফেললেন। এই ইভেন্টে ১.৮৫ মিটার লাফিয়ে ব্রোঞ্জ পেয়েছেন মারিয়াপ্পন থাঙ্গাভেলু।

১১ বছর পর আইএসএলে মহমেডান

ভাল পারফরম্যান্সের জন্য মরিয়া ব্ল্যাক প্যান্থার্সরা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ সেপ্টেম্বরঃ মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট এবং ইস্টবেঙ্গল এফসি ইতিমধ্যেই ইন্ডিয়ান সুপার লিগে নাম লিখিয়ে ফেলেছে। কলকাতার তিন ফুটবল প্রধানের মধ্যে একমাত্র বাকি ছিল মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। তবে

আসন্ন মরশুমে তারাও খেলতে নামছে। ফলে বাংলা ফুটবলে যে ইতিমধ্যেই ষোলোকলা পূর্ণ হয়েছে, তা বলা যেতে পারে। তবে এই নয়া যুদ্ধে নামার আগে কিছুটা হলেও সাবধানী পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন মহমেডান কোচ আন্দ্রে চেরনিশভ। তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, ''ইন্ডিয়ান সুপার লিগের গুরুত্ব আমরা খুব ভালো করেই বুঝি। এটা কলকাতা ফুটবল লিগ কিংবা আই-লিগ নয়। ফলে লড়াইয়ের ঝাঁঝও যে বেশি হবে, তা আশা করা যেতে পারে। তবে এই লড়াইয়ের জন্য আমরা একেবারে প্রস্তুত।'' সেইসঙ্গে তিনি আরও যোগ করলেন, ''আমাদের দলে একাধিক তরুণ ফুটবলার রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে অনেকে আবার জাতীয় ফুটবল দলের হয়েও নিয়মিত খেলেন। পাশাপাশি বিদেশি ফুটবলাররা তো আছেনই। এই পরিস্থিতিতে আশা করতেই পারি যে আমরা ভাল ফলাফল করব।'' প্রসঙ্গত, বুধবার (৪ সেপ্টেম্বর) কলকাতার একটি পাঁচতারা হোটেলে আইএসএলের পক্ষ থেকে সাংবাদিক বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছিল। আসন্ন টুর্নামেন্টে মোট ১৩টি দল অংশগ্রহণ করতে চলেছে। তবে এই বৈঠকে সাতটি দল অংশগ্রহণ করেছিল। মহমেডানের রাশিয়ান কোচ আন্দ্রে চেরনিশভের সঙ্গে ছিলেন বাঙালি ডিফেন্ডার সামাদ আলি মল্লিক, মিজো ডিফেন্ডার জোডিংলিয়ানা রালতে ও ঘানার ডিফেন্ডার জোসেফ আদজেই। চেরনিশভের সুরে সুর মিলিয়ে সামাদ বললেন, ''আই-লিগ এবং আইএসএলের মধ্যে বিস্তর ফারাক রয়েছে। তবে সেই চ্যালেঞ্জ নিতে আমরা প্রস্তুত। কোচ যেভাবে আমাদের গাইড করছেন, সেভাবেই এগিয়ে যাচ্ছি। আশা করছি, ভাল ফলাফল করতে পারব।'' মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গলের পর ১৩৩ বছরের পুরনো এই ক্লাবকে ইন্ডিয়ান সুপার লিগের ময়দানে দেখতে বাঙালি ফুটবল সমর্থকরা যে মুখিয়ে রয়েছেন, তা বলা যেতেই পারে। আগামী ১৬ সেপ্টেম্বর ব্ল্যাক প্যান্থার্সদের আইএসএল অভিযান শুরু হতে চলেছে। অভিষেক ম্যাচে তাদের ডুরান্ড চ্যাম্পিয়ন নর্থ ইস্ট ইউনাইটেড এফসি-র বিরুদ্ধে খেলতে হবে।

চোট আতঙ্ক দূরে সরিয়ে সমর্থকদের আশ্বাস ইস্টবেঙ্গল কোচের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ সেপ্টেম্বরঃ গত কয়েক বছরে আইএসএলে ইস্টবেঙ্গলের শুধুই হতাশা। সুপার কাপ চ্যাম্পিয়ন হলেও আইএসএলে প্রথম ছয় অধরাই থেকেছে লাল-হলুদের। আইএসএলের প্লে-অফে এখনও অবধি জায়গা করতে পারেনি ইস্টবেঙ্গল। এ বছরও ডুরান্ড কাপের কোয়ার্টার ফাইনালে আই লিগের দল লাজং এফসির কাছে হেরে বিদায় নেয় কার্লেস কুয়াদ্রাতের ছেলেরা। অন্যান্য বারের তুলনায় এ বছর শক্তিশালী দল তৈরি করেছে ইস্টবেঙ্গল। জাতীয় দলের বেশ কয়েকজন ফুটবলার এখন আছেন লাল-হলুদে। গতবারের টপ স্কোরার দিমিত্রিয়াস ডায়ামান্টাকোস, প্লে মেকার মাদিহ তালালের মতো ফুটবলাররা আছেন এ বারের দলে। সমর্থকদের প্রত্যাশাও দ্বিগুণ হয়েছে। মরসুমের শুরুতে এসিএল টু-র প্লে অফে হার আর ডুরান্ডের ব্যর্থতা ভুলে ঘুরে দাঁড়ানোর চ্যালেঞ্জ ইস্টবেঙ্গলের। মরসুমের শুরু থেকেই চোট সমস্যায় জেরবার লাল-হলুদ ব্রিগেড। প্রভাত লাকরা, নিশু কুমাররা চিন্তা বাড়িয়েছেন ম্যানেজমেন্টের।

রক্ষণের দুর্বলতাও প্রকট হয়েছে। এমনকি দুই সাইডব্যাক পজিশনও ভরসা দিতে ব্যর্থ। কোচ কুয়াদ্রাত অবশ্য বলছেন তাঁর দলের বিদেশিদের কোনও চোট সমস্যা নেই। প্রত্যেকেই ১৪ তারিখ আইএসএলের প্রথম ম্যাচ খেলতে মুখিয়ে আছেন। ইস্টবেঙ্গলে সই করলেও এখনও মাঠে নামা হয়নি আনোয়ার আলির। ফেডারেশনের প্লেয়ারস স্ট্যাটাস কমিটির রায়ের দিকেও তাকিয়ে আছে লাল-হলুদ শিবির। অধিনায়ক ক্লেটন সিলভা বলছেন, ''গত বছর অল্পের জন্য সুপার সিক্সে থাকতে পারিনি। এবছর আমরা প্লে অফ খেলতে তৈরি। ট্রফি জিতে সমর্থকদের মুখে হাসি ফোটাতে চাই।'' কোচ কুয়াদ্রাতও আশ্বস্ত করে বলছেন, তাঁর দলের উপর আস্থা রাখতে। গত বছর সুপার কাপ জিতেছে ইস্টবেঙ্গল। এবছরও সমর্থকদের ট্রফির স্বাদ দিতে চান লাল-হলুদের স্প্যানিশ কোচ। ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগানের পাশাপাশি মহমেডান স্পোর্টিং এ বছর থেকে আইএসএলে খেলবে। বাংলার ফুটবলের এতে অনেক উন্নতি হবে। মনে করছেন সৌভিক চক্রবর্তী। ডার্বির সংখ্যাও এবারে বাড়ছে। বাংলার ফুটবলে উন্মাদনাও যে আরও বাড়বে তা মনে করেন ইস্টবেঙ্গলের বঙ্গসন্তান।

কোচ কুয়াদ্রাত অবশ্য বলছেন তাঁর দলের বিদেশিদের কোনও চোট সমস্যা নেই। প্রত্যেকেই ১৪ তারিখ আইএসএলের প্রথম ম্যাচ খেলতে মুখিয়ে আছেন।

সই সাবুদ পর্ব সারা! আইপিএল-এ প্রত্যাবর্তন দ্রাবিড়ের

জয়পুর, ৪ সেপ্টেম্বরঃ ফের কোচের ভূমিকায় দেখা যাবে রাহুল দ্রাবিড়কে। এ বছরের জুনে ভারত টি-২০ বিশ্বকাপ জেতার পরই দ্রাবিড়ের কোচ হিসেবে মেয়াদ শেষ হয়েছিল। তিনি জানিয়ে দেন আর বিরাট-রোহিতদের কোচের দায়িত্ব নেবেন না। পরিবারকে সময় দেবেন। কিন্তু তিনি ভারতের প্রাক্তন কোচ হওয়ার পর বার বার শোনা গিয়েছে, আইপিএলের আঙিনায় দ্রাবিড়কে কোনও না কোনও ফ্র্যাঞ্চাইজির কোচের ভূমিকায় দেখা যাবে। একাধিক দলের নামও উঠে আসছিল। এ বার জানা গিয়েছে, এক আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজিতে সই করেছেন দ্রাবিড়। তা কোন টিম? ক্রিকেট ওয়েবসাইট ক্রিকইনফোর রিপোর্ট অনুযায়ী, সম্প্রতি রাজস্থান রয়্যালস ফ্র্যাঞ্চাইজিতে সই করেছেন রাহুল দ্রাবিড়। এখনও অবশ্য এই নিয়ে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করেনি আইপিএলের প্রথম সংস্করণের চ্যাম্পিয়নরা। রাজস্থানের সঙ্গে রাহুলের আলাদা যোগ রয়েছে। তিনি ২০১২ ও ২০১৩ সালে রাজস্থানের ক্যাপ্টেনের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। এরপর ২০১৪ ও ২০১৫

সালে টিমের ডিরেক্টর ও মেন্টরের ভূমিকায় দেখা গিয়েছিল তাঁকে। তাই দ্রাবিড়ের রাজস্থানে ফেরাকে, ঘর ওয়াপসিও বলা যায়। একইসঙ্গে জানা গিয়েছে, রাজস্থান রয়্যালসে রাহুল দ্রাবিড় কোচ হিসেবে আসার পর তাঁর সহকারী কোচের ভূমিকায় দেখা বিক্রম রাঠৌরকে। ভারতের প্রাক্তন ব্যাটিং কোচ বিক্রম দীর্ঘদিন দ্রাবিড়ের সঙ্গে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে ভারতের ব্যাটিং কোচ হওয়ার আগে বিক্রম জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে রাহুল দ্রাবিড়ের সাপোর্ট স্টাফ টিমে রয়েছেন। দ্রাবিড় রাজস্থানের হেড কোচ হয়ে আসার পর দলের ভাগ্য ফেরে কিনা, সেদিকে নজর থাকবে সকলের। রাজস্থানের বর্তমান ক্যাপ্টেন সঞ্জু স্যামসনের সঙ্গে রাহুলের ভালো সম্পর্ক রয়েছে। সঞ্জু যখন অনূর্ধ্ব-১৯ টিমের হয়ে খেলতেন, সেই সময় থেকে দ্রাবিড় তাঁকে চেনেন। ফলে তাঁদের একটা বহু পুরনো বন্ডিং রয়েছে। সেই বন্ডিংয়েই এ বার দেখার পঁচিশের আইপিএলে রাজস্থান ট্রফির স্বাদ পায় কিনা। কারণ ২০০৮ সালের পর আর রাজস্থান শিবিরে আইপিএল ট্রফি আসেনি।

ইন্ডিয়ান সুপার লিগ শুরুর আগেই বিরক্ত মোহনবাগান কোচ হোসে মোলিনা!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ সেপ্টেম্বরঃ আর কয়েকদিন বাদেই আইএসএলের ঢাকে কাঠি পড়ছে। ১৩ তারিখ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে আইএসএলের যাত্রা শুরু করছে মোহনবাগান। প্রথম ম্যাচেই গতবারের চ্যাম্পিয়ন মুম্বই সিটি এফসির সামনে লিগ শিল্ড চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান। ডুরান্ড কাপে অল্পের জন্য ট্রফি হাতছাড়া হয়েছে। ফাইনালে নর্থ ইস্টের বিরুদ্ধে প্রথমার্ধে ২-০ এগিয়ে থেকেও চ্যাম্পিয়ন হতে পারেনি মোহনবাগান। আইএসএলের যাত্রা শুরুর আগে মোহনবাগানের আকাশে ম্যাকলারেন চিন্তার মেঘ ঘোরাফেরা করছে। এখনও পর্যন্ত বাগান জার্সিতে মাঠে দেখা যায়নি অজি বিশ্বকাপারকে। অনুশীলন করলেও, ম্যাচে কবে নামবেন? বাগান জনতার প্রশ্ন, উত্তর জানেন না কোচ মোলিনাও। ম্যাকলারেন ধোঁয়াশা অব্যাহত থাকল কোচ মোলিনার কথাতেও। আইএসএলের মিডিয়া ডে-তে উপস্থিত হয়ে বাগান কোচ নিজেও দিশেহারা হয়ে গেলেন ম্যাকলারেন প্রসঙ্গে। বিরক্তি সহকারে মোলিনার উত্তর, ''আমি ডাক্তার নই। ম্যাকলারেন কবে মাঠে নামবে তা চিকিৎসকরাই বলতে পারবে। আমি কোচিং করাই। ম্যাকলারেনের ব্যাপারে সদুত্তর চিকিৎসকরাই দিতে পারবে।'' ঘাড়ের চোটে কাবু অজি বিশ্বকাপার। ম্যাকলারেন কবে মাঠে নামবেন সেটাই এখন ময়দানের লাখ টাকার প্রশ্ন। মোহনবাগান দলে এবার

তারকার ছড়াছড়ি। ম্যাকলারেন ছাড়াও কামিংস, দিমিত্রি পেত্রাতোস, গ্রেগ স্টুয়ার্টের মতো হেভিওয়েটরা আছেন দলে। বাগান জার্সিতে এবারও ফুল ফোটাতে চান অজি তারকা। লিগ শিল্ড খেতাব রেখে দেওয়ার পাশাপাশি আইএসএলের চ্যাম্পিয়নশিপেও নজর পেত্রাতোসের। দল অনেক শক্তিশালী। এগারো জনের দলে ঢোকার সুস্থ প্রতিযোগিতাও উপভোগ করতে চান বাগান তারকা।

যুক্তরাষ্ট্র ওপেন থেকে বিদায় রোহন বোপান্নার, মিক্সড ডাবলসের সেমিফাইনালে হার

নিউ ইয়র্ক, ৪ সেপ্টেম্বরঃ যুক্তরাষ্ট্র ওপেনের সেমিফাইনালে থেমে গেল ভারতের রোহন বোপান্নার দৌড়। মিক্সড ডাবলসের শেষ চারে রোহন বোপান্না ও ইন্দোনেশিয়ার আলদিলা সুতজিয়াদি হার মানেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডোনাল্ড ইয়ং ও টেলর টাউনসেন্ডের কাছে। মার্কিন জুটি ৬-৩,৬-৪-এ ম্যাচ জিতে নেয়। কোয়ার্টার ফাইনালে বোপান্না-সুতজিয়াদি ঘাম ঝরিয়ে জেতেন এবডেন এবং চেক প্রজাতন্ত্রের বারবোরা ক্রেজসিকোভার বিরুদ্ধে। দেড় ঘণ্টার বেশি সময় ধরে ম্যাচ চলে। ৪৪ বছর বয়সি বোপান্না যুক্তরাষ্ট্র ওপেনের পুরুষদের ডাবলসে তৃতীয় রাউন্ডে হেরে যান। বোপান্না ও ম্যাথু এবেডন জুটি হার মানেন আর্জেন্টিার ম্যাক্সিমো গঞ্জালেজ ও আন্দ্রেজ মোলতেনির কাছে। যুক্তরাষ্ট্র ওপেনে একে একে শেষ হয়ে যাচ্ছে ভারতের প্রতিনিধিত্ব। পুরুষদের সিঙ্গলসের প্রথম রাউন্ড থেকে আগেই ছিটকে গিয়েছেন সুমিত নাগাল। যুকি ভাম্বরি ও এন শ্রীরামও বিদায় নিয়েছেন টুর্নামেন্ট থেকে। এদিকে পুরুষদের সিঙ্গলসে শেষ চারে পৌঁছলেন মার্কিন খেলোয়াড় ফ্রান্সিস টিয়াফো। চোটের জন্য পুরো ম্যাচ খেলেননি বুলগেরিয়ার গ্রিগর দিমিত্রভ। উইম্বলডনেও চোটের কারণে চতুর্থ রাউন্ড থেকে সরে যেতে হয় দিমিত্রভকে।

ডিভোর্স অতীত! ছেলে অগস্ত্যর জন্যই কি আবারও কাছাকাছি হার্দিক-নাতাশা?

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

দীর্ঘদিন পর ছেলে অগস্ত্যকে আবার কাছে পেলেন হার্দিক পান্ডিয়া। সার্বিয়ান সুন্দরী নাতাশা স্তানকোভিচের সঙ্গে বিচ্ছেদের পর প্রথম বার ভারতীয় অলরাউন্ডারের কাছে ফিরেছে ছোট্ট অগস্ত্য। ১৮ জুলাই সোশ্যাল মিডিয়ায় হার্দিক ও নাতাশা একসঙ্গে তাঁদের বিচ্ছেদের খবর শেয়ার করেছিলেন। তারপর থেকে মা নাতাশার সঙ্গে সার্বিয়াতেই ছিল অগস্ত্য। এ বার ভারতে

ফিরেছেন নাতাশা। স্বাভাবিকভাবেই সঙ্গে এসেছে অগস্ত্য। সে পৌঁছে গিয়েছে বাবার কাছে। তারপর থেকে নেটদুনিয়ায় গুঞ্জন চলছে তা হলে ডিভোর্স কি অতীত? ছেলে অগস্ত্যর জন্যই কি আবারও কাছাকাছি হার্দিক ও নাতাশা? নাতাশা স্তানকোভিচের ইন্সটাগ্রামে ঢুঁ মারলে দেখা যায়

তিনি, ইন্সটাগ্রাম স্টোরিতে অগস্ত্যর একটি ছবি শেয়ার করেছেন। যেখানে দেখা যায় হার্দিকের দাদা ক্রুণালের ছেলে কবীরের সঙ্গে খেলছে অগস্ত্য। পাশাপাশি ক্রুণাল পান্ডিয়ার স্ত্রী পঙ্খুরি শর্মার ইন্সটাগ্রাম স্টোরিতে দেখা যায়, তাঁর কোলে বলে রয়েছে একদিকে কবীর ও অপরদিকে অগস্ত্য। আর পঙ্খুরি দু'জনকে গল্প শোনাচ্ছেন। ওই স্টোরির ক্যাপশনে লেখা, 'স্টোরি টাইম!' এই দুই ছবিই বলে দিচ্ছে এখন হার্দিকের বাড়িতেই রয়েছে ছোট্ট অগস্ত্য। হার্দিক ও নাতাশার দেখা হয়েছে কিনা, তা জানা যায়নি। কিন্তু তাঁদের ছেলে এখন পান্ডিয়া বাড়িতেই রয়েছে, তা একেবারে ঠিক। হার্দিক এবং নাতাশা বিচ্ছেদের সময় এক বিবৃতিতে জানিয়েছিলেন, তাঁরা আলাদা হচ্ছেন ঠিকই। কিন্তু তাঁদের ছেলে দু'জনেরই ভালোবাসা পাবে। সেই বিবৃতিতে হার্দিক লেখেন, 'আমি ও নাতাশা চার বছর একসঙ্গে থাকার পর আলাদা হয়ে যাচ্ছি। নিজেদের সেরাটা দিয়েছিলাম আমরা। চেষ্টা করেছিলাম আমরা এই সম্পর্কটাকে টিকিয়ে রাখার। কিন্তু আমরা পারিনি। আর তাই যেটা হয়েছে সেটাই আমাদের জন্য ভালো। এই সিদ্ধান্তটা আমাদের জন্য বেশ কঠিন। পরিবার বাড়তেই যে সম্মান, ভালোবাসা নিয়ে বেড়ে উঠছিলাম সেই সব মাথায় রেখে এই কাজ আমাদের পক্ষে মোটেও সহজ ছিল না। আমাদের জীবনে আমাদের ছেলে অগস্ত্য ভীষণ স্পেশ্যাল। ওকে পেয়ে আমরা ধন্য। আমরা দু'জনে মিলেই তাই ওকে বড় করে তুলব। আমরা সব ওকে দেব, ওর খুশির জন্য যা করা দরকার সেটা করব। আমাদের এই কঠিন সময়ে সকলের কাছে একটাই অনুরোধ, কিছু জিনিস ব্যক্তিগত রাখতে দিন। ধন্যবাদান্তে, হার্দিক ও নাতাশা।'

ঈশান কিষাণের দলীপে খেলা অনিশ্চিত, জাতীয় দলে ফেরার স্বপ্ন বিঁশবাও জলে!

নয়াদিল্লি, ৪ সেপ্টেম্বরঃ দলীপ ট্রফিতে নজর কাড়তে পারলে জাতীয় দলের দরজা হয়তো খুলে যেত ঈশান কিষাণের জন্য। কিন্তু তাঁর ভারতীয় টিমে ফেরার স্বপ্ন যেন এখন বিঁশবাও জলে! আগামিকাল, বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হবে এ বারের দলীপ ট্রফি। সম্প্রতি জানা গিয়েছে, দলীপের প্রথম ম্যাচে উইকেটকিপার ব্যাটার ঈশান কিষাণকে পাওয়া যাবে না। কিন্তু কেন? ক্রিকবাজের এক রিপোর্ট অনুযায়ী, ঈশান কিষাণের হয়তো চোট রয়েছে। তাই তাঁকে দলীপ ট্রফিতে প্রথম ম্যাচে হয়তো দেখা যাবে না। টিম-ডি-এ শ্রেয়স আইয়ারের নেতৃত্বে খেলার কথা ঈশানের। তিনি না খেললে ওই টিমে উইকেটকিপার বিকল্প হিসেবে রয়েছেন কেএস ভরত। ঈশান যে দলীপের পরের ম্যাচে ফিরবেন, তাও নিশ্চিত নয়। একইসঙ্গে জানা গিয়েছে, ঝাড়খণ্ডের উইকেটকিপার ব্যাটারের বিকল্প হিসেবে টিম-ডিতে নেওয়া হতে পারে সঞ্জু স্যামসনকে। দলীপ ট্রফিতে ভালো পারফর্ম করলে দীর্ঘদিন পর ভারতীয় টিমে ফেরা হত ঈশানের। সামনেই বাংলাদেশের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ ভারতের। কিন্তু সেখানে ঈশান ফিরবেন কিনা, তা পরিষ্কার নয়। ভারত-বাংলাদেশ টেস্ট সিরিজে উইকেটকিপারের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য মরিয়া ঋষভ পন্থ। সীমিত ওভারের সিরিজে ফিরলেও, পন্থের এখনও টেস্টে প্রত্যাবর্তন হয়নি। ফলে তিনি দলীপে ভালো খেলে টেস্টে জায়গা ফিরে পেতে চান। ঈশান এই সিরিজের জন্য উইকেটকিপার ব্যাটারের দৌড়ে থাকলে সেখানে পন্থের লড়াই হত তাঁর সঙ্গে। কিন্তু তিনি না থাকলে পন্থের লড়াইটা ধ্রুব জুরেলের সঙ্গেই সম্ভবত থাকবে। টিম-এ-তে ধ্রুব রয়েছেন। টেস্টে এ বছরই ধ্রুবর ডেবিউ হয়েছে। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিনি ভালো পারফর্ম করেছিলেন। ফলে দলীপে নির্বাচকদের নজরে পড়ে গেলে নিশ্চিত ভাবে পন্থের সঙ্গে লড়াই হবে তাঁর। কে জেতেন, সেটাই দেখার।

বর্ণবিদ্বেষ নিয়ে উন্নতি না হলে স্পেনে বিশ্বকাপ নয়, বললেন ভিনিসিউস

মাদ্রিদ, ৪ সেপ্টেম্বরঃ ক্যারিয়ারে অসংখ্যবার বর্ণবিদ্বেষী আচরণের শিকার হয়েছেন ভিনিসিউস জুনিয়র। যার বেশিরভাগই স্পেনে। এই তিক্ত অভিজ্ঞতা আর সইতে পারছেন না রেয়াল মাদ্রিদের এই তারকা। বৈষম্যমূলক ব্যবহারে উন্নতি না করলে স্পেন থেকে ২০৩০ বিশ্বকাপ সরিয়ে নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন ব্রাজিলিয়ান এই ফরোয়ার্ড। স্পেনে প্রতিপক্ষের সমর্থকদের কাছ থেকে বর্ণবিদ্বেষী আচরণের শিকার হওয়ার অভিযোগ বহুবার করেছেন ভিনিসিউস। এনিয়ে কিছু কিছু পদক্ষেপও নেওয়া হয়েছে। গত মরসুমে ভালেন্সিয়ায় এমন এক ঘটনায় গত জুনে তিন সমর্থককে আট মাসের কারাদণ্ড দেয় স্পেনের একটি আদালত। দেশটিতে ফুটবল স্টেডিয়ামে বর্ণবিদ্বেষী আক্রমণের জন্য কারাদণ্ডের শাস্তির প্রথম ঘটনা সেটি। শুধু ভালেন্সিয়া নয়, বার্সেলোনা, মায়োর্কা, রেয়াল ভাইয়াদলিদ, সেভিয়া, রেয়ালের নগরপ্রতিদ্বন্দ্বী আতলেতিকো মাদ্রিদের মাঠেও বিভিন্ন সময়ে বর্ণবিদ্বেষী আচরণের শিকার হয়েছেন ভিনিসিউস। কিছু মানুষের আচরণে পরিবর্তন আসেনি এখনও। আগামী ২০৩০ বিশ্বকাপ পর্তুগাল ও মরক্কোর সঙ্গে যৌথভাবে আয়োজন করবে স্পেন। সম্প্রতি সিএনএন-এ প্রকাশিত এক সাক্ষাকারে ২৪ বছর বয়সী ভিনিসিউস বলেন, ''বর্ণবিদ্বেষী আচরণে উন্নতি না করলে প্রয়োজনে স্পেন থেকে বিশ্বকাপ সরিয়ে নেওয়া উচিত। ২০৩০ সাল পর্যন্ত আমাদের পরিবর্তনের অনেক জায়গা আছে। আশা করি, স্পেন মানসিকভাবে আরও বিকশিত হবে এবং বুঝতে পারবে যে গায়ের

রঙের কারণে কাউকে অপমান করা কতটা গুরুতর। যদি ২০৩০ সালের মধ্যে পরিস্থিতির উন্নতি না হয়, আমি মনে করি আমাদের (বিশ্বকাপ) ভেন্যু সরিয়ে নিতে হবে। কারণ যদি কোনো খেলোয়াড় এমন একটি দেশে খেলতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ না করে এবং নিরাপদ বোধ না করে যেখানে তারা বর্ণবিদ্বেষের শিকার হতে পারে, তবে এটি কিছুটা কঠিন।'' ভিনিসিউসের এমন মন্তব্য বিতর্কের জন্ম দিয়েছে স্পেনে। স্প্যানিশ গণমাধ্যমগুলোতে অনেকে যুক্তি দিয়েছেন, ভুলভাবে তাদের দেশটিকে বর্ণবিদ্বেষী হিসেবে চিহ্নিত করেছেন এই ব্রাজিলিয়ান। ভিনিসিউস অবশ্য সাক্ষাৎকারে স্পষ্ট করে দিয়েছেন, তার মন্তব্য কিছু সংখ্যক সমর্থকদের লক্ষ্য করে। স্পেনে অনেক মানুষ আছে, যাদের বেশিরভাগই বর্ণবিদ্বেষী নয়। ছোট একটি গোষ্ঠী আছে, যারা এমন একটি দেশের ভাবমূর্তিকে প্রভাবিত করে আমি রেয়াল মাদ্রিদের হয়ে খেলতে ভালোবাসি। স্পেনকে ভালোবাসি, এখানে পরিবারের সঙ্গে বসবাস করার জন্য সবচেয়ে ভালো পরিবেশ রয়েছে। আশা করি বিষয়গুলি আরও পরিবর্তন হতে পারে। তারা ইতিমধ্যে বিকশিত হয়েছে, কিন্তু তারা আরও অনেক উন্নতি করতে পারে। ২০৩০ সালের মধ্যে বর্ণবিদ্বেষী ঘটনা ও বর্ণবাদ কমতে পারে এবং তা হওয়া উচিত। ২০১৮ সালে রিয়াল মাদ্রিদে যোগ দেওয়া ভিনিসিউস এরই মধ্যেই তিনটি লা লিগা শিরোপা ও দুটি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়ের স্বাদ পেয়েছেন। এখন পর্যন্ত স্প্যানিশ ক্লাবটির হয়ে ২৬৮ ম্যাচে ৮৪ গোল ও ৭৮ অ্যাসিস্ট করেছেন তিনি।

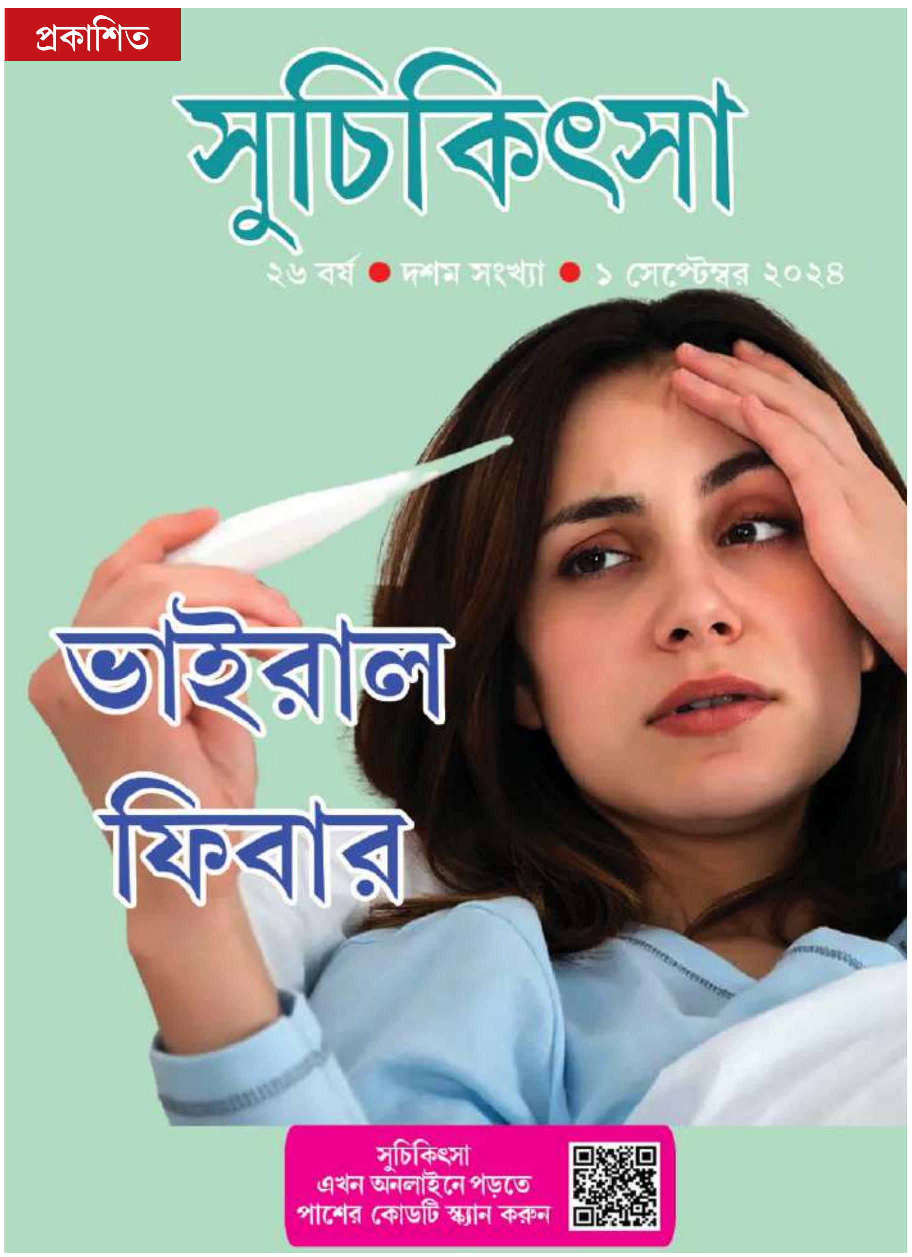

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com